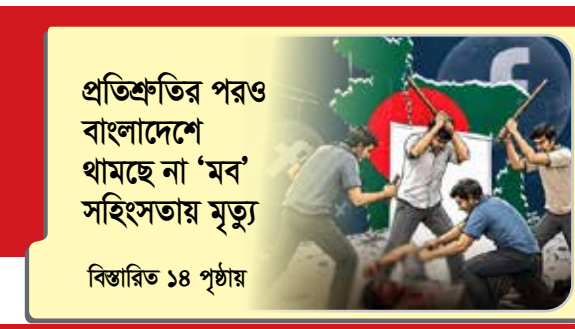
পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1704, Saturday, October 31, 2026 FREE www.parichoy.com



প্রতিশ্রুতির পরও বাংলাদেশে থামছে না 'মব' সহিংসতায় মৃত্যু

বিস্তারিত ১৪ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

■ ডেমোক্র্যাটরা জিতলে কংগ্রেস ছাড়াই সরকার চালানোর ছক ট্রাম্পের - ৫ম পাতায়

■ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন কী? ট্রাম্পের জন্য এটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কেন? - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ ইরান যুদ্ধের ছয় মাসে আমেরিকার তেল কোম্পানি গুলোর মুনাফা ১৩০ বিলিয়ন ডলারের বেশি - ৯ম পাতায়

■ যুক্তরাষ্ট্রে আটক অভিবাসীদের অবস্থান জানাচ্ছে না ট্রাম্প প্রশাসন, আদালতে অভিযোগ -১২তম পাতায়

■ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের করা জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি নেই, তবে রাজনৈতিক সমঝোতার গুরুত্ব অনেক বেশি - স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন -১৪ পাতায়

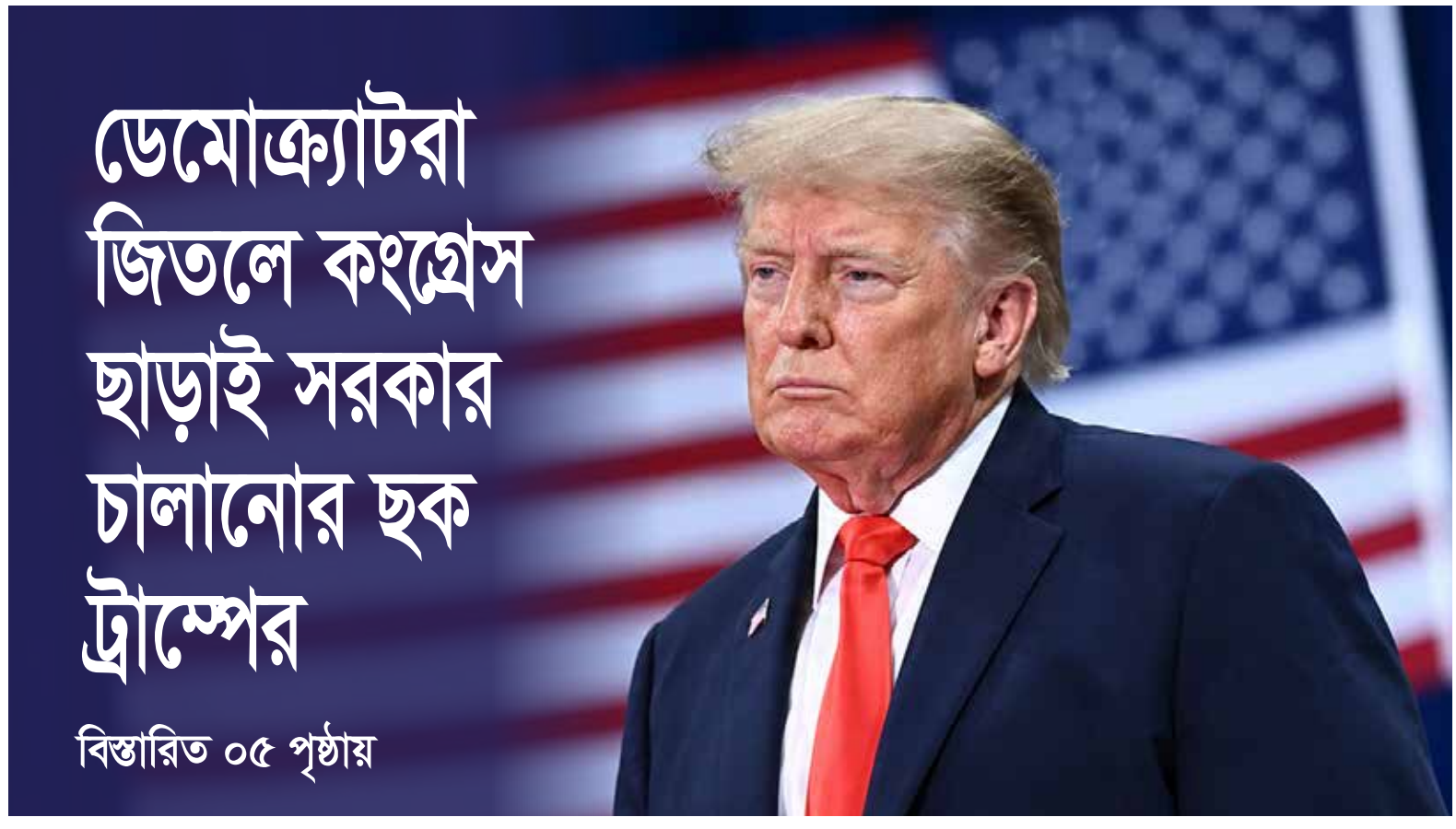
■ ৫ বছরে বাংলাদেশে ৬.৩৪ বিলিয়ন ডলারের বেসরকারি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি জাপানের - ১৫তম পাতায়

■ চাকরি হারালে বিদেশি কর্মীদের যুক্তরাষ্ট্রে ৬০ দিনের থাকার সুযোগ বাতিলের প্রস্তাব ট্রাম্প প্রশাসনের -১০ পাতায়



যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের জয়ে আসতে পারে ৪ পরিবর্তন

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়



ডেমোক্র্যাটরা জিতলে কংগ্রেস ছাড়াই সরকার চালানোর ছক ট্রাম্পের

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়



আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934



GOLDEN AGE HOME CARE

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো



Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Design by: ihpaprint.com 929-810-7603

NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst · elderplan · Anthem · Hamaspik · RiverSpring Living · MetroPlus Health · SWH





SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO



FUHAD HUSSAIN
CCO



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP

CONTACT US:

Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474

newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com

116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375

86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

কে কি বললেন



● আবদুল এল-সায়েদকে সমর্থন করলে কৃষ্ণাঙ্গ ও ইহুদি ভোটাররা পাগল-দক্ষিণ ক্যারোলিনার নির্বাচনী সমাবেশে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করে **প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প**

● প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানের সাথে সংঘাতকে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেবেন না। তবে যুদ্ধ বন্ধে শেষ পর্যন্ত কূটনৈতিক সমঝোতা হবে, নাকি আবার সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। - **ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স**





● ইরানের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত, কূটনীতিতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র। ওয়াশিংটন এখনো শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ খোলা রেখেছে। তবে এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান নিরাপত্তা উদ্বেগগুলো সমাধান করতে হবে - যুক্তরাষ্ট্রের **পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও**

● 'তিনি একজন প্রতিভাবান, সত্যিকারের প্রতিভাবান। আমাদের আমেরিকান অংশীদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে, যার মধ্যে মাস্কও আছেন।' - ইলন মাস্ক সম্পর্কে **রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন**





● দুই দেশের যৌথ বিবৃতি পড়ে দেখুন - প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের জাপান সফরে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া হয়েছে কিংবা 'দেশ বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে'-এমন অভিযোগের জবাবে জামায়াতকে **পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির**

● আওয়ামী লীগ কোনো রাজনৈতিক দল নয়, ফ্যাসিস্টদের ক্লাব - বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও **সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান**





● 'বিএনপি সরকারের দেশ পরিচালনার কোনো পরিকল্পনা নেই। তাদের পরিকল্পনা হচ্ছে, কীভাবেট দুর্নীতি করবে, লুটপাট করবে, চাঁদাবাজি করবে, সন্ত্রাস কায়েম করবে এবং দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।' - **বিরোধী দলের চীফ হুইপ নাহিদ ইসলাম**





'দিল্লি না ঢাকা' স্লোগান ফিরল বাংলাদেশে!

এ বারের নিশানা তারেকের সরকার, 'স্বৈরাচারী' বলে তোপ দাগলেন নাহিদেরা

পরিচয় ডেস্ক: 'দিল্লি না ঢাকা' স্লোগান ফিরল বাংলাদেশে! এ বারের নিশানা তারেকের সরকার, 'স্বৈরাচারী' বলে তোপ দাগলেন নাহিদেরা

প্রতিবাদ কর্মসূচি ছিল বাংলাদেশে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ সেই সমস্যাকে ছাপিয়ে 'ভারত-বিরোধী' স্লোগানও উঠল ঢাকার রাস্তায়। তারেকের সরকারকে বিঁধল 'নব্য স্বৈরাচারী' বলে।

শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশে বেশ কিছু 'ভারত-বিরোধী' স্লোগান ছড়িয়ে পড়েছিল। উঠেছিল 'দিল্লি না ঢাকা' স্লোগান। এ বার তারেক রহমানের সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভেও বাংলাদেশের রাস্তায় ফের উঠে এল সেই স্লোগান। পূর্বতন হাসিনা সরকারের সঙ্গে তারেকের বর্তমান সরকারকে এক বন্ধনীতে ফেলে 'স্বৈরাচারী' বলে তোপ দাগল বাংলাদেশের হাসিনা-বিরোধী তরুণদের দল এনসিপি। তুলল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ এবং জ্বালানি ও খনিজমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর ইস্তফার দাবি।

২০২৪ সালে হাসিনা-বিরোধী আন্দোলনের ছাত্র-যুব নেতারা পরবর্তী সময়ে গড়ে তোলেন তাঁদের রাজনৈতিক দল এনসিপি। বাংলাদেশের 'মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী' দল জামায়াতের সঙ্গে জোট বেঁধে এ বারের ভোটে লড়েছিল এই দল। সংগঠনের নেতা নাহিদ ইসলাম (অন্তর্বর্তী সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা) বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বিরোধী শিবিরের চিফ হুইপ। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, আইনশৃঙ্খলা অবনতি-সহ বিভিন্ন বিষয়ে তারেক সরকারের বিরুদ্ধে শুক্রবার ঢাকায় একটি সমাবেশ করে এনসিপি। কিন্তু সভায় এনসিপি নেতাদের বক্তৃতা শুধু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার মধ্যে সীমিত থাকেনি। উঠে এসেছে 'ভারত-বিরোধী' বিভিন্ন মন্তব্যও।

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিয়োয় দেখা যায়, ঢাকার সমাবেশের মঞ্চ থেকে 'দিল্লি না ঢাকা' স্লোগান দিচ্ছেন এনসিপি নেতারা। ভিড়ের মধ্যে থেকে তার উত্তর ভেসে আসছে, 'ঢাকা, ঢাকা'। প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, তারেকদের বিঁধে নাহিদ বলেন, "বর্তমান সরকার ভারতের চক্রান্ত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করতে পারবে না। জাপানে গিয়ে ফের বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে 'অবৈধ করিডর' ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছেন তারেক রহমান। এ ধরনের কোনও অবৈধ করিডর বাংলাদেশের জনগণ মেনে নেবে না।" ভারতে সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি নিয়েও শুক্রবার মন্তব্য করেন এনসিপি নেতা।

গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তি নিয়েও তারেকের সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখে বাংলাদেশের হাসিনা-বিরোধী তরুণদের দল। উল্লেখ্য, গঙ্গার জলবণ্টন নিয়ে ১৯৯৬ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল। আগামী ডিসেম্বরে এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। সূত্রের খবর, মেয়াদ শেষের আগেই গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তি নবীকরণ করতে আগ্রহী ঢাকা। এ প্রসঙ্গে তারেকদের উপর চাপ বাড়িয়ে এনসিপি নেতার দাবি, গঙ্গা চুক্তি 'ন্যায্য ভাবে' নতুন করে তৈরি না-করলে, ফের আন্দোলন শুরু হবে। "এ বার আমরা গঙ্গা চুক্তিতে কোনও ভাবেই বিন্দু পরিমাণ আমাদের ন্যায্য পাওনায় ছাড় দেব না", বলেন তিনি।

উল্লেখ্য, হাসিনার প্রত্যর্পণ নিশ্চিত করার জন্য অতীতে বিভিন্ন সময়ে তারেকের উপর চাপ তৈরির চেষ্টা করেছে এনসিপি। গত অগস্টে নাহিদ বলেছিলেন,

হাসিনা বাংলাদেশে ফিরলে সেই পরিস্থিতি 'নতুন স্বৈরাচার' মোকাবিলা করতে পারবে না, মত নাহিদের। এ অবস্থায় 'জুলাই আন্দোলনে'র সঙ্গে জড়িত জনতাকে ফের ঐক্যবদ্ধ হওয়ারও ডাক দেন তিনি।

"শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ কী ভাবে হবে, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের নতুন সম্পর্ক কী রকম হবে- এ সব বিষয় ঠিক না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ভারতে যেতে পারবেন না।" ঘটনাচক্রে, তার পরের মাসেই দিল্লিতে ব্রিক্স সম্মেলন ছিল এবং তার আউটরিচ সেশনে আমন্ত্রিত থাকা সত্ত্বেও আসেননি তারেক। পাঠাননি কোনও প্রতিনিধিও। শুক্রবার সেই তারেকের সরকারকে বিঁধে নাহিদ বলেন, "আমরা এক স্বৈরাচারকে বিদায় করে এখন নতুন স্বৈরাচারের উত্থান দেখছি। কিন্তু আমরা পতিত স্বৈরাচার এবং এই নব্য স্বৈরাচার- উভয়কেই পরাজিত করব।"

আওয়ামী লীগের পতনের পর গত দু'বছর ধরে হাসিনা ভারতেই রয়েছেন। তবে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী ডিসেম্বরে তিনি নিজ দেশে ফেরার পরিকল্পনা করছেন। হাসিনা বাংলাদেশে ফিরলে সেই পরিস্থিতি 'নতুন স্বৈরাচার' মোকাবিলা করতে পারবে না, মত নাহিদের। এ অবস্থায় 'জুলাই আন্দোলনে'র সঙ্গে জড়িত জনতাকে ফের ঐক্যবদ্ধ হওয়ারও ডাক দেন তিনি। সংবাদ সুত্র আনন্দবাজার পত্রিকা

যুদ্ধ কিংবা সহায়তা

যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের জয়ে আসতে পারে ৪ পরিবর্তন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন ৩ নভেম্বর। নির্দলীয় বিশ্লেষকদের মতে, কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের জয়ের ভালো সম্ভাবনা আছে। এতে দুই বছর দলটি ওয়াশিংটনের ক্ষমতার একটি অংশ ফিরে পাবে।

দুই বছর আগে ক্ষমতা হারানোর পর থেকেই ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্প প্রশাসনের নানা পদক্ষেপের সমালোচনা করছে। তাদের অভিযোগ, যুদ্ধ ঘোষণা ও সরকারি ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রশাসনের হাতে দিয়ে রেখেছে রিপাবলিকানরা। অথচ সংবিধান অনুযায়ী, এই ক্ষমতা আইনপ্রণেতাদের হাতে থাকার কথা।

ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ পেলে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতিতে *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*





ডেমোক্র্যাটরা জিতলে কংগ্রেস ছাড়াই সরকার চালানোর ছক ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটদের সম্ভাব্য নিয়ন্ত্রণের কথা ভেবে বিকল্প প্রস্তুতি নিচ্ছে হোয়াইট হাউস। গত কয়েক মাস ধরে এই প্রস্তুতি চলছে। তারা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহার করতে চাইছে। এটিকে কাজে লাগিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলো কীভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়, সে পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত আরও দুজন ব্যক্তি রয়টার্সকে এসব তথ্য জানিয়েছেন। ওই তিনজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, গত এপ্রিল মাস থেকে হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ স্টিফেন মিলার, বাজেট পরিচালক রাসেল ভটসহ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা কাউন্সেলস অফিসের সঙ্গে কাজ করছেন। তাদের লক্ষ্য হলো- অভিবাসন, শুল্ক, আবাসন ও সরকারি ব্যয় নিয়ে এমন নির্বাহী পদক্ষেপ চিহ্নিত করা, যেগুলো *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*



শান্তিতে নোবেল না পেয়ে ট্রাম্পের কটাক্ষ, জবাবে ‘মেক শিটহাউস গ্রেট এগেইন’ প্রচার নরওয়ের

পরিচয় ডেস্ক: শান্তিতে নোবেল পুরস্কার না পাওয়ার আক্ষেপ যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। এবার সেই ক্ষোভ গিয়ে পড়েছে নরওয়ের ওপর। দেশটিকে ‘শিটহাউস কান্ট্রি’ বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি। কিন্তু ট্রাম্পের এমন মন্তব্যে চুপ করে থাকেনি নরওয়েও। বরং পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে এমন এক পথ বেছে নিয়েছে দেশটির পর্যটন সংস্থা, যা দেখে হাসি চেপে রাখা কঠিন।

শৌচাগার নিয়ে শুরু হয়েছে তাদের অভিনব প্রচার। শুধু তা-ই নয়, ট্রাম্পের বহুল ব্যবহৃত রাজনৈতিক স্লোগান ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন’-এর আদলে নরওয়ের পর্যটন সংস্থাবলছে, ‘মেক শিটহাউস গ্রেট এগেইন!’।

সিএনএন, দ্য গার্ডিয়ান, ফোর্বস ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ট্রাম্পের কটাক্ষের জবাবে নরওয়ের এই প্রচার এখন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচনের মুখে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা রেকর্ড সর্বনিম্ন পর্যায়ের কাছাকাছি: জরিপ

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা তার রাজনৈতিক জীবনের সর্বনিম্নের কাছাকাছি অবস্থান করছে। আমেরিকার ভোটারদের একটি বড় অংশ মঙ্গলবার (০৩ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টকে বিরোধিতার একটি সুযোগ হিসেবে দেখছেন।

সোমবার (০২ নভেম্বর) সম্পন্ন হওয়া রয়টার্স/ইপসোসের জরিপে এসব তথ্য উঠে এসেছে। গত ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে রিপাবলিকানদের যে দুর্বলতা তৈরি হয়েছে, জরিপের ফলাফল তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। দেশব্যাপী পরিচালিত এই জরিপে ভোটাররা “সাধারণ ব্যালট” প্রশ্নে রিপাবলিকানদের তুলনায় ডেমোক্র্যাটদের প্রতি বেশি পছন্দ প্রকাশ করেছেন-যেখানে ডেমোক্র্যাটরা *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*



মহড়ায় অংশ নিতে চট্টগ্রাম বন্দরে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজ ‘ইউএসএস ওয়ারিয়র’

পরিচয় ডেস্ক: চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ‘ইউএসএস ওয়ারিয়র’। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর মধ্যে পাঁচ দিনব্যাপী আয়োজিত যৌথ প্রশিক্ষণ মহড়া ‘কারাত-২০২৬’-এ অংশ নিতে ১ নভেম্বর (রোববার) দুপুরে জাহাজটি বন্দরে এসেছে। পরে জাহাজটিকে বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালের (এনসিটি) জেটিতে ভেড়ানো হয়। বন্দর সূত্রে জানা যায়, ৬৮ মিটার দীর্ঘ যুদ্ধজাহাজটির নেতৃত্বে রয়েছেন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মেরি সেনোনাইটেড। তার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল চট্টগ্রামে এসেছে। জাহাজটি বন্দরে ভেড়ার সময় প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর চট্টগ্রাম *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*



পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন কী? ট্রাম্পের জন্য এটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কেন?



পরিচয় ডেস্ক: এইতো বছর দুয়েক আগে অর্থাৎ, ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়ে গেল। সেই নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যেটিক দলের কমলা হ্যারিসকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসেন। তিনি আরও ২ বছর ক্ষমতায় থাকবেন। তাহলে তার ২ বছরের মাথায় যুক্তরাষ্ট্রে আবারও নির্বাচন কেন?–এমন প্রশ্ন অনেক পাঠকের মনেই হয়তো ঘুরপাক খায়।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিকেই মূলত বিশ্ববাসীর নজর থাকে। এ নিয়ে সারা দুনিয়ায় বেশ হইচইও হয়। তবে দেশটির 'মধ্যবর্তী' নির্বাচনের দিকেও নজর রাখেন অনেকে। কেননা, এই নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা আরও 'বাড়ানো বা কমানোর' বিষয়ে জনগণের রায় পাওয়া যায়।

তাই নির্বাচনী প্রচারণায় নেমে ভক্ত-সমর্থকদের ট্রাম্প এমনও বলছেন, 'ধরে নাও আমিই ব্যালট পেপারে আছি। আমাকেই ভোট দাও।'

অনেকের মনে এমনও প্রশ্ন জাগে–এই নির্বাচনেও ট্রাম্প কেন প্রচারণায় অথবা তিনি কাদের পক্ষে প্রচারণা করছেন?

এক কথায় বলা যায়–রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর 'মধ্যবর্তী নির্বাচন' হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস বা 'সংসদ' নির্বাচন। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প আসলে প্রচারণা চালাচ্ছেন কংগ্রেসের সদস্য পদে দাঁড়ানো রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থীদের পক্ষে।

পাঠকদের অনেকের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে 'জটিল' মনে হয়। রাষ্ট্রপতি-শাসিত এই দেশটিতে রাষ্ট্রপতির ব্যাপক ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণের বা তার ক্ষমতার ভারসাম্যের জন্য আইনগতভাবে কংগ্রেস বা 'সংসদ'কে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এ কথা সবাই জানেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট বা সংসদ বা আইনসভার নাম কংগ্রেস। এটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। নিম্নকক্ষের নাম হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদ ও উচ্চকক্ষের নাম সিনেট।

হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের সদস্যকে 'হাউস সদস্য' ও সিনেটের সদস্যকে 'সিনেটর' বলা হয়।

কংগ্রেসে হাউস সদস্যের সংখ্যা ৪৩৫ ও সিনেটরের সংখ্যা ১০০। দেশটির ৫০ অঙ্গরাজ্য থেকে তারা নির্বাচিত হন। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের জনসংখ্যার ওপর ভিত্তি করে 'হাউস সদস্যের' সংখ্যা নির্ধারণ করা হলেও প্রতিটি অঙ্গরাজ্য থেকে ২ জন সিনেটর নির্বাচিত হন।

হাউস সদস্যরা নির্বাচিত হন ২ বছরের জন্য ও সিনেটররা নির্বাচিত হন ৬ বছরের জন্য।

সব হাউস সদস্যদের নির্বাচিত করতে প্রতি ২ বছরে একবার ভোটের ব্যবস্থা করা হয়। একই সময়ে সিনেটের ১০০ সদস্যের মধ্যে *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*



যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোট দিয়ে ইতিহাস গড়লেন পোপ লিও

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডাকযোগে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন পোপ লিও চতুর্দশ। এর মাধ্যমে প্রথম কোনো পোপ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ভোট দিয়ে ইতিহাস গড়েছেন তিনি।

শিকাগোতে ডাকযোগে ব্যালট জমা দিয়েছেন পোপ লিও চতুর্দশ।

শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) ভ্যাটিকান নিশ্চিত করেছে, নাগরিক দায়িত্ব পালনের দীর্ঘদিনের বিশ্বাসের ধারাবাহিকতায় ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে পোপ ডাকযোগে তার ভোট দিয়েছেন।

ভ্যাটিকেনের প্রেস অফিস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পোপ লিও আগে রবার্ট প্রিভোস্ট নামে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে ভোট দেয়ার অধিকার প্রয়োগ করেছেন। তবে নির্বাচনে লিও কোন প্রার্থীদের ভোট দিয়েছেন, ভ্যাটিকান তা জানায়নি।

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও লিও পেরুরও নাগরিক। সেখানে তিনি ২০ বছরেরও বেশি সময় যাজক ও বিশপ হিসেবে বসবাস করেছেন। এছাড়া তিনি ভ্যাটিকানেরও নাগরিক, যেখানে তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বে রয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আইন অনুযায়ী, বিদেশে বসবাসকারী নাগরিকরা এমনকি যারা বিদেশি সরকারের হয়ে কাজ করছেন তারাও অ্যাবসেন্টি ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*



মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রচারে ট্রাম্প-ওবামার পাল্টাপাল্টি আক্রমণ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন সামনে রেখে প্রচারে নেমে পাল্টাপাল্টি আক্রমণ চালাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। এবারের ভোটে বদলে যেতে পারে কংগ্রেসে ক্ষমতার ভারসাম্য।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে কয়েক সপ্তাহ ধরে জোর প্রচার চালাচ্ছেন ট্রাম্প। প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার মেয়াদের শেষ দুই বছরে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ হারানোর আশঙ্কা করছে রিপাবলিকানরা।

অন্যদিকে, গত সপ্তাহ পর্যন্ত জনসমক্ষে তুলনামূলক কম সক্রিয় থাকলেও সম্প্রতি ট্রাম্পের সমালোচনা করে একের পর এক কঠোর ভাষণ দিয়েছেন ওবামা।

বুধবার আটলান্টার কাছে জর্জিয়ার মরো শহরে এক সমাবেশে অংশ নেন ওবামা। সেখানে তিনি ডেমোক্র্যাট সিনেটর জন অসফের পক্ষে ভোট দিতে আহ্বান জানান। রিপাবলিকান প্রতিনিধি মাইক কলিন্সের চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছেন অসফ।

ট্রাম্পের শুল্ক আরোপ ও ইরানে যুদ্ধে জড়ানোর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করার পাশাপাশি ওবামা বলেন, এবারের নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যবোধও *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*



এপস্টেইন ইস্যুতে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের কাছে আইনি লড়াইয়ে হারলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের করা ১০ বিলিয়ন ডলারের মানহানির মামলা স্থায়ীভাবে খারিজ করে দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল আদালত। মামলার রায়ে বিচারক বলেছেন, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রকাশিত প্রতিবেদনে 'প্রকৃত বিদ্বেষ' (অ্যাকচুয়াল ম্যালিস) ছিল, তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন ট্রাম্প।

শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট জজ ড্যারিন গেইলস এ রায় দেন। মিডিয়া মোগল রুপার্ট মারডক, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এবং পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এ মামলা করেছিলেন ট্রাম্প।

মার্কিন আইনে মানহানির অভিযোগ প্রমাণ করতে হলে দেখাতে হয়, বিবাদী কোনো মিথ্যা ও মানহানিকর বক্তব্য প্রকাশের সময় সেটি মিথ্যা বলে জানতেন অথবা বক্তব্যের সত্যতা যাচাই না করে বেপরোয়া উদাসীনতা দেখিয়েছেন।

বিচারক গেইলস বলেন, ট্রাম্পের সংশোধিত অভিযোগেও 'প্রকৃত বিদ্বেষ'-এর বিষয়টি যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়নি। অভিযোগগুলো অস্পষ্ট ও সিদ্ধান্তমূলক। অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। প্রতিবেদনের বক্তব্য মিথ্যা হতে পারে, বিবাদীরা তা জানতেন কি না বা জানার কথা ছিল কি না, অভিযোগে তার প্রাসঙ্গিক প্রমাণও নেই।

১০ বিলিয়ন ডলারের এই মামলা করে ট্রাম্প মূলত খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো মরিয়া চেষ্টা *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*

মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানরা হারলে ইরানে বড় হামলা চালাতে "পারেন" প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প - অ্যাক্সিওসে প্রতিবেদন



পরিচয় ডেস্ক: আগামী ৩রা নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের ফলাফল খারাপ হলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে বড় আকারের সামরিক অভিযানের অনুমোদন দেওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়তে পারেন। গত শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এক কর্মকর্তা অ্যাক্সিওসকে বলেছেন, তিনি (ট্রাম্প) যদি নিজেকে বিব্রত বা ক্ষমতাচ্যুত মনে করেন, তবে তিনি সাহসী কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেন। এই বার্তাটিই ইরানকে দেওয়া হচ্ছে। তাদের বলা হচ্ছে, চুক্তি করার এখনই তাদের সেরা সুযোগ।

তবে হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা এই ধারণা নাকচ করে দিয়ে সংবাদমাধ্যমটিকে বলেছেন, ইরানের বিষয়ে ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচনের ফলাফলের কোনো প্রভাব থাকবে না।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে সরাসরি আলোচনা আবার শুরু করতে কাতারের মধ্যস্থতাকারীরা গত শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) তেহরানে ১২ ঘণ্টার বেশি সময় কাটিয়েছেন। তাঁরা হোয়াইট হাউসের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখেছেন। একটি কূটনৈতিক সূত্র একে 'ইতিবাচক অগ্রগতি' বলে বর্ণনা করেছে। শনিবারও (০১ নভেম্বর) ইরানের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এক কর্মকর্তার মতে, দাবি নিয়ে উভয় পক্ষের পাল্টাপাল্টি কঠোর অবস্থানের কারণে আলোচনা থমকে রয়েছে। ওয়াশিংটন চায় যেকোনো আলোচনায় ফেরার অংশ হিসেবে ইরান পারমাণবিক বিষয়ে ছাড় দিক। অন্যদিকে তেহরান জোর দিয়ে বলছে, যুক্তরাষ্ট্রকে আগে তাদের নৌ অবরোধ তুলতে হবে, জব্দ করা তহবিল মুক্ত করতে হবে এবং তেল বিক্রির অনুমতি দিতে হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দোহা ইরানের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে, তারা যেন বোমা হামলায় তাদের ক্ষতিগ্রস্ত পারমাণবিক কেন্দ্রগুলোতে জাতিসংঘ পরিদর্শকদের প্রবেশের অনুমতি দেয়। এর বিনিময়ে তাদের ওপর থেকে কিছু নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হতে পারে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যে মতপার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও যেকোনো চুক্তির ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁরা ইরানের নেতৃত্বকে আরও দুর্বল করার পক্ষে। অন্যদিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সংলাপের উদ্যোগ ইতিবাচক বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি



পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সঙ্গে সংলাপ শুরুর বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি।

তবে আট মাস ধরে চলা যুদ্ধ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের কোনো পরিকল্পনা এখনো নেই বলে জানিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে সম্ভাব্য হামলার আশঙ্কা উড়িয়ে না দিয়ে সব ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইরান প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

শনিবার (৩১ অক্টোবর) আল-জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আরাঘচি এসব কথা বলেন। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের পাঠানো চিঠি ইরানের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়ার বিষয়ে তেহরানের শর্তও তুলে ধরা হয়েছে। এসব শর্ত পূরণ হলে ওয়াশিংটনের সঙ্গে নতুন করে আলোচনার পথ তৈরি হতে পারে।

এদিকে কাতারের মধ্যস্থতায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা চলছে। এর অংশ হিসেবে ইরানের একটি *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শিগগিরই শেষ হবে, বললেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পই



পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শিগগিরই শেষ হবে বলে তিনি মনে করছেন। তবে কীভাবে এ যুদ্ধের অবসান হবে, সে বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেননি তিনি।

আগামী ৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এর আগে গত শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) ইরান যুদ্ধ নিয়ে কথা বলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

কানসাস সিটির বেতারকেন্দ্র কেসিএমওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'এটি শিগগিরই শেষ হতে যাচ্ছে। আমাদের এমন নিশ্চয়তা প্রয়োজন, যাতে (ইরান) কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না করে।'

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরও বলেছেন, নির্বাচনের আগে যুক্তরাষ্ট্র ইরানে হামলা চালাবে না।

যুদ্ধের অবসান ঘটাতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা চালাচ্ছে কাতার। কাতারের মধ্যস্থতাকারীরা আবারও তেহরানে যান। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমন্বয় করেই এ আলোচনা চলছে বলে রয়টার্সকে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা।

এদিকে ইরানের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মোহসেন রেজাইয়ের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। ওয়াশিংটন পোস্টের বরাতে আল জাজিরা জানিয়েছে, ভ্যান্সের প্রস্তাবে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার কথা রয়েছে। তবে ইরান এখনো প্রস্তাবের জবাব দেয়নি।

সমঝোতার পথে দুই দেশের অবস্থানের পার্থক্যও রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র চায়, ইরান তার সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত ছেড়ে দিক। অন্যদিকে ইরান আগে দেশটির বন্দরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ অবরোধ তুলে নেওয়া এবং জব্দ করা সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে।

ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ জানিয়েছেন, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, যুক্তরাষ্ট্রের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*



ইরানই আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেছে বললেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি দাবি করেছেন, এই যুদ্ধ শুরু করার জন্য তেহরানই দায়ী। আগের একটি যুদ্ধবিরতিকে তিনি 'সময়ের অপচয়' বলে মন্তব্য করেছেন।

মিসিসিপি স্টেটে এক নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য দেওয়ার সময় ট্রাম্প তাঁর রিপাবলিকান পার্টির এক আইনপ্রণেতার দাবির পুনরাবৃত্তি করেন। ওই আইনপ্রণেতা বলেছিলেন, 'ইরানের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ শুরু করিনি। ইরানই আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেছে।'

সামরিক অভিযানের অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়েও সাফাই দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি বলেন, তেলের দাম আরও অনেক বেড়ে যাবে বলে তিনি ধারণা করেছিলেন।

ট্রাম্প বলেন, 'আমি এই পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলাম। কারণ, আমাদের সামনে আসলে আর কোনো বিকল্প ছিল না। এটা অনেক আগেই করা উচিত ছিল।'

আগের একটি যুদ্ধবিরতির প্রসঙ্গ টানেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি বলেন, ওই ব্যবস্থা তাঁর কখনোই খুব একটা পছন্দ ছিল না।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, 'আমরা অল্প সময়ের জন্য একটি যুদ্ধবিরতি করেছিলাম, যা আমার কখনোই খুব একটা পছন্দ ছিল না। আমরা ভালো আচরণ করতে চাই। কিন্তু আমার বিবেচনায়, এটা ছিল নিছক সময়ের অপচয়।'

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরও দাবি করেন, ইরান এমন ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করেছে, যেগুলো ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। তাঁর দাবি, এসব ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলোতেও হামলা চালানো সম্ভব।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, তারা (ইরান) সান ডিয়েগোতে হামলা চালাতে পারত। লস অ্যাঞ্জেলেসে হামলা চালাতে পারত। যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলোতেও হামলা চালাতে পারত। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

১৩ বছর বয়সী কন্যাশিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, দুই বাংলাদেশিকে খুঁজছে লন্ডন পুলিশ

পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রিনে ২০২৪ সালের আগস্টে ১৩ বছর বয়সী এক কন্যাশিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে জড়িত থাকার সন্দেহে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে খুঁজছে ব্রিটিশ পুলিশ।

চলমান এই তদন্তের অংশ হিসেবে মেট্রোপলিটন পুলিশ সন্দেহভাজন দুই বাংলাদেশির নাম ও ছবি প্রকাশ করেছে। তাঁরা হলেন-শওকত আহমেদ (৩১) ও জাহিদুল হাসান জায়গীরদার (৩৪)। পুলিশ তাঁদের সন্ধান পাওয়ার পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য সান-এ পুলিশের বরাত দিয়ে জানানো হয়, ২০২৪ সালের পহেলা আগস্ট রাতে ওই মেয়েটি শিকার হয়েছে-এমন অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত শুরু করে মেট্রোপলিটন পুলিশ। তদন্তের দায়িত্বে থাকা প্রধান গোয়েন্দা পরিদর্শক (ডিসিআই) অ্যানা ডেইটন সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটসের সাথে যোগাযোগ থাকা শওকত আহমেদ এখনো যুক্তরাজ্যেই অবস্থান করছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে এই বরোর সাথে সম্পর্ক থাকা অপর সন্দেহভাজন জাহিদুল হাসান বাংলাদেশ পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারেন বলে মনে করছে পুলিশ। গোয়েন্দারা ইতোমধ্যেই দুই অভিযুক্তের ছবি প্রকাশ করেছেন





এবং তাঁদের তথ্য পেতে সর্বসাধারণের কাছে নতুন করে আহ্বান জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ইতোপূর্বে তাঁদের ছবি ছাড়া একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারির দিনই দুই সন্দেহভাজন পালিয়ে যান বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে, তাঁদের অবস্থান চিহ্নিত করতে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ভুক্তভোগী মেয়েটি পুলিশকে জানায়-হোয়াইটচ্যাপেল রোডে দুজন লোক তাকে দেখতে পায় এবং উইভার্স ফিল্ডস পার্কে নিয়ে যায়, যেখানে তাকে নির্যাতন করা হয়। পরবর্তীতে এক ব্যক্তি মেয়েটিকে উদ্ধার করেন।

ঘটনার পর থেকে গোয়েন্দা কর্মকর্তারা সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ, ফরেনসিক পরীক্ষা, সম্ভাব্য প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং উপযুক্ত সুরক্ষা ও সহায়তা নিশ্চিত করতে ভুক্তভোগী ও তাঁর পরিবারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন।

ডিসিআই ডেইটন অভিযুক্তদের অবস্থান সম্পর্কিত যেকোনো তথ্য অথবা তদন্তে সহায়তা করতে পারে এমন যেকোনো বিবরণ থাকলে, তা তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশকে জানাতে সর্বসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানান। একই সাথে তিনি এই দুই অভিযুক্তকে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানান। *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*



আমেরিকানদের ঢল নেমেছে কানাডার স্যান্ডউইচ টাউনে

নজরুল ইসলাম মিন্টো: কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কে টানাপোড়েন চললেও সীমান্তের এক ঐতিহাসিক জনপদে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন দৃশ্য। আমেরিকানরা দল বেঁধে কানাডায় আসছেন, রেস্তোরাঁয় খাচ্ছেন, কেনাকাটা করছেন, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গল্প করছেন। কেউ কেউ আবার নিজেদের দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য কানাডীয়দের কাছে ক্ষমাও চাইছেন। তাঁদের এই আগমনে দীর্ঘদিন অবহেলায় পিছিয়ে পড়া স্যান্ডউইচ টাউনে ফিরেছে ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন প্রাণচাঞ্চল্য।

ঘটনাস্থল অন্টারিওর উইন্ডসর শহরের স্যান্ডউইচ টাউন। ডেট্রয়েট নদীর ওপারে যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েট। দুই দেশের মাঝখানে গর্ডি হাও আন্তর্জাতিক সেতু চালু হওয়ার পর থেকেই বদলে যেতে শুরু করেছে এ এলাকার চিত্র। ২০২৬ সালের ২৭ জুলাই যানবাহনের জন্য এবং ৫ আগস্ট পথচারী ও সাইকেল আরোহীদের জন্য সেতুটি খুলে দেওয়ার পর সপ্তাহান্তে আমেরিকান দর্শনার্থীদের ভিড় এত বেড়েছে যে, স্থানীয় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অতিরিক্ত কর্মী নিতে হচ্ছে।

কয়েক বছর আগেও স্যান্ডউইচ টাউনের চিত্র ছিল একেবারেই ভিন্ন। রাস্তার দুই পাশে পরিত্যক্ত বাড়ি, বন্ধ দোকান আর ভাঙাচোরা ভবন দেখে এলাকার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন স্থানীয়রা। নতুন আন্তর্জাতিক সেতু সেই হতাশ জনপদে ঘুরে দাঁড়ানোর *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

ইহুদি-আরব সরকার গঠনের দাবিতে ইসরায়েলের রাস্তায় হাজারো মানুষ

ইসরায়েলের তেল আবিবের হাবিমা স্কোয়ারে প্রায় ৫০০ মানুষ একত্রিত হয়ে ইহুদি ও আরব দলগুলোর সমন্বয়ে যৌথ সরকার গঠনের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত নেসেট নির্বাচনে দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরোধীরা যৌথভাবে ৬৭টি আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর এক ঘটনা ঘটে।

শনিবার (৩১ অক্টোবর) বিক্ষোভকারীরা 'ইহুদি ও আরবরা শত্রু হতে অস্বীকার করে' এবং 'বর্ণবাদকে না, অংশীদারিত্বকে হ্যাঁ' স্লোগান দিতে থাকেন। দ্বিজাতিক সমাজতান্ত্রিক বামপন্থী গোষ্ঠী স্ট্যান্ডিং টুগেদার এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

অন্যদিকে নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টি শত্রুভাবাপন্ন বিদেশী সরকারের সহায়তায় আরব দলগুলো 'নির্বাচন চুরি করেছে' বলে অভিযোগ করার পর নির্বাচন জালিয়াতির



তদন্তের দাবিতে হাবিমা স্কোয়ারে খুব শিগগিরই একটি ডানপন্থী পাল্টা বিক্ষোভ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। ইতোমধ্যে নেতানিয়াহুর কিছু সমর্থক প্লাজার এক পাশে জড়ো হতে শুরু করেছেন।

মঙ্গলবারের নির্বাচনে ১২০ আসনের নেসেটে নেতানিয়াহুবিরোধী দলগুলো ৬৭টি আসন পেলেও *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*

ইসরায়েলে নির্বাচন: প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে আইজেনকোটের পক্ষে ৬০, নেতানিয়াহু ৪৬





ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী পদে গাদি আইজেনকোটের নাম সুপারিশ করতে যাচ্ছে আরবদের নেতৃত্বাধীন দল জয়েন্ট লিস্ট ও রাআম। রোববার দেশটির হিব্রু ভাষার গণমাধ্যম ওয়াল্লাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমন তথ্য জানিয়েছেন লিস্টের এক জ্যেষ্ঠ নেতা।

জেরুজালেম পোস্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগের সঙ্গে বৈঠকের সময় আরব দলগুলো আইজেনকোটের পক্ষে থাকার ইঙ্গিত দিয়েছে। আগামী বুধবার (৪ নভেম্বর) কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির কাছে থেকে হারজগ আনুষ্ঠানিক ফলাফল গ্রহণ করবেন। এরপর তিনি নিজ বাসভবনে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। রোববার এক অনুষ্ঠানে ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক নেতাদেরকে ফলাফল মেনে নেওয়া এবং জোট সরকার গঠনের আলোচনায় নমনীয় হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে বলেন, কোনো পক্ষ অনড় অবস্থান নিলে দেশ নতুন করে নির্বাচন আয়োজনের পরিস্থিতিতে পড়বে। *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

ইরান যুদ্ধের ছয় মাসে আমেরিকার তেল কোম্পানিগুলোর মুনাফা ১৩০ বিলিয়ন ডলারের বেশি

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ায় আমেরিকার তেল কোম্পানিগুলো বিপুল মুনাফা অর্জন করেছে। গত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসে দেশটির ৫০টিরও বেশি বড় তেল ও গ্যাস কোম্পানি ১৩০ বিলিয়ন ডলার বা ১৩ হাজার কোটি ডলারের বেশি মুনাফা করেছে। এদিকে, পেট্রল ও ডিজেলের বাড়তি দামের কারণে একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে ১৪ হাজার ৭০০ কোটি ডলার।

যুক্তরাষ্ট্রের এসব কোম্পানির ব্যবসায়িক ফলাফলের ভিত্তিতে এ হিসাব করা হয়েছে। কোম্পানিগুলোর অধিকাংশই তেল ও গ্যাস উত্তোলন অথবা পরিশোধনের সঙ্গে যুক্ত। এটি একটি রক্ষণশীল হিসাব; এতে যুদ্ধের প্রথম মাস মার্চ এবং অক্টোবরের মুনাফা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।



২০২৫ সালের একই সময়ে এসব কোম্পানি সম্মিলিতভাবে ৪৭০০ কোটি ডলারেরও কম মুনাফা করেছিল। ওই সময় তেলের দাম কম ছিল এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধের প্রাথমিক প্রভাব সামাল দিতে কোম্পানিগুলোকে বেগ পেতে হচ্ছিল।

এ বছর তেল কোম্পানিগুলোর বিপুল মুনাফা আবারও দীর্ঘদিনের একটি প্রশ্ন সামনে এনেছে- যুদ্ধের কারণে জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হলে কারা লাভবান হয়, আর এর মূল্যই বা কাদের দিতে হয়।

ব্রাউন ইউনিভার্সিটির ক্লাইমেট সলিউশনস ল্যাবের এক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে হামলা শুরু করার পর থেকে চলতি সপ্তাহ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা পেট্রল ও ডিজেলের পেছনে অতিরিক্ত *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

৬২৭ থেকে ১২,৫০০ টাকা, চার দশকে বাংলাদেশে যেভাবে বদলেছে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি ৩০ হাজার টাকা করার দাবিতে চলমান আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মজুরি পর্যালোচনায় ছয় সদস্যের একটি নতুন মজুরি বোর্ড গঠন করেছে সরকার।



গত ১নভেম্বর রবিবার এক সংবাদ সম্মেলনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী নতুন এই বোর্ড গঠনের ঘোষণা দেন। একইসঙ্গে বোর্ড সদস্যদের অবিলম্বে নিজ নিজ দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।

১৯৮৪ সালে প্রথম মজুরি বোর্ড গঠিত হওয়ার পর পোশাক খাতের অষ্টম মজুরি নির্ধারণী উদ্যোগ হতে যাচ্ছে এটি। বিগত চার দশকে এই খাতের সর্বনিম্ন স্তরের কর্মীদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি ৬২৭ টাকা থেকে বেড়ে ১২ হাজার ৫০০ টাকায় পৌঁছেছে।

১৯৮৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ গ্যাজেটে পোশাক শ্রমিকদের জন্য প্রথম মজুরি কাঠামো প্রকাশিত হয়। এতে লাইন ফিডার ও প্যাকারসহ সর্বনিম্ন ধাপের কর্মীদের জন্য মাসিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল ৬২৭ টাকা। অন্যদিকে, সর্বোচ্চ দক্ষ শ্রেণির শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারিত ছিল ১ হাজার ১১২ টাকা। কর্মীদের কাজের দক্ষতা ও দায়িত্বের ওপর ভিত্তি করে ওই তফসিলে বিভিন্ন গ্রেডের মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল।

পরবর্তীকালে ১৯৯৪ সালে সর্বনিম্ন মাসিক *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

অর্থনৈতিক গতিমন্থরতা, ভ্যাট আদায়ের ধসে বাংলাদেশের রাজস্ব ঘাটতি পৌঁছাল ৪৩,০০০ কোটি টাকায়

পরিচয় ডেস্ক: স্থবির ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড, বেসরকারি বিনিয়োগের স্থবিরতা ও সরকারি ব্যয়ের মন্থরগতির সরাসরি আঘাত পড়েছে রাজস্ব আদায়ে। এর ফলে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৪৩ হাজার কোটি টাকার বিশাল ঘাটতির মুখ দেখেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।



শিল্পোৎপাদন, বিক্রিবাট্টা ও অভ্যন্তরীণ ভোক্তা চাহিদার *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

চাওয়া হয়েছিল ১০ বিলিয়ন ডলার, বাংলাদেশকে ৪৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক, আছে যেসব শর্ত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের আর্থিক খাতের সুরক্ষাজাল শক্তিশালী করা, তদারকি সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ব্যাংক খাতের পুনর্গঠনে সহায়তার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে ৪৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ।



বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানকারী সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের (আইডিএ) মধ্যে গত শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) 'ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট-২' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী এবং বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভুটানের কান্ট্রি ডিরেক্টর জ্যঁ পেসমে নিজ নিজ পক্ষে স্বাক্ষর করেন।

প্রকল্পের আওতায় ৩২৮ মিলিয়ন স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস (এসডিআর), যা ৪৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে। প্রকল্পটির মেয়াদ ২০২৬ সালের ১ জুলাই থেকে ২০৩১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের (এফআইডি) তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হলো- দেশের আর্থিক *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

জুলাই-সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের বিদেশি ঋণ ৪২ শতাংশ কমে ৬৬২ মিলিয়ন ডলার, পরিশোধ ১.৩৫ বিলিয়ন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) প্রতিশ্রুত ১ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণের প্রায় অর্ধেক ছাড় হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, জুলাই-সেপ্টেম্বরে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক দাতাদের ৬৬২ মিলিয়ন ডলার ঋণ ছাড় হয়েছে। এই ছাড়ের পরিমাণ আগের বছরের একই সময়ে আসা ১ দশমিক ১৪ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় ৪২ শতাংশ কম।



ইআরডির তথ্যে দেখা গেছে, ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) ছাড়া বেশিরভাগ ঋণদাতাই এ সময়ে কোনো অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দেয়নি। গত মাসে বাংলাদেশের একমাত্র জ্বালানি তেল শোধনাগার ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেডের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের জন্য আইডিবির সঙ্গে ১ বিলিয়ন ডলারের ঋণচুক্তি সই করে সরকার। দাতাদের মধ্যে জাপান জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে ৩ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

চাকরি হারালে বিদেশি কর্মীদের যুক্তরাষ্ট্রে ৬০ দিনের থাকার সুযোগ বাতিলের প্রস্তাব ট্রাম্প প্রশাসনের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি হারানো বিদেশি কর্মীদের জন্য বড় পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি হারালে বিভিন্ন ভিসাধারী বদেশি কর্মীদের নতুন চাকরি খোঁজার জন্য পাওয়া ৬০ দিনের সুযোগ বাতিল করতে চায় ট্রাম্প প্রশাসন। এতে বিপাকে পড়তে পারেন হাজারো অভিবাসী কর্মী।

নির্দিষ্ট কয়েক ধরনের কর্মভিসায় থাকা বিদেশি কর্মীরা চাকরি হারানোর পর যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ ৬০ দিন পর্যন্ত থাকার যে সুযোগ পান, তা বাতিল করতে চায় হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ। প্রস্তাবটি চূড়ান্ত হলে চাকরি হারানোর পর নতুন চাকরি খোঁজা বা যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য কর্মীরা আগের মতো ৬০ দিনের এই অতিরিক্ত সময় পাবেন না।

২০২৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রেজিস্টারে প্রস্তাবটি প্রকাশ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সিটিজেনশীপ ও ইমিগ্রেশন সার্ভিস বা নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা বিভাগ এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি



বা স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগ যৌথভাবে এ পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছে। সরকারি নথিতে বলা হয়েছে, চাকরি বা সংশ্লিষ্ট কাজ বন্ধ হয়ে গেলে কর্মীর ভিসার ভিত্তিও আর আগের মতো বহাল রাখার সুযোগ থাকা উচিত নয় বলে তারা মনে করছে।

বর্তমান নিয়মে নির্দিষ্ট কিছু কর্মভিসায় থাকা বিদেশি কর্মীরা চাকরি হারালে সর্বোচ্চ ৬০ দিনের অতিরিক্ত সময় পাওয়ার সুযোগ পান। এই সময়কে বলা হয় অতিরিক্ত থাকার সুযোগ। তবে এটি সবার জন্য নিশ্চিত নয়। অভিবাসন কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই সময় কমাতে বা বাতিল করতে পারে। এই সময়ের মধ্যে কর্মীরা নতুন নিয়োগকর্তা খুঁজতে পারেন, নতুন নিয়োগকর্তার মাধ্যমে ভিসার আবেদন করতে পারেন অথ বা যোগ্যতা অনুযায়ী অন্য ধরনের বৈধ অবস্থানের জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে এই সময়ের মধ্যে আলাদা অনুমতি ছাড়া কাজ করার সুযোগ থাকে না।

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

এটর্নী মঈন চৌধুরী LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW

Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)



Michael Taub, Esq.



Moin Choudhury, Esq.

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- কাজের জায়গায় দূর্ঘটনা

IMMIGRATION

(Consultation fee applies)





ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি



Attorney Michigan Only.



Attorney Michigan Only.



Attorney New Jersey Only



Attorney, Buffalo New York Only



Attorney Connecticut Only



Attorney Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior result does not guarantee future outcome of any cases. Moin Choudhury is admitted in Michigan State only and also admitted in the Supreme Court of the United States. Michael Taub is admitted in New York State Only and also admitted in the NY Federal District Courts.



কাগজপত্র ঠিক না থাকলে গ্রিনকার্ড ও কাজের অনুমতির আবেদন গ্রহণ করবে না ইউএসসিআইএস

পরিচয় ডেস্ক: বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ইমিগ্রেশন বা অভিবাসন আবেদনে প্রয়োজনীয় প্রমাণ জমা না দিলে আগের মতো সংশোধনের সুযোগ নাও দিতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের ।

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন আবেদনকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা সংস্থা (ইউএসসিআইএস)।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কোনো আবেদন জমা দেওয়ার সময় প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কাগজপত্র না থাকলে কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে অতিরিক্ত কাগজপত্র চেয়ে নোটিশ না পাঠিয়েও আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। আগে অনেক ক্ষেত্রে আবেদনে প্রয়োজনীয় তথ্য বা প্রমাণের ঘাটতি থাকলে আবেদনকারীকে তা পূরণের সুযোগ দেওয়া হতো। কিন্তু নতুন নির্দেশনার ফলে সেই সুযোগ সব ক্ষেত্রে নিশ্চিত থাকছে না।

২০২৬ সালের ৫ আগস্ট ইউএসসিআইএস নতুন নির্দেশনা প্রকাশ করে। এতে বলা হয়েছে, অভিবাসন সুবিধা পেতে আবেদনকারীকে আবেদন জমা দেওয়ার সময়ই নিজের যোগ্যতার প্রয়োজনীয় প্রমাণ দিতে হবে। শুধু আবেদন জমা দিলেই হবে না, সংশ্লিষ্ট সুবিধা পাওয়ার জন্য নির্ধারিত শর্ত পূরণ হচ্ছে কি না, সেটিও কাগজপত্রের মাধ্যমে দেখাতে হবে। নতুন নির্দেশনায় অভিবাসন কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। কোনো আবেদনকারী প্রয়োজনীয় প্রাথমিক প্রমাণ জমা না দিলে অথবা জমা দেওয়া কাগজপত্রে তার যোগ্যতা প্রমাণিত না হলে কর্মকর্তা চাইলে আবেদন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে আগে অতিরিক্ত প্রমাণ চেয়ে নোটিশ পাঠানো বাধ্যতামূলক নয়।

আগে অনেক আবেদন যাচাইয়ের সময় ইউএসসিআইএস আবেদনকারীকে অতিরিক্ত কাগজপত্র জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করত। এই নোটিশকে বলা হয় 'রিকোয়েস্ট ফর এভিডেন্স' বা আরএফই। অর্থাৎ, আবেদনকারীর জমা দেওয়া কাগজপত্রে কোনো ঘাটতি থাকলে কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট প্রমাণ চেয়ে চিঠি পাঠাতে পারত। আবার কিছু ক্ষেত্রে আবেদন প্রত্যাখ্যানের আগে 'নোটিশ অব ইনটেন্ট টু ডিনাই' বা এনওআইডি

বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়

তিন লাখের বেশি যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বাতিলের ঘোষণা ট্রাম্প প্রশাসনের



পরিচয় ডেস্ক: দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এর দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০ অক্টোবর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের তিন লাখের বেশি ভিসা বাতিলের ঘোষণা দিয়েছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট।

ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, অপরাধ, জননিরাপত্তা, অভিবাসন আইন লঙ্ঘন ও প্রতারণার কারণে বাতিল হয়েছে অধিকাংশ ভিসা; বাংলাদেশিদের জন্য দেশভিত্তিক কোনো পরিসংখ্যান প্রকাশ করেনি ওয়াশিংটন।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি নাগরিকদের ভিসা যাচাই ও নজরদারি আরও জোরদার করেছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসন।

গত ২০ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর জানায়, ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে তিন লাখের বেশি ভিসা বাতিল করা হয়েছে। দপ্তরের মুখপাত্র টমি পিগট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় বলেন, ইতিহাসের যেকোনো প্রশাসনের তুলনায় দ্রুত এবং বেশি সংখ্যায় ভিসা বাতিল করেছে বর্তমান প্রশাসন। এর আগে গত ১০ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছিল, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ শুরু হওয়ার পর থেকে তখন পর্যন্ত এক লাখ ৭৫ হাজারের বেশি ভিসা বাতিল করা হয়েছিল। ফলে কয়েক মাসের ব্যবধানে বাতিলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও ভিসা নীতিতে কঠোর অবস্থানেরই প্রতিফলন। পররাষ্ট্র দপ্তরের বক্তব্য অনুযায়ী, বাতিল হওয়া ভিসার অধিকাংশের পেছনে রয়েছে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, জননিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ, অভিবাসন আইন লঙ্ঘন, প্রতারণা, আবেদনে ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়া কিংবা এমন নতুন তথ্য পাওয়া, যার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আর ভিসার যোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছেন না। ২০ অক্টোবর রয়টার্সকে দেওয়া বক্তব্যেও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক কর্মকর্তা একই কারণগুলোর কথা উল্লেখ করেন। দপ্তরের মুখপাত্র টমি পিগট বলেন, ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের আইন ভঙ্গ, প্রতারণা কিংবা জাতীয় নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলার বিষয়ে প্রশাসনের কোনো ছাড় নেই। তবে তিন লাখের বেশি ভিসা বাতিলের প্রতিটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ কিংবা সব ভিসার কারণভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ হিসাব এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

৩১ অক্টোবর প্রকাশিত নতুন পরিসংখ্যান;

ভিসা বাতিলের মোট সংখ্যা তিন লাখ ছাড়ানোর ঘোষণার পর ৩১ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ধারাবাহিক যাচাই কার্যক্রমের আরও কিছু বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করে। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে কনস্যুলারবিষয়ক ব্যুরোর অধীনে প্রতিষ্ঠিত 'কন্টিনিউয়াস ভেটিং সেন্টার' বা ধারাবাহিক যাচাই কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৩ হাজারের বেশি ভিসা বাতিল করা হয়েছে। এই কেন্দ্রের আওতায় বাতিল হওয়া ভিসার মধ্যে ২৫ শতাংশ ছিল হামলা ও সংশ্লিষ্ট অপরাধের কারণে, ২২ শতাংশ মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর ঘটনায়, ৭ শতাংশ চুরির ঘটনায় এবং আরও ৭ শতাংশ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার বা বিতরণের সঙ্গে সম্পর্কিত কারণে। এই পরিসংখ্যান দেখায়, অপরাধ ও জননিরাপত্তার বিষয়টি প্রশাসনের ভিসা পর্যালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তবে এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন: ২৩ হাজারের বেশি ভিসার এই হিসাব তিন লাখের বেশি মোট বাতিলের একটি অংশ; অপরাধের ধরনভিত্তিক উল্লিখিত শতাংশগুলোও শুধু ধারাবাহিক যাচাই কেন্দ্রের আওতায় থাকা ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

"বার্থ টুরিজম" বা জন্ম পর্যটন ঠেকাতেও বাতিল হয়েছে হাজারো ভিসা:

৩১ অক্টোবরের সরকারি তথ্যের পাশাপাশি জন্ম পর্যটন নিয়েও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের দাবি, যুক্তরাষ্ট্রে সন্তান জন্ম দিয়ে শিশুর নাগরিকত্ব পাওয়ার উদ্দেশ্যে ভ্রমণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চার হাজারের বেশি ভিসা বাতিল করা হয়েছে। এ ধরনের ভ্রমণকে সাধারণত 'জন্ম পর্যটন' বলা হয়। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই শ্রেণিতে বাতিল হওয়া ভিসার মধ্যে সাত শতাধিক ছিল চীনা নাগরিকদের। ট্রাম্প প্রশাসন জন্ম পর্যটনকে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থার অপব্যবহার হিসেবে বিবেচনা করছে। তবে জন্ম পর্যটন-সংশ্লিষ্ট ভিসা বাতিলের এই সংখ্যা মোট তিন লাখের বেশি বাতিল হওয়া ভিসার একটি নির্দিষ্ট অংশ। এটিকে পুরো ভিসা বাতিলের প্রধান বা একমাত্র কারণ হিসেবে দেখার সুযোগ নেই।

বাংলাদেশিদের জন্য কী অর্থ বহন করছে এই সিদ্ধান্ত?

যুক্তরাষ্ট্রে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী, কর্মী, ব্যবসায়ী ও পর্যটক বসবাস ও যাতায়াত করেন। ফলে তিন লাখের বেশি ভিসা বাতিলের ঘোষণায় তাঁদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর বাতিল হওয়া ভিসার দেশভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করেনি। বাংলাদেশি নাগরিকদের কতটি ভিসা বাতিল হয়েছে, কিংবা মোট সংখ্যার মধ্যে তাঁদের অংশ কত-এ বিষয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য সরকারি হিসাব পাওয়া যায়নি। একইভাবে বাংলাদেশিদের আলাদাভাবে লক্ষ্য করে ভিসা বাতিল করা হচ্ছে, এমন দাবির পক্ষেও প্রকাশিত তথ্য নেই। তাই এই ঘোষণাকে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী বা কর্মীদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোনো অভিযান হিসেবে উপস্থাপন করা ঠিক হবে না। তবে ভিসার শর্ত ভঙ্গ, অপরাধে জড়ানো, আবেদনে ভুল তথ্য দেওয়া কিংবা প্রতারণার অভিযোগ যেকোনো দেশের নাগরিকের জন্যই ভিসা-সংক্রান্ত জটিলতা তৈরি করতে পারে। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে পড়াশোনার অনুমোদিত অবস্থা বজায় রাখা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রাখা এবং কাজের অনুমতি-সংক্রান্ত নিয়ম মেনে চলা জরুরি। একইভাবে এইচ-১বি বা অন্যান্য কর্মী ভিসাধারীদের অনুমোদিত নিয়োগকর্তা ও কাজের শর্ত অনুসরণ করতে হবে। পর্যটক ও ব্যবসায়িক ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে আসা ব্যক্তিদেরও ভ্রমণের ঘোষিত উদ্দেশ্য এবং অনুমোদিত অবস্থানের সীমা মেনে চলতে হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত কোনো বক্তব্যের কারণে ভিসা বাতিলের ঝুঁকি আছে কি না, সে বিষয়ে ব্যক্তিগত পরিস্থিতি ও প্রযোজ্য আইনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রয়োজন। এ কারণে গুজব বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অসম্পূর্ণ তথ্যের ওপর নির্ভর না করে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশনা অনুসরণ এবং প্রয়োজন হলে অভিবাসন আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া উচিত।

ভিসা বাতিল মানেই কি তাৎক্ষণিক বহিষ্কার?

ভিসা বাতিল এবং যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের অভিবাসন-অবস্থা এক বিষয় নয়। ভিসা মূলত যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য কোনো বিদেশি নাগরিকের আবেদন করার অনুমতি দেয়; দেশটিতে প্রবেশের পর কত দিন থাকা যাবে বা তাঁর অভিবাসন-অবস্থা কী হবে, তা নির্ধারিত হয় আলাদা নিয়মে। সে কারণে কোনো ব্যক্তির ভিসা বাতিল হয়েছে মানেই তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে দেশ ছাড়তে হবে বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বহিষ্কার করা হবে-এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। তবে ভিসা বাতিলের পাশাপাশি যদি ওই ব্যক্তির অবস্থানের অনুমোদন, ভিসার শর্ত কিংবা অন্য কোনো অভিবাসন আইনের সঙ্গে জটিলতা তৈরি হয়, তাহলে তার আইনি পরিণতি গুরুতর হতে পারে। তাই ভিসা বাতিলের নোটিশ পাওয়া বা নিজের অভিবাসন-অবস্থা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হলে দ্রুত যোগ্য অভিবাসন আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

কঠোর নীতির পক্ষে প্রশাসন, ন্যায্য প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ:

ট্রাম্প প্রশাসনের বক্তব্য, যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভিসাধারীদের ওপর ধারাবাহিক নজরদারি প্রয়োজন। তবে এই নীতির প্রয়োগ নিয়ে উদ্বেগও রয়েছে। রয়টার্সের ২০ অক্টোবরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মানবাধিকার ও অভিবাসন অধিকারকর্মীদের একাংশ ভিসা বাতিল ও বহিষ্কারের উদ্যোগে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সম্ভাব্য জাতিগত বৈষম্যের ঝুঁকি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বিশেষ করে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে অংশ নেওয়া বিদেশি নাগরিক এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রক্ষণশীল ভাষ্যকার চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ড নিয়ে মন্তব্য করা কিছু বিদেশির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘটনা সমালোচনার মুখে পড়েছে। প্রশাসন এসব পদক্ষেপকে নিরাপত্তা ও আইন প্রয়োগের অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করলেও সমালোচকদের বক্তব্য, নিরাপত্তার যুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকার ও ন্যায্য আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা জরুরি।

সামনে কী নজরে রাখতে হবে?

তিন লাখের বেশি ভিসা বাতিলের ঘোষণা এবং ৩১ অক্টোবর প্রকাশিত ধারাবাহিক যাচাই কেন্দ্রের পরিসংখ্যান যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থায় কঠোর যাচাই ও নজরদারির একটি বড় ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে এই সংখ্যার প্রকৃত প্রভাব বুঝতে হলে ভিসার ধরন, নাগরিকত্ব, বাতিলের কারণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অভিবাসন-অবস্থার বিস্তারিত তথ্য প্রয়োজন। মার্কিন প্রশাসন এখনো মোট বাতিলের পূর্ণাঙ্গ দেশভিত্তিক বা ভিসার ধরনভিত্তিক হিসাব প্রকাশ করেনি। বাংলাদেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট সংখ্যা না থাকায় আতঙ্ক ছড়ানো বা সবাইকে ঝুঁকির মধ্যে আছেন বলে দাবি করা তথ্যসম্মত হবে না। বরং যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ভিসার শর্ত মেনে চলা, প্রয়োজনীয় নথি সংরক্ষণ করা এবং কোনো আইনি জটিলতা দেখা দিলে অনুমাননির্ভর সিদ্ধান্ত না নিয়ে পেশাদার পরামর্শ নেওয়া। পররাষ্ট্র দপ্তরের পরবর্তী তথ্য ও নীতিগত পরিবর্তন প্রকাশিত হলে পরিস্থিতির আরও স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে।

ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, অপরাধ, জননিরাপত্তা, অভিবাসন আইন লঙ্ঘন ও প্রতারণার কারণে বাতিল হয়েছে অধিকাংশ ভিসা; বাংলাদেশিদের জন্য দেশভিত্তিক কোনো পরিসংখ্যান প্রকাশ করেনি ওয়াশিংটন।



যুক্তরাষ্ট্রে আটক অভিবাসীদের অবস্থান জানাচ্ছে না ট্রাম্প প্রশাসন, আদালতে অভিযোগ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানোর চূড়ান্ত নির্দেশ পাওয়া অভিবাসীদের অবস্থান গোপন রাখার ট্রাম্প প্রশাসনের নীতির বিরুদ্ধে মামলা করেছে চারটি আইনি সহায়তা সংস্থা। এতে অভিবাসী পরিবার ও আইনজীবীদের উদ্বেগ বেড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন কর্মকর্তাদের হেফাজতে থাকা হাজারো মানুষের অবস্থান গোপন রাখার সরকারি নীতির বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে চারটি আইনি সহায়তা সংস্থা। ট্রাম্প প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের কারণে আটক ব্যক্তিদের পরিবার, স্বজন ও আইনজীবীরা তাদের কোথায় রাখা হয়েছে, তা জানতে সমস্যায় পড়ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ সংস্থা আইস (আইসিই) আগে তাদের অনলাইন বন্দি অনুসন্ধান ব্যবস্থার মাধ্যমে আটক ব্যক্তিদের অবস্থান জানার সুযোগ দিত। পরিবারের সদস্য, আইনজীবী কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ওই ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পেতেন। কিন্তু নতুন নীতির আওতায় চূড়ান্ত বহিষ্কারাদেশ পাওয়া ব্যক্তিদের অবস্থান অনলাইন তালিকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু অনলাইন ব্যবস্থাতেই নয়, পরিবারের সদস্য ও আইনজীবীরা ফোন করে জানতে চাইলেও অনেক ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান জানানো হচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হয়েছে।



এই নীতির বিরুদ্ধে চারটি আইনি সহায়তা সংস্থা ম্যাসাচুসেটসের একটি ফেডারেল আদালতে মামলা করেছে। সংস্থাগুলো হলো গ্রেটার বোস্টন লিগ্যাল সার্ভিসেস, রিয়ান ইমিগ্র্যান্ট সেন্টার, ফ্লোরেন্স ইমিগ্র্যান্ট অ্যান্ড রিফিউজি রাইটস প্রজেক্ট এবং অ্যামিকা সেন্টার ফর ইমিগ্র্যান্ট রাইটস। তাদের দাবি, সরকারের এই সিদ্ধান্তের কারণে আটক ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। মামলার নথিতে বলা হয়েছে, গত সেপ্টেম্বর থেকে চূড়ান্ত বহিষ্কারাদেশ পাওয়া আটক ব্যক্তিদের অবস্থান প্রকাশ বন্ধ করা হয়েছে। এতে আইসের হেফাজতে থাকা প্রায় ৬৯ হাজার মানুষের মধ্যে ১৬ হাজারের বেশি ব্যক্তি এই পরিবর্তনের আওতায় পড়েছেন। ফলে হাজারো মানুষ কোথায় আটক রয়েছেন, তা জানা আগের তুলনায় অনেক কঠিন হয়ে গেছে।

আইনজীবীদের অভিযোগ, কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বহিষ্কারাদেশ থাকলেও তার সব ধরনের আইনি সুযোগ শেষ হয়ে যায় না। অনেক ক্ষেত্রে তারা আদালতে নতুন করে আবেদন করতে পারেন, আগের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানাতে পারেন কিংবা আটক থাকার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। কেউ কেউ তৃতীয় কোনো দেশে পাঠানোর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও আইনি প্রতিকার চাইতে পারেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কোথায় রাখা হয়েছে, তা জানা না গেলে আইনজীবীদের পক্ষে এসব পদক্ষেপ নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

মামলাকারী সংস্থাগুলোর ভাষ্য, নতুন নিয়ম চালুর পর তাদের আইনজীবীদের অনেক সময় বিভিন্ন আটককেন্দ্রে ফোন করে এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মক্কেলদের খুঁজতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে ফোনে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। কখনো ফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনো সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কোনো তথ্যই পাওয়া যাচ্ছে না। এর ফলে কিছু আইনি আবেদন দাখিলে দেরি হচ্ছে এবং কিছু ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

সংস্থাগুলো আরও বলেছে, এই নীতি শুধু আটক ব্যক্তিদের জন্য নয়, তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্যও বড় ধরনের উদ্বেগ তৈরি করেছে। কোনো স্বজন আটক হওয়ার পর তাকে কোথায় রাখা হয়েছে, তা জানতে না পারলে পরিবারের সদস্যরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পৌঁছাতে কিংবা আইনজীবীর সহায়তা নিশ্চিত করতে সমস্যায় পড়েন। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, যথাযথ ব্যাখ্যা ও জনসাধারণকে আগে থেকে না জানিয়ে এই নীতি কার্যকর করা হয়েছে। এতে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া এবং আইনজীবীদের কাজের স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সংস্থাগুলো আদালতের কাছে নীতিটিকে বেআইনি ঘোষণা করে বাতিল করার আবেদন জানিয়েছে। পাশাপাশি মামলার বিচার চলাকালে এই নিয়ম স্থগিত রাখার উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানিয়েছে তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগ বলেছে, আটক ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্য ও আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগের বিভিন্ন সুযোগ এখনো রয়েছে। বিভাগের বক্তব্য অনুযায়ী, যাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বহিষ্কারাদেশ রয়েছে, তাদের বহিষ্কার করাই সরকারের অগ্রাধিকার।

তবে অভিবাসন অধিকার নিয়ে কাজ করা সংস্থাগুলোর বক্তব্য, ফোনে যোগাযোগের সুযোগ থাকলেই একজন আটক ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া বা তার আইনি অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে একজন ব্যক্তিকে এক আটককেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হলে তার অবস্থান জানা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। এখন আদালত এই নীতির বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিকে নজর রাখছেন অভিবাসন আইনজীবী ও অধিকারকর্মীরা। মামলার ফলাফল যুক্তরাষ্ট্রে আটক অভিবাসীদের অবস্থান জানার সুযোগ এবং তাদের আইনি সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি



Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি
- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

OPEN 6 Days (M-S)
info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.


আমরাই দিচ্ছি
সবচেয়ে কম দামে
AIR TICKET
Digital Travel
Astoria
Emirates
USA
Dhaka
17
Years
Trusted Service
Cancellation ও
Reschedule
সুবিধা রয়েছে
VISA SERVICES
SAUDI
UMRAH/TOURIST VISA
INDIAN VISA
UK VISA
CANADA VISA
EUROPE VISA
আমাদের সেবা সমুহ
ওয়রার প্যাকেজ
ওয়রার ভিসা
হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
মোয়াল্লেম
BOOK NOW
718-721-2012
আমাদের অফিস: 25-78 31st Street, New York, NY-11102

প্রতিশ্রুতির পরও বাংলাদেশে থামছে না ‘মব’ সহিংসতায় মৃত্যু



পরিচয় ডেস্ক: গত ২৭ অক্টোবর ভোর ৪টার দিকে পিকআপ ভ্যানচালক জনিকে (৩২) তার বন্ধু আরাফাত বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার কাজলা এলাকায় দেখা করার জন্য ফোন করেন।

সেখানে পৌঁছানোর পরই তাকে যাত্রাবাড়ীর বিবির বাগিচার চার নম্বর গেটের কাছে একটি স্থানীয় ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একদল লোক তাকে ছিনতাইকারী আখ্যা দিয়ে বেধড়ক মারধর করে।

একই অভিযোগে সেখানে আরেক তরুণ নিশাতকেও মারধর করা হয়। ঘটনাস্থলেই জনির মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় নিশাতকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে পরদিন সকাল ৯টার দিকে তারও মৃত্যু হয়।

নিশাতের বোন শারমিন আক্তারের অভিযোগ, হারুন নামের স্থানীয় এক প্রভাবশালীসহ ৭-৮ জন এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

দ্য ডেইলি স্টারকে শারমিন জানান, ঘটনার পর সেখানে গেলে তার বাবা মো. মহসিনকেও মারধর করা হয়। তিনি আরও জানান, আরাফাতই তার ভাই নিশাত ও জনিকে ডেকে নিয়েছিল।

শারমিনের দাবি, পূর্ব শত্রুতার জেরে তার ভাইকে হত্যা করা হয়েছে।

‘যারা আমার ভাইকে পিটিয়ে হত্যা করেছে, আমরা তাদের শাস্তির দাবি জানাই,’ বলেন তিনি।

যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) হাসান কবির দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, ‘মঙ্গলবার ভোরে ওই এলাকায় একদল যুবক ছিনতাই করছিল। স্থানীয়রা তাদের ধাওয়া করলে দুজন ধরা পড়ে এবং গণপিটুনির শিকার হয়। বাকিরা পালিয়ে যায়।’

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে দ্য ডেইলি স্টার আরাফাত ও হারুনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে। তবে তাদের পাওয়া যায়নি।

এ ঘটনার ৬ দিন আগে ২১ অক্টোবর শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের ভেতর আলম শেখ নামে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। চাকরির খোঁজে ঢাকায় আসা আলম মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন এবং তাকে ‘ছেলেধরা’ সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

এক সপ্তাহের ব্যবধানে এই ৩টিসহ চলতি মাসে সারা দেশে অন্তত ১৫টি ‘পিটিয়ে হত্যার’ ঘটনা গণমাধ্যমে এসেছে। এসব ঘটনা আবারও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা এবং দায়ীদের বিচারের আওতায় আনার বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

মানবাধিকার কর্মী নূর খান লিটন দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, ‘যেটাকে আমরা গণপিটুনি বলছি, সেটি মূলত “মব-সহিংসতা” বা স্পষ্টত সন্ত্রাসবাদ। রাষ্ট্র ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এ ধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে দৃশ্যমান ও কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়ায় এমন ঘটনা ঘটেই চলেছে।”

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের করা জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি নেই, তবে রাজনৈতিক সমঝোতার গুরুত্ব অনেক বেশি - স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন



পরিচয় ডেস্ক: ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন বাংলাদেশ সরকারের সময়ে প্রণীত ‘জুলাই সনদ’-এর কোনো সরাসরি আইনি ভিত্তি নেই বলে মন্তব্য করেছেন বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তবে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, এর রাজনৈতিক সমঝোতার গুরুত্ব কোনো আইনি ভিত্তির চেয়েও অনেক বেশি।

শনিবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা সিরিজ সেমিনারের ‘স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের সাংবিধানিক সংকট ও বাকশাল’ শীর্ষক পর্বে তিনি এ কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘ইন্টেরিম গভর্নমেন্টের (অন্তর্বর্তীকালীন সরকার) সময় যে জুলাই জাতীয় সনদ প্রণীত হলো, তার কি কোনো আইনি ভিত্তি আছে? নাই। কিন্তু এই রাজনৈতিক সমঝোতাটা আইনি ভিত্তির চেয়েও বেশি।’

সনদটির আইনি স্বীকৃতির প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তিনি বলেন, যখন প্রশ্ন উঠেছিল জনগণ এটি চায় কি চায় না এবং জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের শেষ দিকে এসে এর আইনি ভিত্তি দেওয়া নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়েছিল, তখন বিষয়টি একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে নিয়ে আসার প্রয়োজন

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

রাশিয়ার যুদ্ধে বাংলাদেশসহ ২৯ দেশের নাগরিকদের পাচার

প্রতিবেদন জাতিসংঘের



পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশসহ ২৯টি দেশের নাগরিকদের রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগের জন্য পাচার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইউক্রেনবিষয়ক জাতিসংঘের স্বাধীন আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন।

বেসামরিক চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে রাশিয়ায় নিয়ে তাদের সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করার প্রমাণ পেয়েছে তারা। এসব বিদেশী নাগরিকদের অনেককে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছে। তাদের কেউ নিহত, আহত, বন্দী কিংবা নিখোঁজ হয়েছেন।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে উপস্থাপনের জন্য প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। গত ১৯ অক্টোবর কমিশন ৪৮টি দেশের নাগরিকদের রুশ সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগের ঘটনা তদন্ত করে ২৯টি দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রতারণা বা জবরদস্তির প্রমাণ পেয়েছে। এ তালিকায় বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ফিলিপাইন, ঘানা, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, উজবেকিস্তানসহ এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ। প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতারণা বা

বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও জ্বালানিমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে, নইলে প্রধানমন্ত্রীকে ‘ঘেরাও’ করে দাবি আদায়ে হুমকি বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদের



পরিচয় ডেস্ক: বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ‘বাংলাদেশে যেই নৈরাজ্য চলমান রয়েছে, যে গুম-খুন চলছে–এই সবকিছুর ব্যর্থতা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে। জ্বালানি মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে। নতুবা বাংলাদেশের সর্বত্রই আমরা মিছিল করব এবং সেই মিছিল নিয়ে আমরা জনাব তারেক রহমানকে ঘেরাও করে আমাদের দাবি আদায় করে ছাড়বো, ইনশাআল্লাহ।’

গত শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) রাজধানী ঢাকার শাহবাগে চার দফা দাবিতে এনসিপির ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের উদ্যোগে আয়োজিত গণবিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘বিএনপি সরকারের দেশ পরিচালনার কোনো পরিকল্পনা নেই। তাদের পরিকল্পনা হচ্ছে, কীভাবেট দুর্নীতি করবে, লুটপাট করবে, চাঁদাবাজি করবে, সন্ত্রাস কায়েম করবে এবং দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। এই পরিকল্পনা নিয়েই তারেক রহমান লন্ডন থেকে ঢাকায় এসেছেন।’

এ সময়, বিএনপি সরকার নির্বাচনি ইশতেহার, ৩১ দফা ও জুলাই সনদে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘মানুষের বাসায় গ্যাস নেই, বিদ্যুৎ নেই। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, সন্ত্রাস ও রাহাজানিতে দোকানদার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ। সারা দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয়করণ করা হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের কোনো নিরাপত্তা নেই। জনগণকে নিরাপত্তা দিতে বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার দায় সবচেয়ে বেশি যার ওপর বর্তায়, তিনি হলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ।’

একতরফা সংবিধান সংশোধন কমিটি হয়েছে মন্তব্য করে অবিলম্বে সেই কমিটি বাতিল করে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের দাবি করেন তিনি।

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আগামী ডিসেম্বরে পতিত স্বৈরাচার দেশে ফিরবেন বলে শোনা যাচ্ছে। সেই স্বৈরাচারকে বর্তমান সরকার কোনোভাবেই মোকাবিলা করতে পারবে না। গত ১৬ বছরেও পারেনি। আওয়ামী লীগের হাত থেকে বাংলাদেশের জনগণকে বিএনপি রক্ষা করতে পারেনি। তারা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

৫ বছরে বাংলাদেশে ৬.৩৪ বিলিয়ন ডলারের বেসরকারি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি জাপানের



পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জাপানের বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ আগামী পাঁচ বছরে রেকর্ড ১ ট্রিলিয়ন ইয়েনে (প্রায় ৬.৩৪ বিলিয়ন ডলারে) উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জাপান। দেশটির রাজধানী টোকিওতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং তাঁর জাপানি সমকক্ষ সানায়ে তাকাইচির নেতৃত্বে দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ সম্মেলন শেষে, যৌথ ঘোষণায় এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

যৌথ ঘোষণায় জানানো হয়, নতুন এই বিনিয়োগের ফলে বাংলাদেশে অন্তত দুই লাখ নতুন কর্মসংস্থান সুযোগ তৈরি হবে।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে দুই দেশের শীর্ষ নেতা 'জাপান-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি' (ইপিএ) স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ করেন-যা দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্য ত্বরান্বিত করতে, শিল্প খাতের বহুমুখীকরণ নিশ্চিত করতে এবং স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বাংলাদেশের সফল উত্তরণে বড় ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

উভয় দেশ তাদের ফ্ল্যাগশিপ অবকাঠামোগত কৌশল 'বে অব বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ বেল্ট'-কে (বিগ-বি) নতুন মাত্রায় উন্নীত করে 'শেয়ার্ড প্রসপারিটির জন্য বিগ-বি' অভিন্ন সমৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগ-বি নামে কাঠামোয় রূপান্তরের ঘোষণা দিয়েছে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো- মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরকে কেন্দ্র করে বিদ্যুৎ, গভীর সমুদ্রবন্দর, শিল্পাঞ্চল এবং আইসিটি অবকাঠামোকে সমন্বিত করে- মাতারবাড়ী-মহেশখালী অঞ্চলকে এশিয়ার অন্যতম প্রধান লজিস্টিকস ও উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করা।

বিনিয়োগ পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছেন অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ীরা দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড -এর সাথে আলাপকালে দেশীয় শীর্ষ অর্থনীতিবিদ এবং ব্যবসায়িক নেতারা জাপানের এই বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতির ব্যাপক প্রশংসা করেছেন। তারা উল্লেখ করেন, এই বিনিয়োগ বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা জোরদার করবে, কর্মসংস্থান বাড়াবে এবং উচ্চ-প্রযুক্তির জ্ঞান স্থানান্তরে বিশেষ সহায়তা করবে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান- সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, "ভারী উৎপাদন শিল্প, অটোমোবাইল এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানি খাতে জাপানের বিশ্বমানের প্রযুক্তি ও দক্ষতা বিবেচনায়, বাংলাদেশে তাদের বিনিয়োগের আগ্রহ অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক।" তিনি বলেন, বাংলাদেশ যদি নীতির ধারাবাহিকতা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে, তাহলে জাপানি বিনিয়োগ দেশীয় শিল্প খাতের কমপ্লায়েন্স, শ্রম অধিকার ও পরিবেশগত মান উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. এম মাসরুর রিয়াজ জোর দিয়ে বলেন, জাতীয় অর্থনীতির এক অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্তে এই আর্থিক প্রবাহের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এটি বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যকে (ব্যালেন্স অব পেমেন্ট) সুরক্ষা দেবে এবং আঞ্চলিক সংযোগের নতুন পথ খুলে দেবে। তিনি সরকারকে এই বিনিয়োগ বাস্তবায়নে দ্রুত নির্দিষ্ট সময়সীমাবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান জানান।

এফবিসিসিআই-এর প্রশাসক মো. ফজলুল

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

জাপান সফরে প্রাপ্তির হিসাব-নিকাশ: 'বিগ-বি'র নতুন সমীকরণে বাংলাদেশ



পরিচয় ডেস্ক: জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শীর্ষ বৈঠক, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক খাতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা এবং বিভিন্ন শিল্প কারখানা পরিদর্শনের ব্যস্ত কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চার দিনের জাপান সফর।

সফর শেষে বাংলাদেশের জন্য বড় প্রাপ্তি হিসেবে সামনে এসেছে আগামী পাঁচ বছরে জাপানের বেসরকারি খাতের এক ট্রিলিয়ন ইয়েন বিনিয়োগের পূর্বাভাস, দুই লাখ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা এবং মাতারবাড়ীকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা।

বাংলাদেশ ও জাপানের দীর্ঘদিনের উন্নয়ন অংশীদারত্বের

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

বছরে এক লাখ কর্মী নেওয়ার সম্মতি দেয়নি জাপান, জানাল টোকিও



পরিচয় ডেস্ক: জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রেস সেক্রেটারি কিতামুরা তোশিহিরো বলেছেন, দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর শীর্ষ বৈঠকেও এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

জাপান সরকার বাংলাদেশ থেকে বছরে এক লাখ কর্মী নিতে রাজি হয়েছে বলে যে খবর দেশের কিছু সংবাদমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়েছে, তা নাকচ করেছে দেশটির পররাষ্ট্র

বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়

বিক্ষোভে বাতিল শ্রমমন্ত্রীর বিদেশ সফর, মন্ত্রীদের ডাকলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান



পরিচয় ডেস্ক: মজুরি বাড়ানোর দাবিতে পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভের মধ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী তার সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর বাতিল করেছেন। শ্রমিক অসন্তোষ মোকাবিলায় করণীয় নির্ধারণ করতে রোববার (১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় কয়েকজন মন্ত্রীকে ঢাকায় নিজের কার্যালয়ে ডেকেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক সূত্র জানায়, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ছয় থেকে সাতজন মন্ত্রী ও উপদেষ্টাকে ডেকেছেন। অর্থ, স্বরাষ্ট্র ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীসহ আরও কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং উপদেষ্টা মাহদী আমিন উপস্থিত থাকতে পারেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের সূত্র নিশ্চিত করেছে, শ্রমমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী দুপুর ১টার দিকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর আগে সকাল সাড়ে ১১টার দিকে পোশাকশ্রমিকদের মজুরি পর্যালোচনায় সরকার মজুরি বোর্ড গঠন করে। সূত্র জানায়, শ্রমিক অসন্তোষ মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী দুই দিন আগেই নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তবে শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনীত ব্যক্তির নাম পেতে শ্রম মন্ত্রণালয়ের সময় লেগে যায়। যে কারণে মজুরি বোর্ড গঠনেও দেরি হয়। সচিবালয়ে মজুরি বোর্ড গঠনের ঘোষণা দিয়ে আরিফুল সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা আশা করি, দ্রুততম সময়ে বোর্ড বসবে এবং এটিকে একটি পর্যায়ে নিয়ে যাবে।'

বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়



গঙ্গা পানি চুক্তি নবায়নে ভারতের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে বাংলাদেশ, খবর এএফপির

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির মেয়াদ আগামী ডিসেম্বরে শেষ হচ্ছে। নতুন কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে দেশে তীব্র পানিসংকট দেখা দিতে পারে, যা কয়েক কোটি মানুষের জীবিকাকে হুমকির মুখে ফেলবে বলে আশঙ্কা করছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের শুষ্ক বরেন্দ্র অঞ্চলের ৭২ বছর বয়সী বিকাশ সরেনের এখনো মনে আছে, একসময় গঙ্গা নদী দিয়ে সারা বছর বড় বড় নৌকা চলাচল করত। ভারতের মধ্য দিয়ে বয়ে আসা নদীটি ছিল তার গ্রামের

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

PREFERRED HOME SERVICES INC.

FULL CARE HOME CARE

Licensed Home Care Services Agencies (LHCSAs)

F C

PCA / HHA

- PCA (Personal Care Assistance)
- HHA (Home Health Aide)
- Nursing
- Physical Therapy
- Occupational Therapy
- Medical Social Work
- Nutrition
- Speech-Language Pathology



আমরা দিচ্ছি ভালোবাসা, যত্ন ও সম্মানের সাথে ঘরে বসেই মানসম্মত সেবা

347-621-6640
info@fullcare.com
www.fullcare.com
Fax: 347-338-6799



Mohammed Hasem
EA, MBA
President & CEO

KARNAFULLY TAX SERVICES, INC.

Mohammed Hasem, EA, MBA

ENROLLED AGENT

IRS CERTIFYING ACCEPTANCE AGENT. LICENSED BY THE IRS.

REPRESENTATION TAXPAYERS FOR IRS & STATE TAX AUDIT.
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS.

IRS e-file PROVIDER | ENROLLED AGENT

- INDIVIDUAL
- PARTNERSHIP
- BUSINESS CONSULTING
- BOOKKEEPING
- BUSINESS
- LLC
- ITIN
- INCOME TAX
- ACCOUNTING
- CORPORATION
- BUSINESS FORMATION
- PAYROLL
- NOTARY PUBLIC

KARNAFULLY TAX SERVICES, INC.

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস

718-205-6040 | 718-205-6010
FAX: 708-424-0313 WWW.KARNAFULLYTAX.COM



বাংলাদেশ কি প্রবৃদ্ধির ফাঁদ থেকে বের হতে পারবে



ফাহমিদা খাতুন

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর নতুন পূর্বাভাস বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) অক্টোবর ২০২৬-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৩ দশমিক ২ শতাংশ। সংস্থাটির ধারণা, পরের অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি আরও কমে ২ দশমিক ২ শতাংশ হবে। এরপর ধীরে ধীরে বাড়লেও ২০৩০-৩১ অর্থবছরে তা প্রায় ৩ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক বলেছে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বলেছে ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হতে পারে। সরকারের লক্ষ্য ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। একই অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতি ১০ দশমিক ৯ শতাংশ হতে পারে বলে আইএমএফের পূর্বাভাস; সরকারের লক্ষ্য ৭ দশমিক ৫ শতাংশ।

এসব পূর্বাভাস নিশ্চিত ফল নয়। সরকারের লক্ষ্য পূরণ হবে না-এ কথাও এগুলো বলছে না। তবে দেশের অর্থনীতি যে পথে চলছে, তাতে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন হবে-এই সতর্কবার্তা দিচ্ছে। কম প্রবৃদ্ধি ও বেশি মূল্যস্ফীতির পাশাপাশি, বেসরকারি বিনিয়োগ কম। তাই কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগও কম। অর্থাৎ অর্থনীতি এখন মন্দার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

এই দুর্বল অবস্থার পেছনে বহির্বিশ্বের ঘটনাও আছে, দেশের সমস্যাও আছে। মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এবং জাহাজ চলাচল ও পণ্য সরবরাহে বাধা আমদানি, পরিবহন ও উৎপাদনের খরচ বাড়িয়েছে। বাংলাদেশ জ্বালানির বড় অংশ বিদেশ থেকে কেনে, তাই এসব ধাক্কা এখানে বেশি লাগছে। বিদেশে বাংলাদেশের পণ্যের চাহিদা কমলে এবং বিশ্ববাণিজ্য নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়লে কারখানাগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আইএমএফ সংঘাত, বাণিজ্য নিয়ে বিরোধ এবং সরকারের আর্থিক দুর্বলতাকে বিশ্ব অর্থনীতির ঝুঁকি বলেছে।

তবে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলো দেশের ভেতরেই। বিনিয়োগ কমেছে, ব্যবসা চালানোর খরচ ও ঋণের খরচ বেড়েছে, আর নীতির অনিশ্চয়তায় বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমেছে। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ কমছে। জ্বালানির ঘাটতি, ব্যাংকের দুর্বলতা, কম কর আদায় এবং সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্বলতাও রয়েছে। ব্যবসার সুযোগ থাকলেও নিয়মিত বিদ্যুৎ না পেলে, সহজে ঋণ না পেলে বা নিয়মকানুন বদলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে উদ্যোক্তারা নতুন বিনিয়োগে পিছিয়ে যান। সরকার আইএমএফের সঙ্গে নতুন ঋণ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করছে। এই ঋণ কর্মসূচিতে বিভিন্ন খাতে সংস্কার সম্পন্ন করার শর্ত থাকবে। তবে সরকারের উচিত আইএমএফের ঋণ পাওয়া যাক বা না যাক, তার নিজে থেকেই সেই সংস্কারগুলো সম্পন্ন করা। চাপিয়ে দেওয়া শর্তের চেয়ে নিজ উদ্যোগে সংস্কার করলে তাতে মালিকানা থাকে।

ব্যাংকের সমস্যাও অর্থনীতিকে আটকে রেখেছে। অনেক ঋণ সময়মতো ফেরত আসছে না, আর ব্যাংক পরিচালনায়ও দুর্বলতা আছে। ফলে ব্যাংকগুলো মানুষের সঞ্চয়ের টাকা ভালো ব্যবসায় খাটানোর জন্য ঋণ হিসেবে দিতে পারছে না। অন্যদিকে ঋণের বোঝা বাড়ার বা আয় কমে যাওয়ার কারণে অনেক ব্যবসা নতুন বিনিয়োগের জন্য ঋণ পাচ্ছে না। ব্যবসার দুর্বলতা ব্যাংকের ঝুঁকি বাড়ায়; ব্যাংকের সমস্যা আবার ব্যবসাকে আরও দুর্বল করে। কোন ঋণ আদায় করা সম্ভব আর কোনটি আদায় করা কঠিন-তা পরিষ্কার না হলে শুধু নতুন ঋণ দিয়ে সমাধান হবে না।

কম প্রবৃদ্ধির চাপ সাধারণ মানুষও টের পাচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে আগের বছরের তুলনায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রায় ২১ লাখ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ায় মজুরি দিয়ে আগের মতো কেনাকাটা করা যাচ্ছে না। কাজের সুযোগ কম থাকায় আয় বাড়ানোও কঠিন হচ্ছে। প্রবাসী আয় পরিবারগুলোকে সাহায্য করছে এবং দেশে বিদেশি মুদ্রা আসছে। কিন্তু প্রবাসী আয় নতুন চাকরি তৈরি করা বিনিয়োগ ও ব্যবসার বিকল্প হতে পারে না।

সরকারের আয় কম হওয়ায় সংকট মোকাবিলার ক্ষমতাও সীমিত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে জিডিপির মাত্র ৮ দশমিক ৫ শতাংশ রাজস্ব আদায় হতে পারে। কর ও অন্যান্য আয় কম হলে সেবা, অবকাঠামো এবং দরিদ্র পরিবারকে সহায়তা করার মতো অর্থ সরকারের হাতে কম থাকে। ঋণের *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*



সৌদি-হুতি যুদ্ধে বাংলাদেশের শ্রমিক কেন আলোচনার কেন্দ্রে



এ কে এম আহসান উল্লাহ

সৌদি আরবের কোনো তেল স্থাপনায় আগুন লাগলে তার উত্তাপ শুধু আরব উপদ্বীপে আটকে থাকে না। বাংলাদেশের একটি গ্রামের সংসারেও তা পৌঁছাতে পারে, জ্বালানির বাড়তি দাম হয়ে, সৌদিপ্রবাসী সন্তানের বেতন বন্ধ হওয়ার সংবাদ হয়ে, কিংবা ঋণ করে বিদেশ যাওয়ার স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আসলে এই দূরের ঘটনাগুলোর সঙ্গে আমাদের জীবনের সংযোগ বোঝার বিদ্যা। আর নিরাপত্তার প্রশ্ন হলো, সেই সংযোগের মধ্যে রাষ্ট্র ও মানুষ কতটা সুরক্ষিত।

২০২৬ সালের অক্টোবরের হুতি-সৌদি সংঘাত এই সম্পর্ককে আবার সামনে এনেছে। বিষয়টি আর সীমান্তের দুই পাশের লড়াই নয়; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আঞ্চলিক শক্তির প্রতিযোগিতা, বিশ্ববাণিজ্য ও মানুষের জীবিকা।

ধর্মের মিল কেন রাজনৈতিক ঐক্য নয়

প্রথমে একটি পার্থক্য পরিষ্কার করা দরকার। সৌদি আরব একটি রাষ্ট্র, হুতিরা ইয়েমেনের একটি সশস্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলন, যাদের আনুষ্ঠানিক নাম আনসার আল্লাহ। তাদের সঙ্গে গোটা ইয়েমেনের মানুষকে এক করে দেখা ভুল। একইভাবে মুসলিম বিশ্বও একক রাজনৈতিক সত্তা নয়। একই ধর্মের অনুসারী হলেই রাষ্ট্রের স্বার্থ, শাসকের নিরাপত্তাবোধ কিংবা জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এক হয়ে যায় না।

সৌদি আরব ও ইয়েমেনের প্রধান ভাষা আরবি, উভয় সমাজেই ইসলাম গভীরভাবে প্রোথিত। তবু ভাষা যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করলেও স্বার্থের বিরোধ মুছে দেয় না। ধর্ম নৈতিক সংহতির ভিত্তি হতে পারে, কিন্তু সীমান্ত, সম্পদ, ক্ষমতা ও প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নের স্বয়ংক্রিয় সমাধান দেয় না। ইরান আবার মুসলিমপ্রধান হলেও আরব দেশ নয়। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের বিরোধকে একই ভাষাভাষী মানুষের ঝগড়া বললেও পুরো বাস্তবতা ধরা পড়ে না।

শিয়া-সুন্নি বিভাজন এখানে প্রাসঙ্গিক হলেও সেটিই সবকিছুর ব্যাখ্যা নয়। হুতিদের স্থানীয় ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা, ইয়েমেনের বঞ্চনার ইতিহাস, সৌদি সীমান্তনিরাপত্তা এবং ইরানের আঞ্চলিক প্রভাব-সবই বিবেচনায় নিতে হয়।

বাংলাদেশের জন্য সৌদি আরব শুধু কূটনৈতিক অংশীদার নয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্রমবাজার। বিএমইটির কর্মকর্তার তথ্য উদ্ধৃত করে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে সাড়ে সাত লাখের বেশি বাংলাদেশি কাজের জন্য সৌদি আরবে গেছেন। এক বছরে একটি দেশে এত বিপুল কর্মী পাঠানো সুযোগের পাশাপাশি নির্ভরতার গভীরতাও বোঝায়।

আঞ্চলিক সমঝোতার পাশাপাশি ইয়েমেনের নিজস্ব রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রয়োজন।

বর্তমান সংঘাতের পেছনে রয়েছে ইয়েমেনের ব্যর্থ রাজনৈতিক রূপান্তর ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ভাঙন। ২০১৫ সালের মার্চে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইয়েমেনি সরকারের সমর্থনে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট সামরিক হস্তক্ষেপ করে। ২০২২ সালে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি সহিংসতা কমায়। ২০২৩ সালের শেষ দিকে দেশব্যাপী যুদ্ধবিরতি, সরকারি বেতন, তেল রপ্তানি ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিয়ে অঙ্গীকারও আসে। কিন্তু অঙ্গীকারকে কার্যকর শান্তিব্যবস্থায় পরিণত করার কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়।

যুদ্ধ থামা এবং যুদ্ধের কারণ দূর হওয়া এক বিষয় নয়। অস্ত্র কিছুদিন নীরব থাকতে পারে, অথচ ক্ষমতা বণ্টন, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও অর্থনৈতিক অধিকার অমীমাংসিত থাকতে পারে। নতুন আঞ্চলিক উত্তেজনা তখন পুরোনো যুদ্ধকে আবার জ্বালিয়ে দেয়।

২০২৩ সালে চীনের সহায়তায় সৌদি আরব ও ইরান কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে সম্মত হয়েছিল। এটি দেখিয়েছিল, প্রতিদ্বন্দ্বীরাও প্রয়োজন হলে সমঝোতা করতে পারে। কিন্তু দুই রাজধানীর সম্পর্ক উন্নত হলেই স্থানীয় সশস্ত্র পক্ষের হিসাব বদলায় না। আঞ্চলিক সমঝোতার পাশাপাশি ইয়েমেনের নিজস্ব রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রয়োজন।

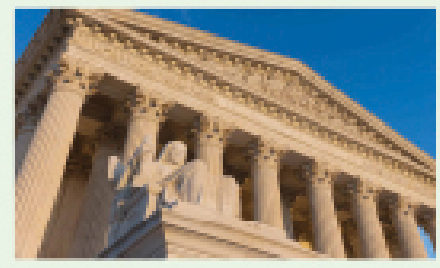
শক্তিশালী রাষ্ট্রেরও দুর্বলতা থাকে

সৌদি আরবের নিরাপত্তাচিন্তা বোঝা কঠিন নয়। প্রতিবেশী ভূখণ্ড থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের হুমকি কোনো রাষ্ট্রই সহজভাবে নেবে না। কিন্তু সামরিক প্রতিক্রিয়ায় ইয়েমেনে বেসামরিক ক্ষতি বাড়লে নতুন ক্ষোভ ও প্রতিরোধ তৈরি হতে পারে। অন্যদিকে হুতিরা নিজেদের প্রতিরোধকারী শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করলেও বিমানবন্দর, *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন






বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি



লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM



গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সরকারি ও বিরোধী দলের সম্পর্কই আসল



মাহফুজ আনাম

১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল দেখে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ দুই দলই বিস্মিত হয়। বিএনপি জয়ের জন্য এবং আওয়ামী লীগ পরাজয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল না। আওয়ামী লীগ ধরেই নিয়েছিল, তারা ক্ষমতায় যাচ্ছে। এমনকি ঠাট্টার ছলে বলা হতো, আওয়ামী লীগের নেতারা নাকি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য পোশাকও ইস্ত্রি করে রেখেছিলেন।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংসদীয় পদ্ধতিতে যাত্রা শুরু করে। সেই ব্যবস্থা বাতিল করে ১৯৭৫ সালে বাকশাল কায়েমের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার পদ্ধতি চালু করা হয়। স্বৈরশাসন পরবর্তী সময়ে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার উদ্যোগে ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বরে আবারও ফিরে আসে সংসদীয় ব্যবস্থা।

তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগের দাবি মেনে নিয়ে খালেদা জিয়া সংসদীয় ব্যবস্থা ফেরান। অথচ, সেই নির্বাচনে বিএনপির দলীয় ইশতেহারে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থার কথাই বলা ছিল। তারপরও খালেদা জিয়া আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিরোধী দলের দাবি মেনে নিয়েছিলেন।

আমার দৃষ্টিতে, এটি ছিল সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক সূচনার এক অনন্য সুযোগ। সেটা স্বাভাবিকভাবেই হওয়ার কথা ছিল। কারণ, সরকারি দল বিরোধী দলের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সরকারব্যবস্থার ধরনই বদলে দিয়েছিল। সংসদ নেতা হিসেবে খালেদা জিয়া তার প্রয়াত স্বামীর পথ ধরে রাষ্ট্রপতি হতে পারতেন। কিন্তু, তিনি তা না করে এক নতুন পথে হাঁটলেন। এর মাধ্যমে সরকারি দল ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে আমাদের একটি গঠনমূলক যাত্রার সূচনা হওয়ার কথা ছিল।

দুর্ভাগ্যবশত, সেটা হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতোই এ দেশেও বিরোধী দল কখনোই তাদের প্রাপ্য স্বীকৃতি, পরিসর ও অধিকার পায়নি। কেন বিরোধী দলকে 'অপেক্ষমান সরকার' বলা হয় কিংবা ওয়েস্টমিনস্টার পদ্ধতিতে কেন তাদের কাছ থেকে 'ছায়া মন্ত্রিসভা' গঠনের প্রত্যাশা করা হয়, সেটা বোঝার চেষ্টা আমরা কখনো করিনি। এসবের অর্থ হলো, সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারি ও বিরোধী দল মিলেই সামগ্রিক শাসনপ্রক্রিয়া গঠন করে। এখানে বিরোধী দল সংসদে সুশৃঙ্খল, নীতি-আদর্শভিত্তিক ও জবাবদিহিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে শাসনপ্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৯১ সালে আমরা ভুল পথে, আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে বিপরীতমুখী গণতান্ত্রিক যাত্রা শুরু করেছিলাম। শেখ হাসিনা ওই নির্বাচনে 'সূক্ষ্ম কারচুপি'র অভিযোগ তুলেছিলেন। যেহেতু নির্বাচনকে 'জনরায়' হিসেবেই তারা দেখেনি, তাই সেই রায় মানার ক্ষেত্রে বিরোধী দল নৈতিক বাধ্যবাধকতাও দেখায়নি। বিরোধী দলের প্রস্তাবিত সংসদীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে বিএনপির 'সমঝোতা' বা 'সহযোগিতার মনোভাব' হিসেবে দেখেনি আওয়ামী লীগ। তারা বরং ধরেই নিয়েছিল এটা বিএনপির পরাজয়। যার ফলে গঠনমূলক বিরোধিতার বদলে বিরোধী দলের কাছ থেকে আমরা আরও আগ্রাসী ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী আচরণ দেখেছি। যার লক্ষ্য ছিল সরকারকে অকার্যকর করে দেওয়া এবং তাদের শুধু ব্যর্থ নয়, বরং অযোগ্য ও ক্ষমতায় থাকার অনুপযুক্ত হিসেবে উপস্থাপন করা। এর মাধ্যমে এমন একটি ধারণা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল যে, সরকারকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করাটা যৌক্তিক।

দ্য ডেইলি স্টারের শুরুর দিকের সেই দিনগুলোতে আমি সংবাদ সম্মেলন, সেমিনার, আলোচনা ও সংসদ অধিবেশনসহ (আমার 'ফ্রম দ্য গ্যালারি' কলামের জন্য) সব জায়গায় যেতাম। সম্ভবত ১৯৯২ বা ১৯৯৩ সালে সংসদ অধিবেশন চলাকালে বিরতির সময় আমি বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনার কক্ষে যাই এবং সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলছিলাম। এমন সময় অধিবেশন শুরুর ঘণ্টা বেজে উঠল। হঠাৎ শেখ হাসিনা চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'ওয়াকআউট, ওয়াকআউট'। ওই কক্ষে থাকা কয়েকজনকে বললেন, দলের বাকি সংসদ সদস্যদের এটা জানিয়ে দিতে। কিছুক্ষণ পর দুই সংসদ সদস্য মতিয়া চৌধুরী ও তোফায়েল আহমেদ সেখানে এসে এর কারণ জানতে চাইলেন। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*



রোগ প্রতিরোধে জাপানের প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ: এআই গবেষণা, নতুন শিল্প ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা

অধ্যাপক ড. আশির আহমেদ

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাপান সফরে আসছেন। এই সফর দুই দেশের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। অবকাঠামো, শিল্প, বিনিয়োগ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্যখাতও হতে পারে বাংলাদেশ- জাপান সহযোগিতার একটি দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্র। বিশেষ করে জাপানের প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা, জনসংখ্যাভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনা সম্ভব।

বাংলাদেশে নতুন হাসপাতাল নির্মাণ, চিকিৎসক নিয়োগ ও আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সংযোজন অবশ্যই জরুরি। কিন্তু আমাদের একটি মৌলিক প্রশ্ন করা প্রয়োজন: আমরা কি শুধু হাসপাতালের শয্যা বাড়াব, নাকি প্রতিরোধযোগ্য রোগের কারণে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজনও কমাব?

ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, কিডনি রোগসহ অনেক অসংক্রামক রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত ও যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গেলে গুরুতর জটিলতা ও ব্যয়বহুল হাসপাতালে ভর্তির ঝুঁকি কমানো সম্ভব। সব হাসপাতালে ভর্তি প্রতিরোধ করা যায় না। তবে প্রতিরোধযোগ্য জটিলতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া অনেক ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যব্যবস্থার আগাম শনাক্তকরণ ও ধারাবাহিক পরিচর্যার ঘাটতির ইঙ্গিত দেয়।

জাপান ও বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা: পার্থক্য কোথায়?

জাপান বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘায়ু জনগোষ্ঠীর দেশ। সেখানে গড় আয়ু প্রায় ৮৪ বছর। অন্যদিকে বাংলাদেশে প্রায় ৭৪ বছর। জাপানে সর্বজনীন স্বাস্থ্যবিমা ব্যবস্থা চালু রয়েছে ১৯৬১ সাল থেকে।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবার বড় একটি অংশের ব্যয় মানুষকে নিজের পকেট থেকে বহন করতে হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট চলতি স্বাস্থ্যব্যয়ের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই ব্যক্তিগত পকেট থেকে আসে, যা অনেক পরিবারের জন্য বড় আর্থিক চাপ।

জাপানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্যতম শিক্ষা হলো, চিকিৎসা শুধু অসুস্থ হওয়ার পর শুরু হয় না। কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা, বয়সভিত্তিক স্বাস্থ্যঝুঁকি মূল্যায়ন, স্বাস্থ্যবিমার মাধ্যমে সেবা গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে দেশটির। বিশেষ করে ২০০৮ সাল থেকে চালু থাকা নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও স্বাস্থ্যপরামর্শ কর্মসূচি ৪০ থেকে ৭৪ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর বিপাকীয় রোগের ঝুঁকি শনাক্ত ও নিয়ন্ত্রণে গুরুত্ব দেয়।

তবে জাপানের ব্যবস্থাও নিখুঁত নয়। বয়স্ক জনগোষ্ঠী বৃদ্ধি, চিকিৎসার ক্রমবর্ধমান ব্যয় ও স্বাস্থ্যতথ্য বিনিময়ের সীমাবদ্ধতা তাদের জন্যও বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের লক্ষ্য হওয়া উচিত জাপানের পুরো ব্যবস্থা অনুকরণ করা নয়; বরং গত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা থেকে কার্যকর পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করে বাংলাদেশের বাস্তবতায় উপযোগী একটি সাশ্রয়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

বাংলাদেশের অবকাঠামো আছে, প্রয়োজন কার্যকর সংযোগ

বাংলাদেশের একটি বড় শক্তি হলো, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামো একেবারে নতুন করে তৈরি করতে হবে না। দেশে প্রায় ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক রয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মী আছেন, নিয়মিত ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে এবং স্বাস্থ্য বাতায়ন ১৬২৬৩-এর মতো টেলিফোনভিত্তিক পরামর্শসেবা ও চালু রয়েছে।

তারপরও সাধারণ মানুষের জন্য সময়মতো মানসম্মত সেবা পাওয়া অনেক ক্ষেত্রে কঠিন। সমস্যাটি কেবল অবকাঠামোর ঘাটতি নয়; বরং বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসক, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রেফারেল ও রোগীর তথ্যের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাব ।

ধরা যাক, গ্রামের একজন মানুষের উচ্চ রক্তচাপ শনাক্ত হলো। এরপর কী ঘটবে? তিনি কি চিকিৎসকের পরামর্শ পাবেন? *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্কে জামাইকা মুসলিম সেন্টার আয়োজিত তহবিল সংগ্রহের নৈশভোজে প্রায় ১ মিলিয়ন ডলারের অনুদান ও প্রতিশ্রুতি সংগ্রহ



















পরিচয় ডেস্ক: ঐক্য, বিশ্বাস ও উদারতার এক বলিষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে, নিউ ইয়র্ক সিটির জামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) তাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সম্প্রসারণ প্রকল্পের জন্য আয়োজিত এক বিশেষ তহবিল সংগ্রহের নৈশভোজে প্রায় ১ মিলিয়ন ডলারের অনুদান ও প্রতিশ্রুতি সংগ্রহ করেছে।

কুইন্সের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহত্তম এই ইসলামি প্রতিষ্ঠানের সমর্থনে বাংলাদেশি আমেরিকানসহ বৃহত্তর মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যরা একত্রিত হয়েছিলেন। তারা একটি আধুনিক ইসলামি কেন্দ্র গড়ে তোলার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সেবায় নিয়োজিত থাকবে।

গত ২৪ অক্টোবর, শনিবার সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্কের ইস্ট এলমহর্স্টের লাগুয়ার্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়ট হোটেলে এই "তহবিল সংগ্রহকারী" নৈশভোজ অনুষ্ঠিত হয়। এতে নিউ ইয়র্ক সিটির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পরিবারবর্গ, ব্যবসায়ী, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, সমাজহিতৈষী ব্যক্তি এবং শুভানুধ্যায়ীরা অংশগ্রহণ করেন।

এই নৈশভোজ আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল মসজিদের অবশিষ্ট নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার জন্য তহবিল সংগ্রহ করা এবং জামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) - (JMC)-এর ভবিষ্যৎ উন্নয়নে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকে আরও জোরদার করা।

ধর্মীয় ও সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে সহায়তার আহ্বান

অনুষ্ঠানে মূল বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামি পণ্ডিত শায়খ উসমান ইবন ফারুক। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শায়খ ড. জাকির আহমেদ, জেএমসি-এর পরিচালক ইমাম শামসি আলী এবং প্রধান ইমাম মাওলানা আবু জাফর বেগ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। এছাড়া বক্তব্য রাখেন জামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) এরসবোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান তুহিন; প্রেসিডেন্ট ড. নাজমুল এইচ. খান; ভাইস প্রেসিডেন্ট ও তহবিল সংগ্রহ কমিটির চেয়ারম্যান আফতাব মান্নান; এবং প্রকৌশলী এনামুল হক, যিনি সম্প্রসারণ প্রকল্পের প্রকৌশল কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

সমাবেশে বক্তারা মসজিদ নির্মাণ, ধর্মীয় শিক্ষা এবং সামাজিক সেবামূলক কাজে সহায়তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁরা মসজিদ ও ইসলামি শিক্ষার জন্য দেওয়া অনুদানকে 'সাদাকাহ জারিয়া' বা চলমান দান হিসেবে অভিহিত করেন-যার সুফল ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে ওঠা তরুণ প্রজন্মের ঈমান ও নৈতিক মূল্যবোধ বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহায়তার প্রয়োজনীয়তার ওপরও তাঁরা জোর দেন। এই সম্প্রসারণ প্রকল্পটিকে শিশু, কিশোর ও তরুণদের জন্য একটি নিরাপদ ও অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ হিসেবে তুলে ধরা হয়।

দাতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে জামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) - (JMC) কর্মকর্তারা বলেন, সম্প্রদায়ের সম্মিলিত সমর্থনই প্রতিষ্ঠানটিকে তার পুরো যাত্রাপথে টিকিয়ে রেখেছে। তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, সবার অব্যাহত উদারতা এই প্রকল্পটিকে সফলভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করবে।

সম্প্রসারণের ফলে প্রার্থনা ও শিক্ষার জায়গা বৃদ্ধি পাবে

জামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)র এই প্রকল্পটি কেবল বিদ্যমান ভবনটির সংস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি জেএমসি-র প্রার্থনা, ধর্মীয় শিক্ষা এবং সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর লক্ষ্যে পরিকল্পিত হয়েছে। ২০২৫ সালের ২৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে নির্মাণকাজ শুরু হয়। বিদ্যমান দোতলা *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কে ন্যাশনাল ইমিগ্র্যান্টস ডে উদযাপন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ৭ জনকে সম্মাননা প্রদান















পরিচয় ডেস্ক: কমিউনিটির পরিচিত মুখ, নিউ ইয়র্ক সিটির কুইনসের ডেমক্রেটিক পার্টির "ডিস্ট্রিক্ট লিডার আট লার্জ", অ্যাটর্নি মইন চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন "ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল" এর উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের সাফল্যের গল্প, ৭জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মাননা আর কণ্ঠশিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশনায় সম্পন্ন হয়েছে ন্যাশনাল ইমিগ্রান্টস ডে সেলিব্রেশন। গত ২৮ অক্টোবর বুধবার উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে সন্ধ্যা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল "ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল"। অনুষ্ঠানের শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানান কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট-লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী। তিনি বলেন, অভিবাসীদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং বিভিন্ন পেশা ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা তুলে ধরাই এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য। বিচার বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, ব্যবসা, আবাসন খাত, চিকিৎসা ও কমিউনিটি নেতৃত্বে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সম্মাননাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নির্বাচিত করা হয়েছে। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি এ্যাক্টিভিষ্ট রকি আলীয়ানের সঞ্চালনায় আয়োজনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সহায়তা করেছেন "ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল" এর সেক্রেটারি তরিকুল ইসলাম মিঠু। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সাতজন কৃতী অভিবাসীকে 'আউটস্ট্যন্ডিং ইমিগ্র্যান্ট এ্যাওয়ার্ড' দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।

সম্মাননা পেয়েছেন নিউইয়র্ক স্টেট সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ক্যারেন গোপ, কুইন্স কাউন্টি সারোগেটস কোর্টের বিচারক ক্যাসান্দ্রা এ. জনসন, রিয়েল এস্টেট খাতের নেতা রব চৌধুরী, নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের (এনওয়াইপিডি) ইন্সপেক্টর আদিল রানা ও ইন্সপেক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ, জ্যাকসন হাইটস ইন্ডিয়ান মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শিব দাস এবং চিকিৎসক ও কমিউনিটি নেতা ডা. মোহাম্মদ এনামুল হক। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং এবং নিউ জার্সির ফ্র্যাঙ্কলিন টাউনশিপের কাউন্সিলওম্যান শেপা উদ্দিন প্রমুখ ।

অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতায় কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং এমন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশি অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

বিশিষ্ট রিয়েলটর ও অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরীর বড়ভাই রব চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে অভিবাসী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক কর্মকাণ্ডে,বশিষ করে রাজনীতিতে, বাংলাদেশিদের আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বক্তারা আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে সবাইকে ভোট দেয়ার আহ্বান জানান। আগামী ৩ নভেম্বরের নির্বাচন সামনে রেখে কয়েকজন প্রার্থী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, কমিউনিটি নেতা, মিডিয়া কর্মী, সফল পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী নারী-পুরুষেরা তাঁদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। নিউইয়র্কের বহুজাতিক সমাজে অভিবাসীরা অর্থনীতি, জনসেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাঁদের পেশাগত সাফল্য ও কমিউনিটির প্রতি অবদান তুলে ধরার মাধ্যমে এ ধরনের আয়োজন অভিবাসীদের অর্জনকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি জোরদারে ভূমিকা রাখতে পারে।

অনুষ্ঠানে সম্মাননা প্রদানের পাশাপাশি ছিল কমিউনিটির জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উপভোগ্য নৃত্য পরিবেশন করে সকলের বাহবা কুড়িয়েছে কিশোরী লিয়ানা। নৈশভোজ পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।



নিউইয়র্ক এর বাংলাদেশ সোসাইটির প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ এর বাবা আর নেই

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক এর বাংলাদেশ সোসাইটির প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক এবং জামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ এবং বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার সহ-সাধারণ সম্পাদক আবদুল কাদির লিপুর শ্রদ্ধেয় বাবা জনাব আবদুল খালেক লালু গত শনিবার, ৩১ অক্টোবর, ভোর ৫টায় লং আইল্যান্ড জুইশ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহি.. রাজিউন) ।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৬ ছেলে, ২ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

সিলেটের বিয়ানীবাজার পৌরসভার সুপাতলা গ্রামের সন্তান এবং দীর্ঘদিন ধরে নিউইয়র্কের জামাইকায় বসবাসরত মরহুম আবদুল খালেক লালু ছিলেন একজন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ। তিনি বিয়ানীবাজার জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। এ ছাড়া তিনি নিউ ইয়র্কের বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি এবং জামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক উপদেষ্টা ছিলেন।

তিনি বাংলাদেশের বাইরে থেকেও সবসময় বিয়ানীবাজার এর সমাজের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র রিজু মোহাম্মদ-যিনি বাংলাদেশ ভিত্তিক জনপ্রিয় অনলাইন গণমাধ্যম এবি মিডিয়া গ্রুপের সিইও হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন-পিতার বিদায়ে সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন। গত শনিবার ৩১ অক্টোবর বাদ মাগরিব নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে তাঁর নামাজে জানাজার পর রবিবার ১ নভেম্বর লং আইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল কবরস্থানে দাফনের মাধ্যমে তাঁকে শেষ বিদায় জানানো হয়।

কাগজপত্র ঠিক না থাকলে গ্রিনকার্ড ও কাজের অনুমতির

১০ পৃষ্ঠার পর

পাঠানো হতো। এর মাধ্যমে আবেদনকারীকে সম্ভাব্য প্রত্যাখ্যানের কারণ জানিয়ে জবাব দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। নতুন নিয়মে এই দুই ধরনের নোটিশ পাঠানোর সুযোগ বন্ধ করা হয়নি। তবে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কাগজপত্র না থাকলে কর্মকর্তারা আর সব ক্ষেত্রে আগে নোটিশ পাঠাতে বাধ্য নন। তারা পরিস্থিতি বিবেচনা করে আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন। ফলে আবেদনকারীদের প্রথমবারেই নির্ধারিত সব কাগজপত্র ও প্রমাণ ঠিকভাবে জমা দেওয়া আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।ইউএসসিআইএসের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, আবেদনকারীদের নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের দায়িত্ব তাদেরই। কোন ধরনের আবেদনের সঙ্গে কী কী কাগজপত্র জমা দিতে হবে, তা সংশ্লিষ্ট আবেদনপত্রের নির্দেশনায় উল্লেখ থাকে। তাই আবেদন জমা দেওয়ার আগে সেই নির্দেশনা ভালোভাবে পড়া এবং প্রয়োজনীয় সব প্রমাণ যুক্ত করা জরুরি। এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়তে পারে বিভিন্ন ধরনের অভিবাসন সুবিধার আবেদনকারীদের ওপর। এর মধ্যে চাকরির মাধ্যমে অভিবাসন, পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে আবেদন, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের মেয়াদ বাড়ানো বা অবস্থানের ধরন পরিবর্তন এবং স্থায়ী বসবাসের অনুমতির মতো বিভিন্ন আবেদন থাকতে পারে। তবে কোন আবেদন কীভাবে প্রভাবিত হবে, তা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট আবেদনপ্রক্রিয়া ও তার নির্দিষ্ট নিয়মের ওপর। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অভিবাসনবিষয়ক আইনজীবী প্রতিষ্ঠানও নতুন নির্দেশনা নিয়ে আবেদনকারীদের সতর্ক করেছে। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও গবেষকবিষয়ক দপ্তর জানিয়েছে, নতুন নিয়মের কারণে এফ-১ শিক্ষার্থী, এইচ-১বি কর্মী এবং অন্যান্য কিছু শ্রেণির আবেদনকারীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রমাণ জমা দেওয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে শুধু কোনো নির্দিষ্ট ভিসার অধিকারী হলেই এই নিয়মের আওতায় আবেদন প্রত্যাখ্যাত হবে, এমন নয়। সংশ্লিষ্ট আবেদন ও তার প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

নতুন নির্দেশনাটি ৫ আগস্ট ২০২৬ থেকে কার্যকর হয়েছে। ওই দিন বা তার পরে জমা দেওয়া আবেদনের পাশাপাশি ওই তারিখে প্রক্রিয়াধীন থাকা আবেদনেও এটি প্রযোজ্য হতে পারে। তবে নির্দিষ্ট কিছু অভিবাসন সুবিধার ক্ষেত্রে আলাদা আইন বা নিয়ম থাকলে সেগুলো অনুসরণ করা হবে। আশ্রয় আবেদনের মতো কিছু প্রক্রিয়ায় আলাদা নিয়ম প্রযোজ্য হতে পারে। এদিকে, আবেদনকারী যদি অতিরিক্ত কাগজপত্র চেয়ে আরএফই বা এনওআইডি পান, তাহলে চিঠিতে উল্লেখ করা সময়সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় সব তথ্য জমা দেওয়া জরুরি। নতুন নির্দেশনায় কর্মকর্তাদের জবাব দেওয়ার সময়সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ফলে সবাইকে একই সময় দেওয়া হবে, এমন নিশ্চয়তা নেই।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হলো, আবেদন জমা দেওয়ার আগে প্রয়োজনীয় নথি, স্বাক্ষর, অনুবাদ এবং যোগ্যতার প্রমাণ ভালোভাবে যাচাই করা উচিত। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র বাদ পড়লে বা ভুল তথ্য দেওয়া হলে আবেদন প্রত্যাখ্যানের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। ব্যক্তিগত আবেদন বা জটিল পরিস্থিতির ক্ষেত্রে অভিবাসন আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ।যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন আবেদনকারীদের জন্য নতুন নিয়মের মূল বার্তা হলো-প্রথমবার আবেদন জমা দেওয়ার সময়ই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও যোগ্যতার প্রমাণ ঠিকভাবে দিতে হবে। কারণ এখন সব ক্ষেত্রে ভুল বা ঘাটতি সংশোধনের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ পাওয়া নিশ্চিত নয়।





রাস্তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ

কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ও নিউ ইয়র্ক সিটির স্যানিটেশন কমিশনারের জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ পরিদর্শন

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছরের গত আগষ্ট মাসে কুইন্স সেন্ট্রাল লাইব্রেরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত টাইল হল মিটিং-এর ফলোআপ হিসেবে কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ডস (জুনিয়র) ও নিউইয়র্ক সিটির স্যানিটেশন বিভাগের কমিশনারের গ্রেগরী এন্ডারসন গত বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) সকালে বাংলাদেশী অধ্যুষিত হিলসাইড এভিনিউ পরিদর্শন করেন। এসময় তারা রাস্তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও পর্যায়ক্রমে হিলসাইড এভিনিউতে আরো গার্বেজ ক্যান বসানো হবে বলেও জানান তারা। বুরো প্রেসিডেন্টর অফিস ও স্থানীয় কমিউনিটি বোর্ডের সদস্য সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবীর প্রেক্ষিতে কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের আমন্ত্রণে কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ও নিউইয়র্ক সিটির স্যানিটেশন বিভাগের কমিশনার বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে হিলসাইড এভিনিউতে আসেন। এসময় তারা ১৬৭ স্ট্রীট এন্ড হিলসাইড এভিনিউর কর্ণারে কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন এবং রাস্তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে প্রশাসন ও সিটির পরিকল্পনা তুলে ধরেন। পরে তারা ১৬৭ স্ট্রীট থেকে ১৬৮ স্ট্রীট পর্যন্ত হিসাইড এভিনিউ ঘুরে দেখেন এবং বরো প্রেসিডেন্ট স্থানীয় পুরনো স্টোর ফাতেমা গ্রোসারী ও মান্নান বেকারী এন্ড রেষ্টুরেন্ট পরিদর্শন করেন।





এসময় কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট অফিসের ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদেক, কমিউনিটি বোর্ড-৮ এর চেয়ারপার্সন মার্থা টেইলর, পার্ক কমিটির চেয়ার বিথিহারা ফুলটন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারন সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সাপ্তাহিক বাংগালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, ইউএনএ নিউজ এজেন্সি ও সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ ফার্সাসিস্ট সাহাব উদ্দিন, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানি, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ফিরোজ কবীর, জিল্লুর রহমান, হিমু মিয়া, সাফি আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

হিলসাইড এভিনিউতে স্যানিটেশন বিভাগের কমিশনার গ্রেগরী এন্ডারসন সাংবাদিকদের বলেন, সিটির পাঁচ বরোর সাইডওয়াকে সেনিটেশন ডিপার্টমেন্টের প্রায় ২৫ হাজার গার্বেজ ক্যান রয়েছে। এরমধ্যে ৩ হাজার ৫০০ ক্যান হারিয়ে গেছে। এই হারিয়ে যাওয়া ক্যানগুলো কে বা কারা নিয়ে গেছে, সে বিষয়ে তদন্ত চলছে। তিনি আরো জানান যে, আমরা নতুন ডিজাইনের আধুনিক বাস্কেট স্থাপন করছি। তবে সর্বত্রই এই বাস্কেট বা গার্বেজ ক্যান স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে পর্যায়ক্রমে এই কার্যক্রম চলবে এবং চলতি বছরের মধ্যেই পাঁচ বরোর নির্দিষ্ট রাস্তার সাইড ওয়াকে বাস্কেট স্থাপন করা সম্ভব হবে।

কমিশনার এন্ডারসন বলেন, আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার হচ্ছে যেসব স্পট থেকে বাস্কেট মিসিং সেখানে দ্রুত নতুন বাস্কেট স্থাপন করা। তারপর অন্যান্য স্ট্রীটেও বাস্কেট স্থাপন করা হবে। তিনি বলেন, নিয়মিত গার্বেজ পরিষ্কার করা না হলে প্রয়োজনে ৩১১ এ ফোন করে অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দেন।

বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ডস বলেন, হিলসাইড এভিনিউ ছাড়াও জ্যামাইকা এভিনিউতে গার্বেজ ক্যান অনেক বড় ইস্যু। এই রাস্তাটির দিকেও নজর দিতে হবে। এসময় কমিশনার জানান, আমরা সেখানেও কাজ করছি।

ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার হিলসাইড এভিনিউর গার্বেজ পরিস্থিতি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি কমিশনার ও বরো প্রেসিডেন্টের সামনে সংক্ষেপে তুলে ধরে বলেন, আমি হিলসাইড এভিনিউর একজন ক্ষুদে ব্যবসায়ী। বসাস করি এই এলাকাতেই। তাই এই এলাকার বিষয়টি আমার নখদর্পনে। তিনি বলেন, এই এলাকায় জনবসতি আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিপার্টমেন্ট অব সেনিটেশন এবং প্রাইভেট কোম্পানীর গার্বেজ পিকআপ-এর ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানো দরকার।

ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার অভিযোগ করে বলেন, আমরা দেখেছি অনেক নেবারহুডে সার্ভিস ভাল দেয়া হয়। কোনো কোনো নেবারহুড বঞ্চিত হয়। তিনি সকল নেবারহুড-কে সমান চোখে দেখার দাবী জানান এবং বরো প্রেসিডেন্ট ও স্যানিটেশন বিভাগের কমিশনারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। খবর ও ছবি ইউএনএ

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SHSAT Summer Add-Ons

Boost SHSAT Acceptance Chances

Year Round · 2 Days/Week

Workshop
Friday or Sunday

- Diag/CAT exam retakes (E-H)
- Advanced ELA & Math
- Top test taking strategies
- Highest admissions rate

May to October 2026

Pay-Per Class Price: $2,900
Sale Price: $1,450
ONE-TIME PRICE: $1,250 ★

2026 Summer · 4 Days/Week

Bootcamp
Tuesday to Thursday

- Diag exam retakes (A-D)
- Intensive summer weekdays
- Best for Class B students to boost Diag scores

Tues June 30 to
Thurs August 20, 2026

Pay-Per Class Price: $2,880
Sale Price: $1,516
ONE-TIME PRICE: $1,400 ★

Enroll in Both (5 Days/Week) and Get 20% OFF!

5,005+

Students placed in
Specialized High Schools.

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com



রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনক-এর নির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ১২ অক্টোবর (সোমবার) জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্টে রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনক-এরনির্বাহী পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনক এর সভাপতি মোঃ মাহবুবুর রহমান-এরসভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সোহেল-এর সঞ্চালনায় বিশ্ববাসীর কল্যাণ ও শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়।দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি মাওলানা মোঃ ফখরুল ইসলাম মাছুম।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনক-এর সম্মানিত উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা ফিরোজুল ইসলাম পাটোয়ারী, উপদেষ্টা আমিন খান জাকির, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাবেক সভাপতি ও নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সদস্য ডঃ এনামূল হক এবং সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মাহমুদা আহমেদ।









সভায় রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনক এর পক্ষ থেকে মানবিক সহায়তা প্রদান প্রসঙ্গে জানানো হয় সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সংগঠনের পক্ষ থেকেএকটি অসহায় পরিবারের কন্যরাশ বিবাহ এবং সড়কদুর্ঘটনায় গুরুতর আহতএকজন ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদানকরা হয়।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ২০২৬ সালের বার্ষিক বনভোজনের আয়-ব্যয়েরহ হিসাব উপস্থাপন ও অনুমোদন করা হয়।

সভায় ২০২৭ সালের ইফতার মাহফিল সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। এতে সহ-সভাপতি মোঃমিজানুর রহমান-কে আহ্বায়ক এবং সাংগঠনিক সম্পাদক রাজন হাসান-কে সদস্য সচিবএবং মাসুদ আলম কে সদস্যহিসেবে মনোনীত করা হয়।

সভায় দেশ ও প্রবাসে বিশেষ অবদান রাখার জন্য সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মাহমুদা আহমেদ -কে বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

সভায় একটি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল বনভোজন উপহার দেওয়ারজন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সদস্য ডঃএনামুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফিরোজুল ইসলাম পাটোয়ারী এবং উপদেষ্টা আমিন খান জাকির।

পরিশেষে, সভাপতি মোঃ মাহবুবুর রহমান নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটিকে অভিনন্দন জানান এবং ভবিষ্যতে আরও চমৎকার বনভোজনসহ মানবিক ও সামাজিক কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নিউ ইয়র্কে জামাইকা মুসলিম সেন্টার আয়োজিত তহবিল

২০ পৃষ্ঠার পর

ভবনটিকে চার তলায় উন্নীত করা হচ্ছে, যার ফলে নতুন তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় প্রায় ৫,৬৫০ বর্গফুট জায়গা যুক্ত হবে। কাজ শেষ হলে ভবনটির মোট আয়তন দাঁড়াবে প্রায় ১৫,৫০০ বর্গফুট।

উপস্থিত মুসল্লিদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় জায়গার সংকট দেখা দিয়েছে-বিশেষ করে জুমার নামাজ, রমজান মাস এবং বড় ধরনের ধর্মীয় জমায়েতের সময়। কর্মকর্তারা আশা করছেন, এই সম্প্রসারণের ফলে সেই চাপ অনেকটাই কমে আসবে। প্রকল্পটির একটি বড় অংশ হলো-দ্বিতীয় তলায় থাকা কুরআন মুখস্থকরণ (হিফজ) কর্মসূচিটিকে নতুন তৃতীয় তলায় স্থানান্তর করা। এর ফলে দ্বিতীয় তলায় প্রায় ১৮০ জন অতিরিক্ত মুসল্লির জন্য জায়গা তৈরি হবে। সম্প্রসারিত এই সুযোগ-সুবিধাগুলো কুরআন শিক্ষা, ইসলামি শিক্ষা, শিশুদের ক্লাস এবং তরুণদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচির ক্ষেত্রে আরও বেশি জায়গা নিশ্চিত করবে।

পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে ভবনের অভ্যন্তরীণ অংশের উন্নয়ন, পুরোনো ও নতুন অংশের মধ্যে উন্নত সংযোগ স্থাপন এবং বিভিন্ন তলায় যাতায়াতের জন্য লিফটের ব্যবস্থা। এই সুবিধাগুলো বয়োজ্যেষ্ঠ মুসল্লি এবং চলাফেরায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের জন্য অংশগ্রহণকে আরও সহজতর করবে।

প্রকল্পটিতে নারী, শিশু এবং তরুণ-তরুণীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আয়োজকদের প্রত্যাশা, সম্প্রসারিত এই কেন্দ্রটি প্রার্থনা, শিক্ষা, সামাজিক যোগাযোগ এবং বিভিন্ন কমিউনিটি কার্যক্রমের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে।

নির্মাণকাজ সম্পন্ন করতে প্রয়োজন অতিরিক্ত তহবিল

এই সম্প্রসারণ প্রকল্পের সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৪ মিলিয়ন ডলার, যা মূলত মুসলিম সম্প্রদায়ের অনুদানের ওপর নির্ভরশীল।

যদিও আগে সংগৃহীত তহবিল দিয়ে নির্মাণকাজ শুরু করা সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু নির্মাণসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ও নির্মাণব্যয় বেড়ে যাওয়ায় আরও অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। প্রকল্পের বাকি কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জেএমসি-র বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং নির্বাহী কমিটি একটি বিশেষ নৈশভোজের আয়োজন করেছে।

গত ১২ অক্টোবর আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জেএমসি কর্মকর্তারা প্রকল্পের অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন এবং জানান যে, নির্মাণকাজ পুরোপুরি শেষ করতে আরও প্রায় ২ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। শনিবারের নৈশভোজে প্রায় ১০ লক্ষ ডলারের অনুদান ও প্রতিশ্রুতি ঘোষণার ফলে এই প্রচারণায় নতুন গতি সঞ্চারিত হয়েছে।

জামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার জানান, অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য আরও প্রায় ১৫ লক্ষ ডলার প্রয়োজন। তিনি কমিউনিটির অংশগ্রহণ ও সমর্থনের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তিনি আরো বলেন, তহবিল সংগ্রহ ও নির্মাণকাজ যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যায়, তবে আগামী পবিত্র রমজান মাস শুরুর আগেই সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হতে পারে।

প্রায় পাঁচ দশকের কমিউনিটি সেবা

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) দীর্ঘকাল ধরে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি এবং বৃহত্তর দক্ষিণ এশীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত রয়েছে।

১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি অভিবাসী মুসলিমদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সাধারণ প্রার্থনা স্থান থেকে আজকের অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। নব্বইয়ের দশকে কমিউনিটি বর্তমান অবস্থানে একটি নতুন মসজিদ ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে 'আল-মামুর মসজিদ' ভবনটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তী সময়ে ভবনের উন্নয়ন, পার্শ্ববর্তী সম্পত্তি ক্রয় এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির পরিধি আরও বিস্তৃত হয়।

কুইন্সের জ্যামাইকায় ৮৫-৩৭ জেএমসি ওয়ে (যা ১৬৮তম স্ট্রিট নামেও পরিচিত) অবস্থিত এই কেন্দ্রে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমার জামাত, কুরআন শিক্ষা, হিফজ (কুরআন মুখস্থকরণ) কর্মসূচি, ধর্মীয় আলোচনা এবং বিভিন্ন বয়সী মানুষের জন্য শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

এর শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে আল-মামুর স্কুল, জামিয়া কুরআনিয়া একাডেমি, উইকেন্ড ইসলামিক স্কুল এবং ইকরা লাইব্রেরি।

কুরআন মুখস্থকরণের কর্মসূচিটি ২০০১ সালে শুরু হয়, যা পরবর্তীতে 'জামিয়া কুরআনিয়া একাডেমি' নামে পরিচিতি পায়। আল-মামুর স্কুল ও ইকরা লাইব্রেরি ২০০৩ সালে তাদের কার্যক্রম শুরু করে।

আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি, জেএমসি (JMC) নৈতিক শিক্ষা, তরুণদের অংশগ্রহণ এবং পরিবারগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি উত্তরাধিকার গড়ে তোলা

অনেক অভিবাসী পরিবারের কাছে নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা করা-এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া-একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মসজিদ ও ইসলামিক কেন্দ্রগুলো যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী ও বেড়ে ওঠা তরুণ-তরুণীদের নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দেয়, পাশাপাশি তাদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক বন্ধন গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

জেএমসি-এর এই সম্প্রসারণ মূলত সেই বৃহত্তর চাহিদাকে পূরণ করার লক্ষ্যেই করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন যে, উন্নত সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন এই কেন্দ্রটি ধর্মীয় শিক্ষা, সামাজিক বন্ধন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

প্রতিষ্ঠার প্রায় পাঁচ দশক পর, নতুন প্রজন্মের চাহিদা মেটাতে জামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) এখন সম্প্রসারিত হচ্ছে। মাত্র এক সন্ধ্যায় জামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) এর জন্য প্রায় ১ মিলিয়ন ডলারের অনুদান ও প্রতিশ্রুতি সংগ্রহের ঘটনাটি একটি অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে পুরো সম্প্রদায়ের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনেরই প্রতিফলন। আয়োজক ও সমর্থকদের কাছে এই প্রকল্পটি ধর্ম, শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি দীর্ঘস্থায়ী বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ইসরায়েলে নির্বাচন: প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে

৮ পৃষ্ঠার পর

হারজগ বলেন, 'তাদের খোলা মন নিয়ে আসতে (বাসভবনে) হবে। একে অপরের কথা শুনতে হবে, ভাবনা বিনিময় করতে হবে। নতুন কোনো নির্বাচনের পরিস্থিতি এড়াতে সৃজনশীল সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।'

৬০ বনাম ৪৬

ইসরায়েলি গণমাধ্যম ওয়াইনেট রোববার জানিয়েছে, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর বৈঠক বুধবার শুরু হয়ে বৃহস্পতি এমনকি শুক্রবার পর্যন্ত গড়াতে পারে। আইন অনুযায়ী, আনুষ্ঠানিক ফল প্রকাশের সাতদিনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট আলোচনার প্রক্রিয়া শেষ করে সরকার গঠনের জন্য একজনকে দায়িত্ব দেবেন। যে নেতার প্রতি অন্য আইনপ্রণেতাদের সমর্থন বা সুপারিশ বেশি থাকে সাধারণত তাঁকে সরকার গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বর্তমান হিসাব অনুযায়ী, এ দায়িত্ব পেতে পারেন আইজেনকোট। আরব দলগুলোসহ তাঁর পক্ষে ৬০টি সুপারিশ থাকার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। চেঞ্জ ব্লকের শরিক ইসরায়েল বেইতেনু সুপারিশ করলে শেষ পর্যন্ত সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়াবে ৬৭।

অন্যদিকে, লিকুদ, ওতজমা ইহুদিত, শাস ও রিলিজিয়াস জায়োনিজমের কাছে থেকে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ৪৬টি সুপারিশ পেতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইউনাইটেড তোরাহ জুডাইজমের সাতটি আসনের অবস্থান এখনো অনিশ্চিত। ফলে দলটি আলোচনা চলাকালে কোনো পক্ষের দিকে নাও যেতে পারে।

তবে সবচেয়ে বেশি সুপারিশ পেলেই স্থায়ী সরকার গঠন নিশ্চিত হয় না। দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতার পরবর্তী চ্যালেঞ্জ হবে রাজনৈতিক সমর্থনকে কার্যকর জোটে রূপ দেওয়া। যাতে পার্লামেন্টের (নেসেট) আস্থা ভোটেও জয় নিশ্চিত করা যায়।

নির্বাচনের মুখে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা

৫ পৃষ্ঠার পর

৪৬ শতাংশ এবং রিপাবলিকানরা ৩৮ শতাংশ সমর্থন পেয়েছে।

তা সত্ত্বেও, ডেমোক্র্যাটদের এই ৮ শতাংশ পয়েন্ট ব্যবধানটি এক সপ্তাহ আগে পরিচালিত রয়টার্স/ইপসোসের একটি জরিপের তুলনায় কিছুটা কম ছিল, যখন ডেমোক্র্যাটরা ১১ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল।

সাধারণ ব্যালট প্রশ্নটি সামগ্রিকভাবে একটি ধারণা দেয় যে, সারা দেশের ভোটাররা কোন দলকে কংগ্রেসে ক্ষমতায় দেখতে চান। তবে এটি রাজ্যভিত্তিক এবং জেলাভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাগুলোর সূক্ষ্ম বিষয়গুলো তুলে ধরে না, যা মূলত মার্কিন সিনেট এবং প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ নির্ধারণ করে। ট্রাম্পের রিপাবলিকান দলের সঙ্গীরা কংগ্রেসে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

উভয় দলের রাজনৈতিক কৌশলবিদরা মনে করেন, প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ অর্জনের সবচেয়ে ভালো সুযোগ ডেমোক্র্যাটদের রয়েছে, যেখানে সমস্ত ৪৩৫টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। তবে মার্কিন সিনেটে জয়ের পথ ডেমোক্র্যাটদের জন্য তুলনামূলক বেশি কঠিন, কারণ সম্প্রতি আলাস্কা ও মিশিগানে দলটিকে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে থাকতে হচ্ছে।

নির্বাচনী ব্যালটে ট্রাম্প সরাসরি না থাকলেও, নির্বাচনে তার প্রভাব রয়েছে ব্যাপক। জরিপে অংশ নেওয়া প্রায় ৩২ শতাংশ মানুষ হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের কাজের প্রশংসা করেছেন, যা এক সপ্তাহ আগের মতোই অপরিবর্তিত রয়েছে এবং দুই সপ্তাহ আগে তার রেকর্ড সর্বনিম্ন ৩১ শতাংশ সমর্থনের ঠিক ওপরেই রয়েছে।

নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ স্বতন্ত্র ভোটার জানিয়েছেন, কংগ্রেসী নির্বাচনে তাদের ভোটকে তারা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে একটি ভোট হিসেবে দেখছেন। এর বিপরীতে, মাত্র ১৩ শতাংশ ভোটার একে ট্রাম্পের পক্ষে ভোট বলে মনে করেছেন এবং ৩৩ শতাংশ ভোটার বলেছেন, প্রেসিডেন্ট তাদের ভোটিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো ফ্যাক্টরই নন।

প্রায় ৭৮ শতাংশ ভোটার জানিয়েছেন, জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় তাদের ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কোন দল এই বিষয়ে ভালো করবে-এ প্রশ্ন করা হলে, জরিপে অংশ নেওয়া ভোটাররা রিপাবলিকানদের তুলনায় ডেমোক্র্যাটদের বেশি পছন্দ করেছেন।

ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে ভোটদানের প্রতি উদ্দীপনা বেশি বলে মনে হচ্ছে, যা দলটিকে ভোটার উপস্থিতির দিক থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে রাখবে বলে তারা আশা করছে। প্রায় ৪৯ শতাংশ ডেমোক্র্যাট ভোটার জানিয়েছেন, তারা এই বছর ভোট দেওয়ার বিষয়ে "অত্যন্ত উৎসাহী", যেখানে রিপাবলিকানদের ক্ষেত্রে এই হার ৩৩ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচনে

৫ পৃষ্ঠার পর

যেভাবে লাগাম টানতে পারে, তার কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো:

ইরান যুদ্ধের লাগাম টানা

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর আগে ট্রাম্প কংগ্রেসের অনুমোদন নেননি। যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে ডেমোক্র্যাটরা বারবার প্রস্তাব এনেছে। তাদের দাবি, কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া ট্রাম্প যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবেন না। এমন একটি প্রস্তাবে কয়েকজন রিপাবলিকান সদস্যও সমর্থন দিয়েছিলেন। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন পরে তা উপেক্ষা করে।

প্রতিনিধি পরিষদ বা সিনেটের নিয়ন্ত্রণ পেলে ডেমোক্র্যাটরা প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ কমিয়ে ট্রাম্পের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এর মাধ্যমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে কংগ্রেসের অনুমোদন নিতে বাধ্য করার চেষ্টা থাকবে। এছাড়া, যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রকাশ্যে সাক্ষ্য দেওয়ার বাধ্যবাধকতাও তৈরি করতে পারে।

ইউক্রেনের জন্য নতুন সহায়তার সুযোগ

কিয়েভকে সরাসরি আর্থিক ও সামরিক সহায়তা দেওয়া অনেকটাই বন্ধ করে দিয়েছেন ট্রাম্প। অথচ এ সহায়তার পক্ষে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান-উভয় দলের আইনপ্রণেতাদের সমর্থন আছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি রুশ ডিজেলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন। দেশটির জ্বালানি খাতের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা আইনে স্বাক্ষরের কয়েক সপ্তাহ পর তা স্থগিত করেন। যা অনেক কংগ্রেস সদস্য এমনকি রিপাবলিকানদেরও ক্ষুব্ধ করেছে।

নভেম্বরে কংগ্রেসের উভয়কক্ষের নিয়ন্ত্রণ পেলে বিল উত্থাপন ও কোনটির ওপর ভোট হবে তা নির্ধারণ করতে পারবে ডেমোক্র্যাটরা। এতে ইউক্রেনের জন্য নতুন সহায়তা প্রস্তাব অনুমোদনের সুযোগ তৈরি হতে পারে। ট্রাম্প ভেটো দিলেও বিলটি প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

ট্রাম্পের অন্যান্য পদক্ষেপও বাধাগ্রস্ত করতে পারে ডেমোক্র্যাটরা। যেমন- প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটরা নিয়ন্ত্রণ পেলে পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির প্রধান হতে পারেন নিউইয়র্কের প্রতিনিধি গ্রেগরি মিকস। তিনি ইতোমধ্যে রুশ ডিজেলকে আবার বৈশ্বিক বাজারে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে ট্রাম্পের পরিকল্পনা ঠেকাতে দ্বিদলীয় একটি বিল উত্থাপন করেছেন।

ইসরায়েলে সামরিক সহায়তা বন্ধ করা

গাজা যুদ্ধের কারণে ইসরায়েলের প্রতি ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন অনেক কমে গেছে। এই যুদ্ধে ফিলিস্তিনের কয়েক হাজার বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। অধিকৃত পশ্চিম তীরে চলমান সহিংসতা এবং রিপাবলিকানদের সঙ্গে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ঘনিষ্ঠতাও একটি 'ফ্যাক্টর'।

ডেমোক্র্যাটরা ইসরায়েলকে দেওয়া সামরিক সহায়তা সীমিত বা বন্ধ করতে পারে। সবশেষ অর্থবছরে তেল আবিবকে ৩৮০ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। যা অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় বেশি।

চলতি বছরের গ্রীষ্মে প্রতিনিধি পরিষদের প্রায় অর্ধেক ডেমোক্র্যাট সদস্য ইসরায়েলকে সহায়তা বন্ধের পক্ষে ভোট দেন। ওই উদ্যোগের বিপক্ষে ভোট দেওয়া কয়েকজন আইনপ্রণেতাও এখন ইসরায়েলকে ভারী বোমার মতো অস্ত্র সরবরাহ সীমিত করার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

বৈদেশিক সহায়তা পুনর্বহাল

চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাজেট ৬৭ শতাংশ বাড়িয়ে ১ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প। এটি নজিরবিহীন বৃদ্ধি। তবে সিনেটে ডেমোক্র্যাটরা প্রস্তাবটি আটকে দেন। ইরান যুদ্ধ নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা না করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ব্যাপক কাটছাঁটের প্রতিবাদে তারা এ সিদ্ধান্ত নেন।

এছাড়া, কংগ্রেসের অনুমোদিত বৈদেশিক সহায়তার কয়েক'শ কোটি ডলার আটকে রেখেছেন বা বাতিল করেছেন ট্রাম্প। এ কাটছাঁটে অনেক ডেমোক্র্যাট সদস্য ক্ষুব্ধ। তারা বলছেন, এসব সহায়তার অর্থায়ন আবার চালুর চেষ্টা করবেন।

ইহুদি-আরব সরকার গঠনের দাবিতে

৮ পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রীর বিরোধী ইহুদি নেতৃত্বাধীন দলগুলোর বেশিরভাগই অভূতপূর্ব ১৯টি আসন পাওয়া আরব দলগুলোর সঙ্গে জোট সরকার গঠন করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। আরব দলগুলোর সহায়তা ছাড়া ইহুদি নেতৃত্বাধীন নেতানিয়াহুবিরোধী দলগুলো এককভাবে মাত্র ৪৮টি আসন পেয়েছে, যা নেতানিয়াহুর জোটের পাওয়া আসনের চেয়ে পাঁচটি কম।

আরব দলগুলোর সমর্থন অথবা 'পরিবর্তন জোট' থেকে দলত্যাগ না হলে আগামী ১০ নভেম্বর শপথ নিতে যাওয়া নতুন নেসেটে নেতানিয়াহু বা তার সিয়োনিস্ট বিরোধীদের কারও পক্ষেই সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।

সূত্র: টাইমস অফ ইসরায়েল

মহড়ায় অংশ নিতে চট্টগ্রাম বন্দরে

৫ পৃষ্ঠার পর

নৌ অঞ্চলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। এর আগে, বন্দরের প্রবেশমুখে পৌঁছালে সামরিক রীতি অনুযায়ী বাদ্যযন্ত্র পরিবেশনের মাধ্যমে জাহাজটিকে স্বাগত জানানো হয়। আগামীকাল সোমবার চট্টগ্রামের স্কুল অব মেরিটাইমে 'কারাত-২০২৬' মহড়া শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। পাঁচ দিনব্যাপী এ মহড়ায় দুই দেশের নৌ সদস্যদের মধ্যে পেশাগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি সমুদ্রপথে নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। ৫ নভেম্বর মহড়া শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। মহড়া শেষে যুদ্ধজাহাজটি বাংলাদেশ ত্যাগ করবে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ ধরনের যৌথ প্রশিক্ষণ মহড়া দুই দেশের নৌবাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, সমন্বয় ও সহযোগিতা জোরদারে ভূমিকা রাখবে। একইসঙ্গে সমুদ্রপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং নৌ সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে।

এপস্টেইন ইস্যুতে ওয়াল স্ট্রিট

৬ পৃষ্ঠার পর

করছেন বলেও মন্তব্য করেন বিচারক। ট্রাম্পের আইনি দল ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে কৃত্রিমভাবে ত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে।

জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে ট্রাম্পের সম্পর্ক নিয়ে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের একটি প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে মামলাটির সূত্রপাত। ২০২৫ সালের ১৭ জুলাই পত্রিকাটি প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৩ সালে এপস্টেইনের ৫০তম জন্মদিন উপলক্ষে তাকে দেওয়া শুভেচ্ছাবার্তার সংকলনে ট্রাম্পের নামে একটি চিঠি ছিল।

চিঠিগুলো সংগ্রহ করেছিলেন ব্রিটিশ সমাজকর্মী ঘিসলেইন ম্যাক্সওয়েল। এপস্টেইনের যৌন পাচার চক্রে জড়িত থাকার দায়ে বর্তমানে তিনি ২০ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ট্রাম্পের নামে থাকা নোটটিতে টাইপ করা কিছু লেখা ছিল। লেখাগুলো হাতে আঁকা এক নারীর অবয়বের মধ্যে বসানো হয়েছিল। চিত্রটির নিচের দিকে, নারীর শ্রোণিদেশের স্থানে ট্রাম্পের স্বাক্ষর ছিল। তবে লেখাটি, স্বাক্ষর ও চিত্রকর্মের সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততা কঠোরভাবে অস্বীকার করেছেন ট্রাম্প। পরে হাউস ওভারসাইট কমিটির মাধ্যমে জন্মদিনের চিঠিটির একটি অনুলিপি প্রকাশ করা হয়।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় প্রশাসনের সময় এপস্টেইন-সংক্রান্ত নথিপত্র প্রকাশ না করা নিয়ে সমালোচনা চলছিল। স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও সরকার এসব নথি গোপন রেখেছে বলে অভিযোগ ওঠে। এ সময় ট্রাম্প ও এপস্টেইনের সম্পর্কের প্রকৃতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সমালোচকেরা। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁদের একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল। এপস্টেইনের সঙ্গে রাজনীতি, শিক্ষাঙ্গন ও ব্যবসায়িক জগতের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের যোগাযোগ ছিল।

২০২৫ সালে ট্রাম্প দাবি করেন, এপস্টেইন তার মার-এ-লাগো রিসোর্ট থেকে নারী কর্মীদের নিয়ে যাওয়ার পর তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

২০০৮ সালে ফ্লোরিডায় এক নাবালিকাকে যৌনকর্মে প্ররোচিত করার দায়ে এপস্টেইন দোষী সাব্যস্ত হন। এ অপরাধে তাঁকে ১৩ মাস কারাভোগ করতে হয়। ২০১৯ সালে যৌন পাচারের গুরুতর ফেডারেল অভিযোগে গ্রেপ্তার হন তিনি। তবে বিচারের আগেই নিউইয়র্ক সিটির কারাগারে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে তাঁর মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে ঘোষণা করা হয়। আইনজীবীদের মতে, এপস্টেইনের শিকার হওয়া মানুষের সংখ্যা কয়েকশ হতে পারে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন প্রকাশের পর ট্রাম্প সেটিকে 'মিথ্যা, বিদ্বেষপূর্ণ ও মানহানিকর' বলে অভিহিত করেন। ২০২৫ সালের ১৮ জুলাই মায়ামির ফেডারেল আদালতে করা মামলায় তিনি অভিযোগ করেন, পত্রিকাটি জেনেশুনে ও বেপরোয়াভাবে একাধিক মিথ্যা, মানহানিকর ও অবমাননাকর বক্তব্য প্রকাশ করেছে। এতে তাঁর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে এবং সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত দুই সাংবাদিককেও মামলায় বিবাদী করা হয়।

এর আগে চলতি বছরের এপ্রিলে বিচারক গেইলস মামলাটি খারিজ করে দিয়েছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, প্রতিবেদনটি 'প্রকৃত বিদ্বেষ' থেকে তৈরি করা হয়েছিল, তা প্রমাণ করতে পারেননি ট্রাম্প। তবে অভিযোগ সংশোধন করে পুনরায় মামলা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। মে মাসে সংশোধিত অভিযোগ জমা দেন ট্রাম্প।

সংশোধিত মামলায় ট্রাম্পের অভিযোগ ছিল, সাংবাদিকরা চিঠিটি কীভাবে পেয়েছেন এবং কীভাবে এর সত্যতা যাচাই করেছেন, সে বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য প্রকাশ না করে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে।

শনিবারের রায়ে মামলাটি 'উইথ প্রেজুডিস' বা চূড়ান্তভাবে খারিজ করেছেন বিচারক। এর অর্থ, একই অভিযোগে ট্রাম্প আর নতুন করে এ মামলা করতে পারবেন না।

এদিকে বিবিসি ও দ্য নিউইয়র্ক টাইমসসহ অন্যান্য গণমাধ্যমের বিরুদ্ধেও ট্রাম্পের করা মানহানির মামলা চলমান রয়েছে।

ডেমোক্র্যাটরা জিতলে কংগ্রেস ছাড়াই

৫ পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্প কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই নিতে পারবেন।

আইনের মধ্যে থেকে ট্রাম্প এককভাবে কী করতে পারেন, নিজের ক্ষমতার সীমা কতটা বাড়াতে পারেন এবং আদালতে নিজের সিদ্ধান্তের বিষয়ে কীভাবে সমর্থন তুলে ধরবেন- সেগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ কাজ করছেন হোয়াইট হাউসের কাউন্সেল উইল শার্ফ ও তাঁর দল।

যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচন ৩ নভেম্বর। এর মাধ্যমে ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ পেলে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু, আইন প্রণয়ন আটকে দেওয়া এবং ব্যয়ের অগ্রাধিকার সীমিত করার ক্ষমতা পাবেন। তবে বাণিজ্য, পররাষ্ট্রনীতি ও ফেডারেল সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোর ওপর ট্রাম্পের নির্বাহী ক্ষমতা বহাল থাকবে। দ্বিতীয় মেয়াদে ইতোমধ্যে তিনি এসব ক্ষমতার আগ্রাসী ব্যবহার করেছেন।

রিপাবলিকানদের বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভাঙতে হলে প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট- দুই কক্ষেই ডেমোক্র্যাটদের নিট চারটি করে আসন বাড়াতে হবে। বর্তমানে প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকানদের আসন ২১৮, ডেমোক্র্যাটদের ২১৪টি। সিনেটে দুই দলের আসনসংখ্যা যথাক্রমে ৫৩ ও ৪৭। জনমত জরিপে নিম্নকক্ষে ডেমোক্র্যাটদের জয়ের সম্ভাবনা বেশি দেখা যাচ্ছে। তবে উচ্চকক্ষের লড়াই এখনো হাড্ডাহাড্ডি।

কংগ্রেসে রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে গত এক মাসে দেশজুড়ে বিভিন্ন সমাবেশ করেছেন ট্রাম্প। একই সময় তাঁর সহযোগীরা ২০২৭ সালের সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় গোপনে প্রস্তুতি নিয়েছেন। হোয়াইট হাউস ক্ষমতাসীন দলের সম্ভাব্য পরাজয়ের বিষয়টি নাকচ করে দিয়ে উল্টো গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে মিথ্যা বয়ান ছড়ানোর অভিযোগ তুলেছে।

নির্বাহী ক্ষমতা দিয়ে ট্রাম্প সম্ভাব্য আর কী পদক্ষেপ নিতে পারেন- সে সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন হোয়াইট হাউসের সূত্ররা। তাদের মধ্যে একজন বলেন, পদক্ষেপগুলোর মধ্যে আছে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও উইন্ড টারবাইন আমদানিতে শুল্ক আরোপ, বিদেশি শিক্ষার্থী ও অস্থায়ী কর্মীদের ভিসার নিয়ম কঠোর করা এবং আবাসন ও নির্মাণ ব্যয় কমানো।

পরিকল্পনার বিষয়ে অবগত এক ব্যক্তি জানান, ফেডারেল সরকারের বিভিন্ন সংস্থা কিছু প্রস্তাব জমা দিয়েছে। সেগুলো প্রশাসন এককভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবে। এসব প্রস্তাবের আইনি দিকও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

হোয়াইট হাউসের ওই কর্মকর্তা জানান, এসব প্রস্তুতি সম্পর্কে ট্রাম্পকে অবহিত করা হয়েছে। এ নিয়ে আলোচনাতেও তিনি অংশ নিয়েছেন।

ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ পেলে ট্রাম্প সরকার পরিচালনায় কতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন? এমন প্রশ্নের জবাবে পরিকল্পনার বিষয়ে অবগত একজন বলেন, 'খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন।'

বছরে এক লাখ কর্মী নেওয়ার সম্মতি

১৫ পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রণালয়। জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রেস সেক্রেটারি কিতামুরা তোশিহিরো বৃহস্পতিবার এক এক্স পোস্টে বলেন, বাংলাদেশ থেকে বছরে এক লাখ কর্মী নেওয়ার ওই খবর ভিত্তিহীন। ২৭ অক্টোবর বাংলাদেশ ও জাপানের প্রধানমন্ত্রীর শীর্ষ বৈঠকেও এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত দুই দেশের শীর্ষ বৈঠকের বিবরণ দেখার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

জাপানের এই বক্তব্য এমন সময়ে এল, যখন দেশটিতে বছরে এক লাখ কর্মী পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি টেলিভিশনের প্রতিবেদনে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, জাপানের শ্রমবাজারের চাহিদা কাজে লাগিয়ে দেশটিতে বছরে এক লাখ কর্মী পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছে বাংলাদেশ। এ ক্ষেত্রে কারিগরি প্রশিক্ষণার্থী, নির্দিষ্ট দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী এবং বিভিন্ন খাতের পেশাজীবীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কর্মী পাঠানোর পরিকল্পনা এবং জাপান সরকারের নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মী নেওয়ার বিষয়ে সম্মতি দেওয়া এক বিষয় নয়, জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্যে সেটাই স্পষ্ট হয়েছে।

জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে ২৭ অক্টোবরের শীর্ষ বৈঠকের যে বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে দুই দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বিনিয়োগ, আঞ্চলিক যোগাযোগ ও নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনার কথা বলা হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশ থেকে এক লাখ কর্মী নেওয়ার কোনো সিদ্ধান্তের কথা নেই। ওই বিবরণে বলা হয়েছে, জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশে জাপানি বেসরকারি খাতের এক ট্রিলিয়ন ইয়েন বিনিয়োগের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন। এর মাধ্যমে দুই লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রত্যাশার কথা বলা হয়েছে সেখানে।

বাংলাদেশ থেকে বর্তমানে 'স্পেসিফায়েড স্কিলড ওয়ার্কার' (এসএসডব্লিউ) বা নির্দিষ্ট দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী এবং 'টেকনিক্যাল ইন্টার্ন' হিসেবে জাপানে লোক যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

৬২৭ থেকে ১২,৫০০ টাকা, চার

৯ পৃষ্ঠার পর

মজুরি বাড়িয়ে ৯৩০ টাকা করা হয়। এরপর ২০০৬ সালে মজুরি পুনর্নির্ধারণ করা হলে সাতটি গ্রেডের কাঠামোতে সর্বনিম্ন গ্রেডের মজুরি দাঁড়ায় ১ হাজার ৬৬২ টাকা ৫০ পয়সা। সে সময় সর্বোচ্চ গ্রেডের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয়েছিল ৫ হাজার ১৪০ টাকা।

২০১০ সালের সংশোধনে সর্বনিম্ন গ্রেডের মজুরি বাড়িয়ে ৩ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ গ্রেডের মজুরি ৯ হাজার ৩০০ টাকায় উন্নীত করা হয়। ২০১৩ সালের মজুরি পর্যালোচনায় এই হারগুলো বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫ হাজার ৩০০ টাকা ও ১৩ হাজার টাকা।

২০১৮ সালের মজুরি কাঠামোতে সর্বনিম্ন মজুরি ৮ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ গ্রেডের ন্যূনতম মজুরি ১৭ হাজার ৫১০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। তবে গ্রেডভিত্তিক মজুরির বৈষম্য নিয়ে শ্রমিকদের প্রতিবাদের মুখে ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার কয়েকটি গ্রেডের মজুরি সংশোধন করে। এতে সর্বোচ্চ গ্রেডের মজুরি বেড়ে দাঁড়ায় ১৮ হাজার ২৫৭ টাকায়; তবে সর্বনিম্ন গ্রেডের মজুরি ৮ হাজার টাকাই অপরিবর্তিত থাকে।

সর্বশেষ ২০২৩ সালে মজুরি কাঠামো সংশোধন করা হয়, যা ওই বছরের ১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়। এতে সর্বনিম্ন গ্রেডের মজুরি ৮ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২ হাজার ৫০০ টাকা করা হয়। পাশাপাশি গ্রেডের সংখ্যা সাতটি থেকে কমিয়ে চারটিতে নামিয়ে আনা হয়। নতুন এই কাঠামোতে সর্বোচ্চ গ্রেডের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয় ১৫ হাজার ৩৫ টাকা।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৮৪ সালের প্রথম গেজেটের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রবেশনারি পর্যায়ের ন্যূনতম মজুরি প্রায় ২০ গুণ বেড়েছে। তবে এতে মূল্যস্ফীতি কিংবা শ্রমিকদের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তনকে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।

পোশাক খাতে পূর্ববর্তী সাতটি মজুরি নির্ধারণী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল যথাক্রমে ১৯৮৪, ১৯৯৪, ২০০৬, ২০১০, ২০১৩, ২০১৮ এবং ২০২৩ সালে।

নতুন গঠিত এই বোর্ডকে শ্রমিকদের দাবি ও জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের পাশাপাশি পোশাক খাতের বাড়তি শ্রমব্যয় বহন করার সক্ষমতার বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হবে। দেশের প্রধান রপ্তানি আয়ের এই খাতে নিয়োজিত লাখ লাখ শ্রমিকের জন্য পরবর্তী ন্যূনতম মজুরি কাঠামো কেমন হবে, তা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হবে এই বোর্ডের সুপারিশের ওপরই। সংবাদ সুত্র দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রচারে ট্রাম্প-

৬ পৃষ্ঠার পর

নির্ধারিত হবে। এ সময় আটলান্টায় সমাহিত নাগরিক অধিকার আন্দোলনের নেতা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের স্বপ্নের কথা স্মরণ করেন তিনি।

ওবামা বলেন, 'আমাদের সামনে এখন যেসব সিদ্ধান্ত রয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে নৈতিকতারও সম্পর্ক আছে। মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা ও অন্যকে ভয় দেখানো যদি দেশের শীর্ষ পর্যায়ের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, আর অর্থই যদি মানুষের মূল্য বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হয়, তাহলে ভেঙে পড়া ব্যবস্থা ঠিক করা বা অর্থনীতিতে ন্যায্যতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।'

রয়টার্সের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয় ও ইরান যুদ্ধ নিয়ে মার্কিনিদের অসন্তোষ বাড়ায় ট্রাম্পের জনসমর্থন প্রায় রেকর্ড সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে। তবে রিপাবলিকান পার্টিতে এখনো গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে তার। দলের ভোটারদের আরও বেশি সংখ্যায় ভোটকেন্দ্রে আনতে জোর প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

আমেরিকানদের ঢল নেমেছে কানাডার

৮ পৃষ্ঠার পর

সুযোগ এনে দিয়েছে। আর এই পরিবর্তনের পেছনে আছে ইতিহাস, অর্থনীতি ও সীমান্তপারের মানবিক সম্পর্কের এক ব্যতিক্রমী গল্প।

উইন্ডসরের পশ্চিম প্রান্তের স্যান্ডউইচ টাউনের ইতিহাস দুই শতাব্দীরও বেশি পুরোনো। ১৭৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই জনপদ উত্তর আমেরিকার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। যুক্তরাষ্ট্রে দাসত্বের শিকার বহু মানুষ একসময় নিরাপদ জীবনের আশায় সীমান্ত পেরিয়ে কানাডায় আসতেন। আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোডের একটি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য ছিল এই এলাকা। তাই স্বাধীনতার সন্ধানে আসা মানুষদের আশ্রয় দেওয়ার ঐতিহ্যও স্যান্ডউইচ টাউনের ইতিহাসের অংশ।

একসময় যে জনপদ স্বাধীনতার আশায় সীমান্ত পেরিয়ে আসা মানুষের সাক্ষী ছিল, আজ সেখানে নতুন দৃশ্য। এখন আমেরিকানরা আসছেন বেড়াতে, সময় কাটাতে এবং কানাডীয় প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করতে।

নতুন সেতুর উদ্বোধনের দিনের অভিজ্ঞতা এখনও ভুলতে পারেননি ৭৪ বছর বয়সী অবসরপ্রাপ্ত অন্টারিও হাইড্রো কর্মী জিম ম্যাককেলার। কানাডার ম্যাপল পাতার প্রতীক আঁকা পোশাক পরে তিনি সাইকেল চালিয়ে সেতু পার হয়েছিলেন। বিপরীত দিক থেকে আসা আমেরিকান সাইকেল আরোহীদের কেউ ছবি তুলছিলেন, কেউ হাত মেলাচ্ছিলেন, কেউ আবার কানাডাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন। তাঁর বর্ণনায়, সেদিন দুই দেশের মানুষের মধ্যে যেন এক উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। সীমান্তের রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেও সাধারণ মানুষের এমন আন্তরিকতা ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সেতুটি চালুর পরের পরিসংখ্যানও উল্লেখযোগ্য। উইন্ডসর-ডেট্রয়েট ব্রিজ অথরিটির হিসাবে, আগস্ট থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ সেতুর বিনা টোলের হাঁটা ও সাইকেল চলাচলের পথ ব্যবহার করেছেন। একই সময়ে প্রায় ছয় লাখ যানবাহন সেতু অতিক্রম করেছে। এতে বোঝা যায়, নতুন এই যোগাযোগব্যবস্থা শুধু যাতায়াত সহজ করেনি, স্থানীয় অর্থনীতিতেও সরাসরি প্রভাব ফেলেছে।

স্যান্ডউইচ টাউনের বর্তমান পরিবর্তন বুঝতে হলে এর দীর্ঘ অবহেলার কথাও মনে রাখতে হয়। একসময় এলাকার বহু বাড়ি ও দোকান জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে ছিল। তবে গর্ডি হাও সেতু প্রকল্পের সঙ্গে সড়ক, ফুটপাত, সাইকেলপথ ও আশপাশের উন্নয়নকাজ শুরু হওয়ার পর এলাকায় নতুন বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক আগ্রহ বাড়তে থাকে।

নতুন সড়ক ও আন্তর্জাতিক সেতুর সুবিধা কাজে লাগিয়ে এখন স্যান্ডউইচ টাউনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠার আগ্রহ বাড়ছে। স্থানীয় ব্যবসায়িক উন্নয়ন সংস্থার প্রধান স্টিফেন হারগ্রিভসের কাছে অন্তত ৩৫টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের আগ্রহের তথ্য রয়েছে। কিন্তু নতুন ব্যবসা চালুর মতো খালি দোকানঘর নেই বললেই চলে। সপ্তাহান্তে সাইকেল আরোহীদের ভিড় দেখে তাঁর কখনো কখনো এলাকাটিকে আমস্টারডামের ব্যস্ত সাইকেলপথের কথা মনে হয়।

সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছেন স্থানীয় রেস্তোরাঁ, পানশালা ও ছোট ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মালিকেরা। স্যান্ডউইচ ব্রুইং কোম্পানির মালিক নিকোল সেকেলা এবং তাঁর পাশের রক বটম বার ও রেস্তোরাঁর ব্যবসায়ও সেই পরিবর্তন স্পষ্ট। বাড়তি ক্রেতার চাপ সামলাতে তাঁকে ছয়জন নতুন কর্মী নিতে হয়েছে। আগস্টের কোনো কোনো দিনে তাঁর বিক্রি প্রায় তিন গুণ পর্যন্ত বেড়েছে।

আমেরিকান দর্শনার্থীরা সেতু পার হয়ে এসে কানাডীয় খাবারের স্বাদ নিচ্ছেন, স্থানীয় পানীয় কিনছেন, রেস্তোরাঁয় সময় কাটাচ্ছেন। কেউ শুধু সাইকেল ভ্রমণের আনন্দ নিতে আসছেন, কেউ ঐতিহাসিক এলাকা ঘুরে দেখছেন। আবার অনেকের কাছে এই যাত্রার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তাঁরা দুই দেশের মানুষের বন্ধুত্বকে রাজনৈতিক বিরোধের ঊর্ধ্বে রাখতে চান।

মিশিগানের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ভিন্স লাক্রোয়া তাঁর পুরোনো এমজি কনভার্টিবল গাড়ি নিয়ে নতুন সেতু পার হয়ে স্যান্ডউইচ টাউনে এসেছিলেন। গাড়িতে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা লাগানো ছিল। তাঁর কাছে প্রায় এক শতাব্দী পর এ অঞ্চলে নতুন আন্তর্জাতিক সেতু চালু হওয়া দুই দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের জন্য আশাব্যঞ্জক ঘটনা।

তবে আমেরিকানদের আগমনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিছু অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতাও। স্যান্ডউইচ টাউনের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, অনেক মার্কিন দর্শনার্থী কেনাকাটা কিংবা খাবারের অর্ডার দেওয়ার পাশাপাশি কানাডীয়দের কাছে ক্ষমা চাইছেন। তাঁদের এই ক্ষমা প্রার্থনা কোনো ব্যক্তিগত ঘটনার জন্য নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কানাডার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির কারণে।

ডেট্রয়েটের উত্তরের একটি শহর থেকে আসা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা জুলি ব্রেনান এবং তাঁর বোন সারাহ নিয়মিত সাইকেল চালিয়ে নতুন সেতু পার হচ্ছেন। সারাহ ইতিমধ্যে চারবার এবং জুলি পাঁচবার এই পথ ব্যবহার করেছেন। স্যান্ডউইচ টাউনের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, ঐতিহাসিক স্থাপনা এবং স্থানীয় রেস্তোরাঁ তাঁদের আকৃষ্ট করেছে।

জুলি জানিয়েছেন, প্রায় ৩০ বছর তিনি কানাডায় আসেননি। নতুন সেতু তাঁকে আবার প্রতিবেশী দেশে আসার সুযোগ করে দিয়েছে। কানাডার প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা জানিয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বের সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, বর্তমান মার্কিন নেতৃত্ব বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা তৈরি করছে। এই পরিস্থিতির জন্যই তিনি কানাডীয়দের কাছে ক্ষমা জানাতে চান।

নিকোল সেকেলার অভিজ্ঞতাও একই ধরনের। গত তিন মাসে তাঁর রেস্তোরাঁয় আসা অনেক মার্কিন নাগরিক বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি তাঁদের জানিয়েছেন, ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন নেই। কানাডায় এসে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সমর্থন করাটাই তাঁর কাছে যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয়।

এই কথোপকথনগুলো কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে। দুই দেশের সরকারের মধ্যে শুল্ক, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক নীতির বিরোধ থাকলেও সাধারণ মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ পুরোপুরি সেই বিরোধের ওপর নির্ভরশীল নয়। সীমান্তের দুই পাশের মানুষের মধ্যে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, ব্যবসায়িক সম্পর্ক ও সামাজিক যোগাযোগ দীর্ঘদিনের।

গর্ডি হাও আন্তর্জাতিক সেতুর উদ্বোধন ঘিরেও দুই দেশের রাজনৈতিক টানাপোড়েন দেখা গেলেও এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক বড়। প্রায় ৪৭০ কোটি ডলার ব্যয়ে নির্মিত ছয় লেনের এই সেতু অন্টারিওর হাইওয়ে ৪০১-এর সঙ্গে মিশিগানের ইন্টারস্টেট ৭৫-কে সরাসরি যুক্ত করেছে। ফলে এটি শুধু স্থানীয় পর্যটন নয়, উত্তর আমেরিকার পণ্য পরিবহন ও সীমান্তবর্তী বাণিজ্যেও নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। তথ্যসূত্র: ঞড়ৎড়হঃড় ঝঃধৎ; জবঁঃবৎৎ, ঈইঈ ঘবংি

ছবি: অও দিয়ে তৈরি প্রতীকী চিত্র। বাস্তব কোনো ব্যক্তি বা ঘটনার আলোকচিত্র নয়।

নজরুল ইসলাম মিন্টো টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক।

শান্তিতে নোবেল না পেয়ে ট্রাম্পের

৫ পৃষ্ঠার পর

ঘটনার শুরু যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান স্টেটের পোর্ট হিউরনে ট্রাম্পের এক নির্বাচনী সমাবেশে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে গত রোববারের (২৫ অক্টোবর) ওই সমাবেশে নরওয়ে থেকে অভিবাসী নিতে চান না বলে জানান তিনি। কারণ হিসেবে বলেন, তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি।

ট্রাম্পের ভাষায়, 'আমি নোবেল পুরস্কার পাইনি। তাই নরওয়ে থেকে কাউকে চাই না।' এরপর ক্ষোভের মাত্রা আরও বাড়িয়ে তিনি বলেন, 'সত্যি বলতে, নরওয়ে এখন একটি শিটহাউস কান্ট্রিতে পরিণত হয়েছে।'

দ্য গার্ডিয়ান ও এপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, নোবেল শান্তি পুরস্কার না পাওয়ার ক্ষোভ থেকেই নরওয়েকে নিয়ে এমন মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। এ বছর নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার মানবাধিকারকর্মী ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সাবেক বিচারক নাভি পিল্লাই। এই সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে এর আগে নরওয়েকে দায়ী করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

অথচ নোবেল শান্তি পুরস্কার নরওয়ে সরকার দেয় না। পুরস্কারটি দেয় দেশটির পার্লামেন্ট মনোনীত একটি স্বাধীন নোবেল কমিটি। দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসপেন বার্থ এইডে ট্রাম্পকে বিষয়টি বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন। তার ভাষ্য, ট্রাম্প বিষয়টি ভালোভাবেই জানেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কটাক্ষকে প্রচারের সুযোগ হিসেবে নিলো নরওয়ে

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মন্তব্যের পর ভিজিট নরওয়ে তাদের ওয়েবসাইটে 'বিশ্বের সেরা শৌচাগার' শিরোনামে একটি বিশেষ আয়োজন প্রকাশ করে। সেখানে দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলের দৃষ্টিনন্দন গণশৌচাগারের ছবি ও ভিডিও তুলে ধরা হয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারটি তুলে ধরে সংস্থাটি লিখেছে, 'আমরা "শিটহাউস কান্ট্রি" নিয়ে কিছু কথাবার্তা শুনেছি। কী আর বলব, আমাদের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন শৌচাগারগুলোর কয়েকটি রয়েছে।'

একটি প্রচারবার্তায় আরও বলা হয়েছে, 'মেক শিটহাউস গ্রেট এগেইন! এসব শৌচাগার ঘুরে দেখার মতো–আপনার সত্যিই প্রয়োজন হোক কিংবা না হোক।'

দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নরওয়ের নির্ধারিত ১৮টি প্রাকৃতিক পর্যটনপথে স্থপতি, শিল্পী ও নকশাবিদদের দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ব্যতিক্রমী সব গণশৌচাগার। এসব স্থাপনার কয়েকটি ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক স্থাপত্য পুরস্কারও পেয়েছে।

শৌচাগারগুলোর অবস্থানও বেশ চমকপ্রদ। কোথাও সামনে বিশাল ফিয়র্ড বা সমুদ্রখাত, কোথাও পাহাড়ি নদী ও জলপ্রপাত, আবার কোথাও চোখজুড়ানো প্রাকৃতিক দৃশ্য। প্রায় ২ হাজার ২৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ এসব পর্যটনপথে রয়েছে স্থাপত্যের নানা ধরনের নিদর্শন।

এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত স্টেগাস্টেইন ভিউপয়েন্টের শৌচাগার। পশ্চিম নরওয়ের সোগনেফিয়র্ড অঞ্চলে পাহাড়ের খাদের কিনারায় তৈরি এই স্থাপনা থেকে দেখা যায় আউরল্যান্ডসফিয়র্ডের বিস্তৃত দৃশ্য।

শৌচাগারটির বড় কালো কাচের জানালা দিয়ে ভেতরে বসেই বাইরের প্রকৃতি দেখা যায়। তবে বাইরে থেকে ভেতরের কাউকে দেখা যায় না। নকশা ও স্থাপত্যবিষয়ক সাময়িকী ডিজাইনকিউরিয়ালের ২০১৫ সালের তালিকায় এটি বিশ্বের সেরা ১০টি গণশৌচাগারের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েছিল বলে জানিয়েছে এপি।

এ ছাড়া, হেলগেল্যান্ড উপকূলে ঢেউয়ের আদলে তৈরি উরেডপ্লাসেনের শৌচাগারটিও বেশ বিখ্যাত। দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রকাশনায় এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে মনোরম শৌচাগারগুলোর একটি বলা হয়েছে। প্রচারে রয়েছে সোগনেফিয়র্ড অঞ্চলের সৌরবিদ্যুৎচালিত আধুনিক শৌচাগার, টুঙ্গেনেসেটের নর্দার্ন লাইটস বা মেরুজ্যোতির নিচে ছবি তোলার উপযোগী স্থাপনা এবং সেনজা দ্বীপের ত্রিভুজাকৃতির বিখ্যাত 'গোল্ডেন টয়লেট'।

২০১৪ সালে নির্মিত সেনজার এই সোনালি শৌচাগারটি পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় বিরতিস্থলে পরিণত হয়েছে বলে জানিয়েছে এপি।

বিশ্বের এখন একটু হাসির প্রয়োজন'

নরওয়ের এই পাল্টা প্রচার নিয়ে দেশটির ভেতরেও বেশ আলোচনা হচ্ছে। বার্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অলংকারশাস্ত্রের অধ্যাপক ইয়েন্স কিয়েলডসেন মনে করেন, এই পরিস্থিতিতে ভিজিট নরওয়ের প্রতিক্রিয়া যথার্থ হয়েছে।

দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নরওয়ের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম এনআরকেকে কিয়েলডসেন বলেন, 'এটা অনেকটা কিন্ডারগার্টেনের দাপুটে শিশুর মতো। আপনি যদি খুব বেশি সিরিয়াস হয়ে যান, তাহলে সেই দাপুটে শিশুটিই জিতে যায়।' ভিজিট নরওয়ের জ্যেষ্ঠ পরামর্শক এভজেনিয়া এগোরোভাও জানিয়েছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের এই প্রচারের প্রতিক্রিয়া ছিল ব্যাপক। এনআরকেকে তিনি বলেন, 'বিশ্বের এখন একটু হাসির প্রয়োজন। আমরা ভেবেছি, এর জবাব দিই সদয় আচরণ আর সামান্য রসিকতা দিয়ে।' অন্যদিকে, এপিকে এগোরোভা জানিয়েছেন, কয়েক বছর আগে বিশ্ব শৌচাগার দিবস উপলক্ষে একই ধরনের কিছু প্রচারসামগ্রী তৈরি করেছিল তাদের দল। এবার ট্রাম্পের মন্তব্যের পর সেগুলো নতুন করে ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে তারা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারটি ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে। এপি জানায়, ভিজিট নরওয়ে ভবিষ্যতে আরও আকর্ষণীয় শৌচাগার তৈরির পরিকল্পনা করছে। এর মধ্যে ৬০টির বেশি গাছের শুকনো কাঠ ব্যবহার করে বনভিত্তিক নকশার একটি শৌচাগারও রয়েছে। নতুন স্থাপনাটির প্রচারে সংস্থাটি লিখেছে, 'জীবনের সেরা বিরতির জন্য প্রস্তুত হন।'

ট্রাম্পের সঙ্গে সোনালি শৌচাগারের যোগসূত্র

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে শৌচাগার নিয়ে বিতর্কের ইতিহাসও কম নয়। ফোর্বস ও এপির প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, চলতি বছরের শুরুর দিকে ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল মলে একটি শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিবাদ হিসেবে সোনালি রঙের একটি শৌচাগার স্থাপন করেছিল। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হোয়াইট হাউস সংস্কারকাজের প্রতিবাদে ওই শিল্পকর্ম স্থাপন করা হয়।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদেও এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল। হোয়াইট হাউসের ব্যক্তিগত আবাসিক অংশে প্রদর্শনের জন্য নিউইয়র্কের গুগেনহাইম জাদুঘর থেকে ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের একটি চিত্রকর্ম ধার চেয়েছিল হোয়াইট হাউস। কিন্তু জাদুঘরের প্রধান কিউরেটর উল্টো ১৮ ক্যারেট সোনার তৈরি একটি কার্যকর শৌচাগার ধার দেওয়ার প্রস্তাব দেন।

১৩ বছর বয়সী কন্যাশিশুকে ধর্ষণের

৮ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাজ্যে অপরাধ প্রতিরোধে কাজ করা স্বতন্ত্র দাতব্য সংস্থা 'ক্রাইমস্টপার্স'-এর আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক অ্যালেক্সা লুকাস বলেন, এই অপরাধীদের খুঁজে বের করা তদন্তকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য অত্যন্ত জরুরি। তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে-এই আশ্বাস দিয়ে তিনি ছোট-বড় যেকোনো তথ্য থাকলে তা জানানোর তাগিদ দেন।

সংস্থাটি অপরাধীদের গ্রেফতার ও সাজা নিশ্চিতে ভূমিকা রাখতে পারে-এমন যেকোনো তথ্যের জন্য সর্বোচ্চ ১০ হাজার পাউন্ড পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছে।

GLOBAL MULTI SERVICES, INC

INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS





অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

তারেক হাসান খান, সিইও

37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM



Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!



Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry



- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center



(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

চাওয়া হয়েছিল ১০ বিলিয়ন ডলার,

৯ পৃষ্ঠার পর

খাতের সুরক্ষা জাল শক্তিশালী করা, আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর তদারকি সক্ষমতা বাড়ানো এবং ব্যাংক খাতের পুনর্গঠনে সহায়তা করা।

চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, উত্তোলিত ঋণের স্থিতির ওপর বার্ষিক ১ দশমিক ৫ শতাংশ সুদ দিতে হবে। এ ছাড়া অনুত্তোলিত অর্থের ওপর বার্ষিক সর্বোচ্চ শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশ হারে কমিটমেন্ট ফি প্রযোজ্য হবে।

ইআরডির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, চলতি অর্থবছরসহ দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশকে এ প্রতিশ্রুতি ফি থেকে অব্যাহতি দিয়ে আসছে বিশ্বব্যাংক।

ঋণটির পরিশোধের মেয়াদ ২৫ বছর। এর মধ্যে পাঁচ বছর গ্রেস পিরিয়ড বা ঋণ পরিশোধে রেয়াতি সময় রয়েছে।

ইআরডি জানায়, বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের বৃহত্তম বহুপক্ষীয় উন্নয়ন সহযোগী। সংস্থাটির অর্থায়ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জ্বালানি খাতের অগ্রগতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সর্বশেষ এ অর্থায়ন চুক্তি দেশের আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালী করতে বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের চলমান সহযোগিতারই প্রতিফলন।

অবশ্য এর আগে মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) থাইল্যান্ডের ব্যাংককে বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (এমডি) সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে

অর্থমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী জানিয়েছেন, বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে অতিরিক্ত ১০ বিলিয়ন আমেরিকান ডলারের ঋণসহায়তা পাওয়ার বিষয়ে আলোচনা চলছে। এ বিষয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। আলোচনা ও পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে আরও কয়েক মাস সময় লাগতে পারে।

জুলাই-সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের

৯ পৃষ্ঠার পর

বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) সর্বোচ্চ ১৯৬ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে। এরপর এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ১১৮ মিলিয়ন ডলার এবং ভারত ১০৫ মিলিয়ন ডলার ছাড় করেছে বলে ইআরডি জানিয়েছে।

তবে, জুলাই-সেপ্টেম্বরে ঋণ পরিশোধের পরিমাণ আগের বছরের তুলনায় ৫ দশমিক ৬ শতাংশ বেড়ে ১ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

ইআরডির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মোট বৈদেশিক অর্থায়ন হয়েছিল ৮ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের ৮ দশমিক ৫৭ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে কম।

একই মেয়াদে ৪ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন ডলার ঋণ শোধ করা হয়েছিল, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১১ শতাংশ বেশি ছিল।

অর্থনৈতিক গতিমন্থরতা, ভ্যাট

৯ পৃষ্ঠার পর

অন্যতম প্রধান নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত মূল্য সংযোজন কর (মূসক/ভ্যাট) আদায়ে রেকর্ড ১৬ শতাংশ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে। এনবিআরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এর ফলে বিগত অর্থবছরের একই সময়ের ২১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে সার্বিক রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে ২ শতাংশেরও নিচে।

ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদরা এই বিশাল ঘাটতির জন্য ব্যবসার গতিমন্থরতা, ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস, প্রত্যাশিত আমদানি না হওয়া, বিনিয়োগ স্থবিরতা এবনুগ সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতিসহ সার্বিক অর্থনৈতিক স্থবিরতাকে দায়ী করেছেন। এছাড়া হঠাৎ করে নীতি পরিবর্তন করে ভ্যাট পরিশোধের সময়সূচিতে পরিবর্তন এবং কর আদায়ের ক্ষেত্রে এনবিআরের প্রশাসনিক দুর্বলতাকেও কারণ হিসেবে চিহ্নিত করছেন কেউ কেউ।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন উল্লেখ করেন যে, সামষ্টিক অর্থনীতির নাজুক পরিস্থিতিই মূলত রাজস্ব আদায়ে এই ধসের প্রধান কারণ।

তিনি বলেন, "অর্থনীতি দুর্বল, রাজস্ব আদায় কম হওয়ার- এটিই মূল কারণ। এছাড়া যা আদায়যোগ্য, তাও ফাঁকির কারণে সরকারের কোষাগারে আসছে না।"

তিনি বলেন, "ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ও বিনিয়োগ পুরোপুরি মন্থর হয়ে আছে।। লম্বা সময় ধরে ৮ শতাংশের উপরে মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের ভোগ ব্যয় কমে গেছে। কিছু পণ্য বিক্রি হবে না বলে আমদানিকারকরাও সেগুলো আমদানি করছেন না।"

রাজস্ব আদায়ের এই আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক ডেকেছেন এনবিআর চেয়ারম্যান আহসান হাবিব। এই প্রতিবেদনটি প্রকাশের আগে তার আনুষ্ঠানিক মন্তব্য নেওয়ার জন্য হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এনবিআরের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা টিবিএসকে বলেন, "প্রতি মাসের স্থলে তিন মাসে ভ্যাট আদায়ের পলিসির কারণে আদায় কম হয়েছে। এছাড়া বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে প্রত্যাশিত ভাট আদায় না হওয়া, সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে ধীরগতির কারণে ভ্যাট আদায় কিছুটা কম হয়েছে।" তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, আগামী মাসগুলোতে আদায় বাড়বে।

অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও দুর্বল এনফোর্সমেন্টে রাজস্বে টান

এফবিসিসিআই-এর প্রশাসক মো. ফজলুল হকও মনে করেন যে, সার্বিক অর্থনীতির প্রতিকূল পরিস্থিতি রাজস্ব আদায়ে বাধা সৃষ্টি করছে।

তিনি বলেন, "বিক্রিবাট্টা কমেছে, বিনিয়োগও কম, এদিকে সরকারের এডিপি বাস্তবায়নের হারও নিচের দিকে - সার্বিকভাবে মানুষের হাতে মানি সার্কুলেশন কম। আবার আমদানিও তেমন বাড়েনি" -উল্লেখ করে তিনি বলেন, "এসবেরই প্রভাব পড়েছে সরকারের রাজস্ব আদায়ে।"

তিনি আরও বলেন, প্রতি মাসে ভ্যাট আদায়ের পরিবর্তে তিন মাস পর পর পরিশোধের সিদ্ধান্তের কারণেও ভ্যাট আদায়কে সাময়িকভাবে ব্যাহত করেছে।

তবে তিন মাস পর পর ভ্যাট রিটার্ন জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত, এর আদায় কমে যাওয়ার কারণ- এমন যুক্তির সঙ্গে একমত নন ড. জাহিদ। তিনি বলেন, "সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন মাসের রাজস্ব আদায়ের সময় ইতোমধ্যে পার হয়েছে। ফলে ওই সময়ের মধ্যে ভ্যাট আদায় হয়ে যাওয়ায়, এক মাসের স্থলে তিন মাস পর পর করায় আদায় কমেছে- ওই যুক্তি এখানে খাটে না।"

এডিপি বাস্তবায়নে রেকর্ড ধস: উৎসে করে টান

এদিকে সরকারি ব্যয় কমার সরাসরি খেসারত দিতে হচ্ছে রাজস্ব খাতকে। রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পগুলোর অর্থনৈতিক লেনদেনের সময় কেটে নেওয়া উৎসে কর ও ভ্যাট থেকে মোট রাজস্বের একটি বড় অংশ আসে।

কিন্তু পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, গত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন মাসে এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে মাত্র ৩ দশমিক ৮৯ শতাংশ, যা প্রথম প্রান্তিকে রেকর্ড সর্বনিম্ন বাস্তবায়নের হার। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের একই সময়ে এই হার ছিল ৫.০৯ শতাংশ, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪.৭৫ শতাংশ, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৭.৫০ শতাংশ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮.৫৫ শতাংশ।

চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য সরকার মোট ৬.০৪ লাখ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে-যা গত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রকৃত আদায়ের চেয়েও প্রায় ৪৫ শতাংশ বেশি। অথচ গত অর্থবছরে রাজস্ব আদায় বেড়েছিল ১২ শতাংশ। অর্থনীতিবিদরা বাজেট প্রণয়নের সময় থেকেই এই লক্ষ্যমাত্রাকে অবাস্তব বলে সতর্ক করে এসেছিলেন।

জাহিদ হোসেন বলেন, "বাজেটের সময়ই বলা হয়েছিল যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে, তা আদায়যোগ্য নয়। এখন তাই দেখা যাচ্ছে।"

আয়কর ও আমদানি শুল্ক বাড়লেও ভ্যাটের ধাক্কায় সব পণ্ড

রাজস্বের এই সার্বিক সংকোচন সত্ত্বেও এনবিআরের তথ্য বলছে, প্রথম প্রান্তিকে আয়কর সংগ্রহে বার্ষিক ১৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং আমদানি শুল্ক আদায় বেড়েছে ৭ শতাংশের বেশি। কিন্তু, ভ্যাট আদায়ে নাটকীয় ধসের কারণে এই অর্জনগুলো রাজস্বের সার্বিক প্রবৃদ্ধিতে কোনো ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি।

এদিকে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, আয়কর আদায়ে এই সাময়িক উল্লম্ফন দীর্ঘস্থায়ী না-ও হতে পারে। কারণ সেপ্টেম্বরের আগেই কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সরকারি প্রণোদনা ও তাগিদের কারণে, শুরুতে করদাতারা দ্রুত আয়কর জমা দিয়েছিলেন। তাই সার্বিকভাবে পুরো বছরে আয়করের এই প্রবৃদ্ধি থাকবে না।

স্বল্পমেয়াদে রাজস্ব বাড়ার আশাও কম

বিনিয়োগে স্থবিরতা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি থমকে যাওয়া এবং রাজস্ব খাতে কোনো বড় ধরনের কাঠামোগত সংস্কারের অনুপস্থিতির কারণে সামনের মাসগুলোতে রাজস্ব আদায়ে দ্রুত কোনো বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখছেন না অর্থনীতিবিদরা।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. ফাহমিদা খাতুন নিকট ভবিষ্যতে রাজস্ব ঘুরে দাঁড়ানোর বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে বলেন, "বিনিয়োগ স্থবির হয়ে আছে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিও থমকে গেছে। রাজস্ব আদায়ে বড় ধরনের প্রশাসনিক ও আইনি সংস্কার ছাড়া- আগামী মাসগুলোতে রাজস্ব আদায়ে বড় কোনো উল্লম্ফন ঘটার সম্ভাবনা কম।"

অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্সের গতি মন্থর হওয়া নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, "এতদিন একটি ভরসার জায়গা ছিল রেমিট্যান্স-যা মাসে গড়ে তিন বিলিয়ন ডলার করে আসতো। সেটিও এখন কমতির দিকে। সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ায়- আগামী মাসগুলোতে রেমিট্যান্সের ঘুরে দাঁড়ানোর আশাবাদকে আরও ঘোলাটে করে তুলতে পারে।"

এমন এক সময়ে এই রাজস্ব সংকট তীব্র রূপ নিচ্ছে, যখন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীরা বাংলাদেশের অর্থনীতির পূর্বাভাস কাটছাঁট করছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিব্রি) ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সাম্প্রতিক হালনাগাদ তথ্যে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়ে ৩.২ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে-যা গত ৩৮ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। অন্যদিকে আইএমএফের 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক'- প্রতিবেদনে, বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি ১০.৯ শতাংশে বহাল থ াকার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের পারিবারিক বাজেট ও সামগ্রিক ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের ওপর মূল্যস্ফীতির এই নিদারুণ বোঝা চেপেই থাকবে।

ইরান যুদ্ধের ছয় মাসে আমেরিকার

৯ পৃষ্ঠার পর

১৪ হাজার ৭০০ কোটি ডলার ব্যয় করেছেন। অর্থাৎ, প্রতিটি পরিবারকে গড়ে ১ হাজার ১০০ ডলারের বেশি অতিরিক্ত খরচ করতে হয়েছে।

তবে সব কোম্পানি সমানভাবে লাভবান হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের তেল পরিশোধনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষভাবে লাভ করেছে। কারণ, মধ্যপ্রাচ্য ও রাশিয়ায় সংঘাতের কারণে জ্বালানি উৎপাদনকারী কারখানাগুলো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে বিশ্ববাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য পরিশোধনাগারের সংখ্যা কমে যাওয়ায় সচল প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফার হার বেড়েছে।

যুদ্ধকালীন এই ব্যবসায়িক উত্থানের সুফল পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের তেল উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও। সংঘাতপূর্ণ এলাকায় কাজ করার ঝুঁকি বা ব্যয় ছাড়াই তেলের বাড়তি দামের কারণে তাদের অধিকাংশের আয় বেড়েছে।

তবে তাদের মুনাফা সাধারণত ২০২২ সালের পর্যায়ে পৌঁছায়নি। ওই বছর ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বেড়ে গিয়েছিল।

চলতি বছরের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ব্যারেল তেলের গড় দাম ছিল প্রায় ৯০ ডলার। ২০২২ সালের একই সময়ে তা ছিল প্রায় ১০০ ডলার।

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় দুই তেল কোম্পানি এক্সনমোবিল ও শেভরন জানিয়েছে, এ বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই - সেপ্টেম্বর) কয়েক বছরের মধ্যে তাদের সর্বোচ্চ আয় হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের পরিশোধন ব্যবসা এ আয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে।

তৃতীয় প্রান্তিকে এক্সনের মুনাফা দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। শেভরনের মুনাফা বেড়েছে প্রায় তিন গুণ।

এক সাক্ষাৎকারে এক্সনের প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা নেইল হ্যানসেন বলেন, 'জ্বালানির বেশি দাম সাধারণ মানুষ ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে, তা আমরা অবশ্যই স্বীকার করি। তবে এ ধরনের পরিস্থিতি রাতারাতি বিনিয়োগ বাড়িয়ে সামাল দেওয়া যায় না।'

শেভরনের প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা এইমার বনার বলেন, 'বাড়তি আয়ের অর্থ কোম্পানির ব্যালান্স শিটে জমা হচ্ছে। কঠিন সময়ে এই সম্পদের ওপর আমরা নির্ভর করি। আবার দাম বাড়লে এই সম্পদের পরিমাণ আরও বাড়াই।'

যুক্তরাষ্ট্রের আরও কয়েক ডজন তেল কোম্পানি আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক ফলাফল প্রকাশ করবে। নিউইয়র্ক টাইমসের এই বিশ্লেষণে কোম্পানিগুলোর প্রকাশিত আর্থিক ফলাফল ব্যবহার করা হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠানের ফলাফল এখনও প্রকাশিত হয়নি, সেগুলোর ক্ষেত্রে আর্থিক তথ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ফ্যাক্টসেটের সংকলিত বিশ্লেষকদের পূর্বাভাস নেওয়া হয়েছে।

এই পর্যালোচনায় পাইপলাইন পরিচালনাকারী কোম্পানি ও তেলশিল্পের সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কারণ, বিশ্ববাজারে তেলের দামের আকস্মিক উত্থান-পতনে এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা সরাসরি তুলনামূলকভাবে কম প্রভাবিত হয়েছে।

আপাতত অনেক কোম্পানি একই ধরনের কৌশল অনুসরণ করছে। তারা নতুন করে তেল উৎপাদন বা পরিশোধনাগারের সক্ষমতা বাড়ানোর পেছনে অর্থ ব্যয় না করে ঋণ পরিশোধ করছে এবং বাড়তি অর্থ জমা রাখছে। অর্থাৎ, আগে যতটুকু তেল উৎপাদনের পরিকল্পনা ছিল, তার চেয়ে বেশি উৎপাদন করা কিংবা পরিশোধন সক্ষমতা বাড়ানোর পথে যাচ্ছে না তারা।

গত সপ্তাহে ওয়াল স্ট্রিটের বিশ্লেষকদের সঙ্গে আলাপকালে পরিশোধন খাতের বড় প্রতিষ্ঠান ভ্যালেরো এনার্জির প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা হোমার ভুলার বলেন, 'কোম্পানির হাতে অনেক নগদ অর্থ আছে বলেই আমরা বিনিয়োগের কৌশল বদলে ফেলব না।'

তৃতীয় প্রান্তিকে ভ্যালেরোর মুনাফা আগের তুলনায় ছয় গুণেরও বেশি বেড়েছে।

হোমার ভুলার বলেন, 'সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জমা করা বাড়তি অর্থের পুরোটাই শেষ পর্যন্ত কোম্পানির মালিকদের কাছে যাবে।'

এ বিষয়ে বিস্তারিত না জানালেও সাধারণত লভ্যাংশ বাড়ানো বা কোম্পানির নিজস্ব শেয়ার কিনে নেওয়ার মাধ্যমে এ অর্থ মালিকদের কাছে পৌঁছানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের তেল পরিশোধনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষত ভালো ব্যবসা করেছে। কারণ, তাদের পরিশোধন করা তেলের বড় অংশ পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। ফলে আকাশচুম্বী জাহাজভাড়া বা পরিবহন ব্যয়ের চাপ থেকে তারা অনেকটাই রেহাই পায়।

তেল উৎপাদনকারী ও ভোক্তাদের মধ্যে এসব কোম্পানি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হিসেবে কাজ করে। মাটির নিচ থেকে উত্তোলন করা অপরিশোধিত তেলকে তারা পেট্রল ও ডিজেলের মতো ব্যবহারযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর করে।

এক্সন ও শেভরনের মতো কিছু কোম্পানি তেল উত্তোলন ও পরিশোধন- দুই কাজই করে। তবে অনেক কোম্পানি এ দুটির মধ্যে যেকোনো একটি কাজ করে।

ইউরোপের বড় তেল কোম্পানিগুলোও বিপুল মুনাফা করেছে। তেল পরিশোধন ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক হওয়ায় শেল তৃতীয় প্রান্তিকে ১ হাজার ২০৬ কোটি ডলার মুনাফা করেছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। ফ্রান্সের বড় তেল কোম্পানি টোটালএনার্জিসের তৃতীয় প্রান্তিকের মুনাফাও দ্বিগুণের বেশি বেড়ে ৮২৬ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে।

পেনসিলভানিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত ব্যক্তিমালিকানাধীন জ্বালানি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড রিফাইনিং এ বছরের অতিরিক্ত আয় দিয়ে ঋণ পরিশোধের পরিকল্পনা করছে বলে জানিয়েছেন কোম্পানিটির প্রধান নির্বাহী ও দীর্ঘদিন ধরে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত জন ক্যাটসিমাটিডিস। - দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের করা জুলাই

১৪ পৃষ্ঠার পর

দেখা দেয়। সালাহউদ্দিন আহমদ আরো জানান, সনদকে আইনি ভিত্তি দেওয়ার জন্য সে সময় নানা ধরনের আলোচনা হয়েছিল। তিনি বলেন, 'আমরা তখনও বলেছিলাম আমরা সুপ্রিম কোর্টের কাছে যাই। কিন্তু কেউ আর রাজি হলো না। পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টের সাথে অনানুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করা হলে তারাও এই দায়িত্ব নিতে চায়নি। আদালত থেকে বলা হয়েছিল–এটি একটি রাজনৈতিক বিষয়, আপনারাই রাজনৈতিকভাবে এর সমাধান করুন।'

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোট দিয়ে ইতিহাস

৬ পৃষ্ঠার পর

শিকাগোতে জন্ম নেয়া পোপ লিও ইতিহাসের প্রথম আমেরিকান বংশোদ্ভূত পোপ। শিকাগো সান-টাইমসের এক প্রতিবেদনে উইল কাউন্টি ক্লার্কের কার্যালয়ের বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে, জন্মসূত্রে পাওয়া নাম রবার্ট ফ্রান্সিস প্রিভোস্ট পরিচয়ে ইলিনয় স্টেটে ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত তিনি। গত ৩ অক্টোবর ব্যালটের জন্য আবেদনও করেছিলেন পোপ।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE	ATLANTA	BROOKLYN	JACKSON HTS
212-808-0790	770-936-9906	718-853-9558	718-507-6002

BRONX	JAMAICA	MICHIGAN	OZONE PARK	PATERSON
718-822-1081	347-644-5150	313-368-3845	347-829-3875	973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com







We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

প্রতিশ্রুতির পরও বাংলাদেশে থামছে

১৪ পৃষ্ঠার পর

পুলিশ সদর দপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক (মিডিয়া) কামারুম মুনিরা দাবি করেন, পিটুনির খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে।

তিনি আরও দাবি করেন, আগের তুলনায় বর্তমানে এ ধরনের ঘটনা কমেছে এবং সার্বিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভালো।

এদিকে সরকার বারবারই বলে আসছে যে, মব সহিংসতা কঠোর হাতে দমন করা হবে।

গত ১ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ মব সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার অঙ্গীকার করেন। তিনি বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার পুরোপুরি সতর্ক রয়েছে।

সিলেটে বিজিবির একটি স্থাপনা উদ্বোধনকালে সাংবাদিকদের তিনি বলেছিলেন, 'আমরা অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন। বাংলাদেশে মব সহিংসতার যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, আমরা তা কঠোরভাবে দমন করব।'

তিনি আরও বলেন, মব সহিংসতা মোকাবিলার জন্য নতুন কোনো আইনের প্রয়োজন নেই। বিদ্যমান আইনে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

মব সহিংসতার পরিসংখ্যান

মব সহিংসতা নিয়ে সরকারের মূল্যায়নের সঙ্গে মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তথ্যের বড় ধরনের গরমিল রয়েছে।

পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০ অক্টোবরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে মোট ৬৩টি মব সহিংসতার ঘটনায় ৪০ জন নিহত হয়েছেন। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, গত বছরের একই সময়ে ১০৭টি ঘটনায় ৬৩ জন নিহত হয়েছিলেন।

সে হিসেবে এ বছর 'মব সহিংসতার' ঘটনা ৪১ দশমিক ১২ শতাংশ কমেছে। এছাড়া আহতের সংখ্যা ৮২ থেকে কমে ৬৫ জনে দাঁড়িয়েছে বলে সরকারি তথ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্য বলছে ভিন্ন কথা। তাদের হিসাব অনুযায়ী, এ বছরের প্রথম নয় মাসে মব সহিংসতার ঘটনায় ১৭১ জন নিহত হয়েছেন, যা সরকারের দেওয়া সংখ্যার চেয়ে ৪ গুণের বেশি।

হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) দেওয়া তথ্য আরও উদ্বেগজনক। তাদের হিসাবে, একই সময়ে ৩৯৮টি মব সহিংসতার ঘটনায় ১৮৭ জন নিহত এবং ৪০১ জন আহত হয়েছেন।

আসকের তথ্য বলছে, ২০২৪ সালে ১২৮ জন এবং ২০২৫ সালে ১৯৮ জন মব সহিংসতায় প্রাণ হারিয়েছেন। সংস্থাটির রেকর্ড অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৪৯৭ জন নিহত হয়েছেন।

অন্যদিকে এইচআরএসএসের তথ্য অনুযায়ী, শুধু ২০২৫ সালেই ১৬৮ জন নিহত হয়েছেন। সংস্থাটি আরও জানায়, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ৪১৩টি মব সহিংসতার ঘটনায় ২৫৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

মব সহিংসতায় আহত হওয়ার পর হাসপাতাল থেকেও রোগীদের টেনে বের করে মারধরের মতো ঘটনা ঘটছে। যেমন–১৩ অক্টোবর সাতক্ষীরার দেবহাটায় 'ধর্ম অবমাননার' অভিযোগ এনে ৩৮ বছর বয়সী ওয়াহিদুজ্জামান শামীমকে পিটিয়ে আহত করা হয়।

সেদিন পুলিশ তাকে হামলাকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। কিন্তু পরে আরেকদল লোক তাকে হাসপাতাল থেকে জোর করে নিয়ে যায় এবং আবারও মারধর করে। অন্য একটি হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

আলোচিত কিছু ঘটনা

২০২৪ সাল থেকে মব সহিংসতার কারণে কয়েকশ মানুষ নিহত হলেও এবং দ্রুত বিচারের বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও বেশ কিছু আলোচিত মামলার এখনো কোনো সুরাহা হয়নি।

২০২৫ সালের ৯ আগস্ট রংপুরে চুরি সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা করা হয় রূপলাল দাস ও প্রদীপ দাসকে। ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, বুড়িরহাট হাই স্কুলে শত শত মানুষ তাদের মারধর করছে। এই ঘটনায় বাধা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ৮ পুলিশ সদস্যকে বরখাস্ত করা হয়।

নিহতদের পরিবারের অভিযোগ, হত্যার পরিকল্পনাকারী হিসেবে অভিযুক্ত রুবেল পাইকার জামিনে বের হয়ে জানুয়ারি মাসে তাদের হুমকি দিয়েছে। এ নিয়ে তারা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) ও অভিযোগ দায়ের করেছেন। তারাগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ জানান, এ ঘটনায় ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং খুব দ্রুতই আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া হবে।

২০২৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে চুরি সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা করা হয় তোফাজ্জল হোসেনকে। পুলিশ প্রথমে ২১ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছিল, পরে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) ২৮ জনের বিরুদ্ধে সম্পূরক চার্জশিট জমা দেয়।

চলতি বছরের ১০ মার্চ ঢাকা আদালত তা আমলে নিয়ে ২২ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন, যার মধ্যে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

একইদিন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার অভিযোগে পিটিয়ে হত্যা করা হয় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শামীম আহমেদকে (শামীম মোল্লা)। তবে এই ঘটনায় পিবিআই এখনো তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে পারেনি।

অন্যদিকে, ২০২৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বিনোদপুর বাজারে পিটিয়ে হত্যা করা হয় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল মাসুদকে। এই ঘটনার তদন্ত প্রথমে স্থানীয় পুলিশ, পরে ডিবি এবং সবশেষে পিবিআইকে দেওয়া হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি এবং তদন্তেও দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি নেই।

২০২৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের ভালুকায় 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের' অভিযোগে পোশাক শ্রমিক দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এরপর তার মরদেহ গাছে ঝুলিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, এই ঘটনায় ২৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মানবাধিকার কর্মী নূর খান বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে মব সহিংসতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন বিভিন্ন গোষ্ঠী জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ, ব্যক্তিগত শত্রুতা বা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মেটাতে মব সহিংসতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

তিনি মনে করেন, অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ায় সমাজে এক ধরনের দায়মুক্তির সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। অনেক অপরাধী গ্রেপ্তার হলেও পরে জামিনে বেরিয়ে যাচ্ছে।

'রাষ্ট্র বারবার অপরাধীদের কাছে কঠোর কোনো বার্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে তারা মনে করছে যে অপরাধ করেও পার পাওয়া সম্ভব,' বলেন তিনি।

মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের পরিচালক এ এস এম নাসিরুদ্দিন এলান বলেন, মানুষ যখন উত্তেজিত জনসমষ্টির অংশ হয়, তখন তাদের বিচার-বিবেচনা লোপ পায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যেও উদ্দেশ্যমূলকভাবে মব তৈরি করা হয়।

তিনি মব সহিংসতার বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থানের অভাবকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, অপরাধীদের শাস্তির পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলসহ সারা দেশে ব্যাপক জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম চালানো জরুরি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক তৌহিদুল হক বলেন, 'মানুষ যখন রাষ্ট্র থেকে নিরাপত্তা পাওয়ার আস্থা হারিয়ে ফেলে, তখন নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়।'

তিনি আরও বলেন, অতীতের সরকারগুলোর দুর্বল ভূমিকা এবং সামাজিক বিভাজনের কারণে মব সহিংসতাকে অনেকে 'ন্যায্য' বলে মনে করতে শুরু করেছে। এই মানসিকতা অপরাধীদের মনে এমন বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে যে, তারা আইনের হাত থেকে সহজেই রেহাই পাবে।

চঁষষ ছঁড়ঃব ছবিসহ ইড়ী

আমরা বাংলাদেশে মব কালচার পুরোপুরি বন্ধ করতে চাই। মব কালচার শেষ। দাবি আদায়ের নামে মব কালচার করা যাবে না। - গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বলেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ

পাশেই।

প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মযাজক সরেন বলেন, 'বছরে প্রায় তিন মাস এই নদীতে পানির কোনো প্রবাহই চোখে পড়ে না।' তার ভাষ্য, পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় ধান ও গমের ফসল নষ্ট হয়ে গত মৌসুমে দুই কৃষক আত্মহত্যা করেন।

বাংলাদেশে পদ্মা নামে পরিচিত গঙ্গার প্রবাহ কমে যাওয়ায় নদীতে মাছের পরিমাণও আশঙ্কাজনকভাবে কমেছে। ৫৫ বছর বয়সী আবু বকর সিদ্দিক একসময় নদীতে মাছ ধরতেন। এখন নদী ছেড়ে পুকুরে মাছ চাষ করছেন তিনি।

সিদ্দিক বলেন, 'আমরা এখন মাছ কোথায় পাব? আমি আগে কত রকমের মাছ ধরতাম।'

বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২ হাজার ৫২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ গঙ্গা নদী বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল নদী অববাহিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এ অববাহিকায় বাস করে প্রায় ৬৫ কোটি ৫০ লাখ মানুষ। তাদের মধ্যে বাংলাদেশেরই ৫ কোটির বেশি মানুষ।

১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির মেয়াদ আগামী ১২ ডিসেম্বর শেষ হবে। চুক্তিটির আওতায় বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার উজানে ভারতের ফারাক্কা ব্যারেজে শুষ্ক মৌসুমে পানি বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

পানি বণ্টনবিষয়ক

গঙ্গা পানি চুক্তি নবায়নে ভারতের

১৫ পৃষ্ঠার পর

কারিগরি কমিটির প্রধান ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, বাংলাদেশের এখন 'পারস্পরিক সুবিধা ও শ্রদ্ধার' ভিত্তিতে একটি নতুন চুক্তি প্রয়োজন।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন নিয়ে বিরোধ দীর্ঘদিনের। এসব নদীর মধ্যে গঙ্গা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ।

পানি বণ্টন তদারককারী সংস্থা যৌথ নদী কমিশনের (জেআরসি) সাবেক সদস্য মালিক ফিদা এ খান বলেন, ভারত উজানে 'অতিরিক্ত বাঁধ' নির্মাণ করেছে। তার মতে, নতুন চুক্তিতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি পুরো নদী অববাহিকাকে বিবেচনায় নিতে হবে।

বাংলাদেশ জানিয়েছে, চুক্তি নবায়নের আলোচনা শুরুর অনুরোধ জানিয়ে ভারতকে চিঠি দেওয়া হলেও নয়াদিল্লি এখনো সাড়া দেয়নি।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, নদীসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা যৌথ নদী কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত। কমিশনের সর্বশেষ কারিগরি বৈঠক হয়েছিল গত মে মাসে।

তবে কমিশনের মন্ত্রী পর্যায়ের সর্বশেষ নিশ্চিত বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২২ সালে, দীর্ঘ ১২ বছরের বিরতির পর। এদিকে অভিন্ন তিস্তা নদীর পানি বণ্টনে প্রস্তাবিত চুক্তিও ২০১১ সাল থেকে ঝুলে আছে।

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের সাবেক নেতা শেখ হাসিনা পালিয়ে পুরোনো মিত্র ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকেই নয়াদিল্লি ও ঢাকার মধ্যকার সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়; তিনি এখনো সেখানেই রয়েছেন।

মানবতাবিরোধী অপরাধে অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হাসিনা আগামী ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফেরার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। ঘটনাচক্রে, তার স্বাক্ষর করা গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির মেয়াদও ওই মাসেই শেষ হচ্ছে।

এদিকে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভারত সফর করতে পারেন বলে আলোচনা রয়েছে। তবে এ ধরনের সফরের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

গঙ্গার পানি বণ্টন নিয়ে বিরোধের সূত্রপাত ১৯৭৫ সালে, যখন ভারত ২ দশমিক ২ কিলোমিটার দীর্ঘ ফারাক্কা ব্যারেজ চালু করে। সে সময় বাংলাদেশের অভিযোগ ছিল, ভারত নদীর বেশির ভাগ পানি সরিয়ে নিচ্ছে। পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে ১৯৭৭ সালে দুই দেশের মধ্যে একটি পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে এক দশক পর ওই চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে বাংলাদেশে এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে বলে জানান ঢাকাভিত্তিক পরিবেশবাদী সংগঠন রিভারাইন পিপলের শেখ রোকন।

তিনি বলেন, 'চুক্তিহীন বছরগুলোতে গঙ্গা মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল এবং অন্তত তিনটি নদী প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিল।'

এসব নদীর একটি গড়াই। নদীটি বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন ও বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনে মিষ্টি পানি সরবরাহ করে। একই সঙ্গে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে লবণাক্ত পানি যাতে বনের ভেতরে বেশি প্রবেশ করতে না পারে, সে ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শেখ রোকনের ভাষ্য, দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প (জিকে প্রজেক্ট) পানির অভাবে কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। প্রকল্পটি ৯৫৫ বর্গকিলোমিটার ফসলি জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল।

পানিসংকট মোকাবিলায় গত মে মাসে ঢাকা ২৮০ কোটি ডলারের পদ্মা ব্যারেজ প্রকল্প অনুমোদন করেছে। প্রকল্পটিতে ১১৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রও রয়েছে।

তবে ১৯৯৬ সালের চুক্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেয়াদ বাড়ানোর কোনো বিধান নেই। ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নতুন চুক্তি না হলে পানি বণ্টন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে।

শেখ রোকন বলেন, 'আমরা যদি কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হই, তবে আমার আশঙ্কা, পরিস্থিতি অতীতে চুক্তিহীন বছরগুলোতে যা দেখেছিলাম, তার চেয়েও খারাপ হবে। কারণ, উভয় দেশেই এখন মিষ্টি পানির চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।'

রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসসের তথ্য অনুযায়ী, চুক্তি কার্যকর থাকার সময়েও গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের আওতাধীন জমির পরিমাণ কমে ৫৫০

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শিগগিরই শেষ

৭ পৃষ্ঠার পর

নৌ অবরোধের অবসান, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা বন্ধের নিশ্চয়তা ও জব্দ করা তেহরানের সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়াসহ সাতটি শর্ত পূরণ না হলে সমঝোতায় অগ্রগতি সম্ভব নয়।

এদিকে কূটনৈতিক তৎপরতার পাশাপাশি ইরানে নতুন করে হামলার প্রস্তুতির খবরও পাওয়া যাচ্ছে। আলজাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ডের প্রধান অ্যাডমিরাল ব্র্যাড কুপার ইরানে নতুন করে হামলার সম্ভাব্য পরিকল্পনা নিয়ে ট্রাম্পকে অবহিত করেন।

এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর ইরানে হামলার যৌথ পরিকল্পনা তৈরি করেছে বলে নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। সম্ভাব্য হামলায় ইরানের নেতৃত্ব, জ্বালানি অবকাঠামো, পারমাণবিক স্থাপনা ও অন্যান্য অবকাঠামো নিশানা করা হতে পারে বলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের বরাতে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস।

আলজাজিরাকে কয়েকজন বিশ্লেষক বলেন, যুক্তরাষ্ট্র একদিকে সামরিক প্রস্তুতি নিচ্ছে, অন্যদিকে আলোচনার পথও খোলা রাখছে। তাঁদের মতে, মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ট্রাম্পের নতুন করে বড় ধরনের হামলার নির্দেশ দেওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে নির্বাচন শেষ হলে পরিস্থিতি বদলাতে পারে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বলেছেন, ট্রাম্প এ সংঘাতকে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেবেন না। তবে যুদ্ধ বন্ধে শেষ পর্যন্ত কূটনৈতিক সমঝোতা হবে, নাকি আবার সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। - রয়টার্স

দূত স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড কুশনার আলোচনা আবার শুরু করার পক্ষে মত দিয়েছেন।

বিশ্বের জ্বালানি পরিবহনের কৌশলগত জলপথ হরমুজ প্রণালি নিয়ে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার মধ্যেই অ্যাক্সিওসের এই প্রতিবেদন সামনে এল।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের ওপর সামরিক আগ্রাসন শুরু করে। জবাবে ওই অঞ্চলে ইরানও পাল্টাহামলা শুরু করে।

পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এবং জুনে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে একটি স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং প্রণালিতে জাহাজ চলাচল নিয়ে উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। তথ্যসূত্র: টিআরটি ওয়ার্ল্ড

ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সংলাপের উদ্যোগ ইতিবাচক বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি

৭ পৃষ্ঠার পর

প্রতিনিধিদল দোহায় গেছে। আরাঘচি জানান, তার একজন সহকারী পরামর্শ অব্যাহত রাখতে কাতারে অবস্থান করছেন। এর এক দিন আগে কাতারের মধ্যস্থতাকারীরা তেহরান সফর করেন।

আরাঘচি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সংলাপ ও বৃহত্তর বোঝাপড়ার পথ খোলার চেষ্টা ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্য যদি এই চিঠির মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়, তাহলে সেটি হবে আগের ভুলগুলোর সঙ্গে যুক্ত হওয়া আরেকটি ভুল।

Aasha
RESTAURANT & PARTY HALL

নিউইয়র্কের জনপ্রিয় শেফ জালাল
এখন আশা রেস্টুরেন্টে

সেরা স্বাদের জন্য আজই আসুন!

CHEF JALAL









We Do Catering!
আমরা ক্যাটারিং করি

CALL US NOW!
(347) 233-4710

176-20 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432

৫ বছরে বাংলাদেশে ৬.৩৪ বিলিয়ন

১৫ পৃষ্ঠার পর

হক উল্লেখ বলেন, জাপান হলো বাংলাদেশের বিশ্বস্ত অংশীদার-যাদের বিনিয়োগের পেছনে কোনো ধরনের গোপন রাজনৈতিক এজেন্ডা থাকে না। ফলে দুই দেশের বেসরকারি খাতের মধ্যে পারস্পরিক গঠনমূলক অংশীদারত্ব তৈরির জন্যও এটি এক বড় সুযোগ।

প্রধান প্রধান অবকাঠামো ও জ্বালানি চুক্তি

বাণিজ্য চুক্তির পাশাপাশি, দুই নেতা ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল দ্রুত চালু লক্ষ্যে প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা, এবং রাজধানীতে মেট্রোরেলের নতুন লাইনগুলোর নির্মাণকাজ ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন।

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে, জাপানের 'পার্টনারশিপ অন ওয়াইড এনার্জি অ্যান্ড রিসোর্সেস রেজিলিয়েন্স এশিয়া' (পাওয়ার এশিয়া) কাঠামোর অধীনে, ৫০ বিলিয়ন ইয়েনের জরুরি সহায়তা ঋণের জন্য প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। জবাবে জাপানি প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি বাংলাদেশের জ্বালানি চাহিদার ঘাটতি পূরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সদ্য স্বাক্ষরিত লেটার অব ইনটেন্টের (এলওআই) আওতায়, নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

বিদেশি বিনিয়োগের প্রক্রিয়া সহজ করতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, নিয়ন্ত্রণমূলক জটিলতা কমানো এবং কাস্টমস, কর ব্যবস্থা, লাইসেন্স প্রদান ও লভ্যাংশ প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া-সহজ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সুসংহত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

ব্যবসা পরিচালনা আরও সহজীকরণের লক্ষ্যে জাপানের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) মাঝে একটি সহযোগিতা স্মারক (এমওসি) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি আঞ্চলিক বাণিজ্য জোট 'রিজিওনাল কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ-এ (আরসেপ) বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির আলোচনাকে স্বাগত জানান।

আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগ

উভয় নেতা মিয়ানমারের ক্রমবর্ধমান মানবিক সংকট নিয়ে আলোচনা করেন, এবং আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা ও আন্তঃসীমান্ত অপরাধ বৃদ্ধি নিয়ে যৌথ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। দুই প্রধানমন্ত্রীই একমত হন যে, রোহিঙ্গা সংকটের একমাত্র স্থায়ী সমাধান হলো মিয়ানমারে তাদের স্বেচ্ছায়, নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবাসন।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে দায়িত্ব গ্রহণ করায় তারেক রহমানকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান। নির্বাচন পর্যবেক্ষণে জাপানের নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলও বাংলাদেশে এসেছিলেন।

দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্ক ও প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি ধরে রাখতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মন্ত্রী পর্যায়ের একটি যৌথ কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর চার দিনের এই সরকারি সফরে ফুতসু-তে অবস্থিত জেরা-র এলএনজি টার্মিনাল ও বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং ইচিকাওয়ায় অবস্থিত নিটসুর লজিস্টিকস হাব পরিদর্শন করেন।

উভয় দেশ খাদ্য, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে প্রযুক্তিগত সহায়তা ও বিনিয়োগ আকর্ষণে দুটি সহযোগিতা স্মারক (এমওসি) সই করেছে। এছাড়া বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়নে প্রস্তাবিত ইয়েন-ঋণ প্রকল্পকেও স্বাগত জানান দুই দেশের সরকার-প্রধান।

তারা একটি অবাধ, ন্যায্য ও নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার গুরুত্ব পুনর্ব্যক্তও করেছেন।

এই প্রেক্ষাপটে, দুই দেশের জনগণের জন্য পারস্পরিক সুফল ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বয়ে আনার লক্ষ্যে উভয় নেতাই ইপিএ চুক্তি স্বাক্ষরকে স্বাগত জানান। এর পাশাপাশি দরকারি সব প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে চুক্তিটি অবিলম্বে কার্যকর করার বিষয়েও তাঁদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

একই সাথে জাপানি প্রধানমন্ত্রী বলেন, রিজিওনাল কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ (আরসিইপি বা আরসেপ)-এ যোগ দিতে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক আবেদন সংক্রান্ত আলোচনা ও দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে জাপান সহযোগিতা দিতে রাজি আছে।

শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য খাতে সহযোগিতা

দুই নেতা শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় সরকার ও মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করতে সম্মত হয়েছেন।

জাপানি প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি বাংলাদেশের প্রাণবন্ত গণতন্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানান। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, জাপানি সরকারের পাঠানো একটি নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল সরাসরি এই নির্বাচন প্রত্যক্ষ করেছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গঠিত নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার সামলানোর জন্য তিনি তারেক রহমানকে জাপান সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাপানি সরকার ও জনগণের উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানান, এবং সুবিধাজনক সময়ে প্রধানমন্ত্রী তাকাইচিকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

যৌথ কমিশন গঠনের প্রস্তাব

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, এই শীর্ষ সম্মেলন বাংলাদেশ-জাপান সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে-যা গভীর আস্থা, বিস্তৃত অর্থনৈতিক সহযোগিতা, শক্তিশালী বিনিয়োগ এবং আঞ্চলিক শান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতগুলো চিহ্নিত করা এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সম্ভাবনাগুলোকে বাস্তব উদ্যোগে রূপ দিতে তিনি দুই দেশের মন্ত্রী-পর্যায়ের যৌথ কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন।

আনুষ্ঠানিক মধ্যাহ্নভোজ

শীর্ষ বৈঠক ও যৌথ সংবাদ সম্মেলনের পর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্মানে নিজ কার্যালয়ে এক আনুষ্ঠানিক মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন সানে তাকাইচি। উক্ত মধ্যাহ্নভোজে প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমানও উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে স্থানীয় সময় বেলা ১১:৪৫ মিনিটে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকটি শুরু হয়। তাঁর আগে সকাল ১১:৩০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়, এবং তাঁকে লাল গালিচা সংবর্ধনা ও গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

জাপানি প্রধানমন্ত্রী সানে তাকাইচির আমন্ত্রণে গত ২৬ অক্টোবর চার দিনের সরকারি সফরে টোকিও পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আগামী ২৮ অক্টোবর তাঁর এই সফর শেষ হয়, এরপর ২৯ অক্টোবর তিনি ঢাকায় ফিরেন।

জাপান সফরে প্রাপ্তির হিসাব-নিকাশ:

১৫ পৃষ্ঠার পর

অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে সফরটিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা।

তবে তাদের মতে, বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, আঞ্চলিক যোগাযোগ অবকাঠামোর ব্যয় ভাগাভাগি এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষার বিষয়গুলোও গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে।

বাংলাদেশ ও জাপানের দ্বিপক্ষীয় অংশীদারত্বের অন্যতম উদ্যোগ 'বে অব বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ বেল্ট' বা বিগ-বি। এ উদ্যোগের আওতায় মাতারবাড়ীকে আঞ্চলিক লজিস্টিকস হাব হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে দুই দেশ।

তারেক রহমানের সফরে এই উদ্যোগকে নতুন মাত্রায় নিয়ে 'অভিন্ন সমৃদ্ধির জন্য বিগ-বি' হিসেবে এগিয়ে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী।

সাবেক রাষ্ট্রদূত কামরুল আহসান মনে করছেন, দুই দেশের যৌথ ঘোষণাটি বেশ 'ভালোভাবে' তৈরি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বিনিয়োগসংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবগুলোও সফরের ভালো প্রস্তুতির ইঙ্গিত দেয়।"সব মিলিয়ে এই সফরটাকে আমি খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করি," বলেন তিনি।

বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি এবং মাতারবাড়ীকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক যোগাযোগ সম্প্রসারণের পরিকল্পনাকে সফরের গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি হিসেবে দেখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক লাইলুফার ইয়াসমিন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য যে ধরনের আর্থিক নিশ্চয়তা প্রয়োজন, এই সফরে তার একটি ভিত্তি তৈরি হয়েছে বলে তার মনে হয়েছে। "আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে এই ভিজিটটা তো খুবই দরকার ছিল। কারণ বাংলাদেশের যে ফাইন্যান্সিয়াল একটা গ্যারান্টির দরকার ছিল, যেই গ্যারান্টিটা এখানে পাওয়া গেছে। এটা একটা বড় কথা।"

গত ২৬ অক্টোবর চার দিনের সরকারি সফরে জাপানে যান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সফরকালে তিনি জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নেন।

এ ছাড়া জাপানের বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। এসব বৈঠকে দুই দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা জোরদার এবং বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগ সম্প্রসারণের বিষয়গুলো আলোচনায় আসে।

মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) রাতে প্রধানমন্ত্রী তার নিজের ফেইসবুক পেইজে এক পোস্টে বলেন, "জাপানে আমার ঐতিহাসিক সফর বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যকার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব এবং কৌশলগত অংশীদারত্ব আরও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি।"

রোহিঙ্গা সংকট ও ফিলিস্তিনের অধিকার প্রশ্নে বাংলাদেশের অবস্থানের প্রতি জাপানের সমর্থনকেও সফরের অর্জন হিসেবে দেখছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত কামরুল আহসান।

তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছায়, নিরাপদে, মর্যাদার সঙ্গে ও টেকসই উপায়ে প্রত্যাবাসনের যে অবস্থান বাংলাদেশ নিয়েছে, যৌথ ঘোষণায় জাপানও তা গ্রহণ করেছে।

কামরুল আহসানের ভাষ্যে, মিয়ানমারের সঙ্গে জাপানের ঐতিহাসিক সম্পর্কের কারণে রোহিঙ্গা সংকটে টোকিওর অবস্থান বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

আর ফিলিস্তিন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান এবং গাজা পুনর্গঠনে সমন্বিত পরিকল্পনার বিষয়ে বাংলাদেশ ও জাপানের অবস্থানে মিল রয়েছে। রাজনৈতিক দিক থেকে এটিও গুরুত্বপূর্ণ।

বিগ-বি উদ্যোগের বিস্তৃতি, সামনে কী

বৈশ্বিক বাস্তবতায় নিজেদের সক্ষমতা ও স্থিতিশীলতা বাড়াতে বিগ-বি উদ্যোগ এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় জানিয়েছে বাংলাদেশ ও জাপান।

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরকে কেন্দ্র করে মাতারবাড়ী-মহেশখালী অঞ্চলকে সরবরাহব্যবস্থা, জ্বালানি ও শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত করতে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে একমত হয়েছেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী। শীর্ষ বৈঠকের পর প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় বলা হয়েছে, দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে নতুন পর্যায়ে নিতে বিগ-বি উদ্যোগকে 'অভিন্ন সমৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগ-বি' নামে এগিয়ে নেওয়া হবে।

এ উদ্যোগের আওতায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি, গভীর সমুদ্রবন্দর, শিল্প এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির অবকাঠামো উন্নয়নে সমন্বিতভাবে কাজ করবে দুই দেশ।

এর লক্ষ্য শিল্পের মূল্য সংযোজন ও সরবরাহব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র গড়ে তোলা, বাণিজ্য ও পণ্য পরিবহনের প্রবেশদ্বার হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী করা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি বাড়ানো।

এ জন্য চারটি ক্ষেত্রে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন; প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তাসহ বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতা বাড়ানো; অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুযোগ তৈরি ও নীতিমালা প্রণয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব বাড়ানো; এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা জোরদার করা।

বিগ-বি উদ্যোগে নতুন কী যুক্ত হয়েছে, তা তুলে ধরে সাবেক রাষ্ট্রদূত কামরুল আহসান বলেন, মাতারবাড়ী-মহেশখালী অঞ্চলকে লজিস্টিকস, জ্বালানি ও শিল্পকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

তার মতে, আগের পরিকল্পনার তুলনায় আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব এবং যোগাযোগের বিস্তৃত ধারণা নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের পররাষ্ট্রনীতিতে সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমন্বয় গুরুত্ব পেয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এই দুই বিষয় প্রাসঙ্গিক।

কামরুল আহসান বলেন, বাংলাদেশের কোস্ট গার্ডকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রেও জাপানের সহযোগিতা রয়েছে। গত জুলাইয়ে কোস্ট গার্ডকে পাঁচটি বোট দেওয়ার পর এবার আরও একটি দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানও জাপানের কৌশলগত বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন এই সাবেক রাষ্ট্রদূত।

তার মতে, বঙ্গোপসাগরের নিরাপত্তা ও সামুদ্রিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে; জাপানও এ গুরুত্ব স্বীকার করছে।

কামরুল আহসান বলেন, ঐতিহাসিকভাবে সমুদ্রপথে যোগাযোগের জন্য নেপাল, ভুটান, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং মিয়ানমারের রাখাইন অঞ্চলের সঙ্গে বাংলাদেশের সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জাপান ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও দীর্ঘদিন ধরে বিনিয়োগ ও উন্নয়ন কার্যক্রম চালাচ্ছে।

ভারতের কালাদান প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, এ প্রকল্পে মিয়ানমারের রাখাইন অঞ্চল দিয়ে জলপথ ও স্থলপথে যোগাযোগের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পের ভারতীয় অংশের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। তবে বিগ-বি উদ্যোগের আঞ্চলিক বিস্তৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অর্থনৈতিক সম্ভাবনার পাশাপাশি নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিষয়েও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন তিনি।

চাকরি হারালে বিদেশি কর্মীদের

১০ পৃষ্ঠার পর

প্রস্তাবিত পরিবর্তনটি কার্যকর হলে এই সুবিধা আর থাকবে না। অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট কর্মীর চাকরি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কর্মভিসার ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রে থাকার বৈধতা নিয়েও সমস্যা তৈরি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাঁকে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে হতে পারে। নতুন কোনো নিয়োগকর্তা তাঁকে নিয়োগ দিতে চাইলে নতুন করে প্রয়োজনীয় আবেদন করার বিষয়টি বিবেচনায় আসতে পারে। তবে নতুন আবেদন করলেই আগের মতো থাকার সুযোগ নিশ্চিত হবে না।

এই প্রস্তাব শুধু এইচ-১বি ভিসাধারীদের জন্য নয়। এর আওতায় ই-১, ই-২, ই-৩, এইচ-১বি, এইচ-১বি১, এল-১, ও-১ এবং টিএন শ্রেণির কর্মভিসাধারীদের রাখার কথা বলা হয়েছে। এসব কর্মীর নির্দিষ্ট কিছু পরিবারের সদস্যও পরিবর্তনের প্রভাবের মুখে পড়তে পারেন।

এইচ-১বি ভিসা মূলত যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন পেশায় বিদেশি কর্মীদের নিয়োগের সুযোগ দেয়। প্রযুক্তি, প্রকৌশল, চিকিৎসা ও বিভিন্ন পেশাগত খাতে এই ভিসায় অনেক বিদেশি কাজ করেন। অন্যদিকে এল-১ ভিসায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা ব্যবস্থাপকেরা যুক্তরাষ্ট্রে কাজের সুযোগ পান। ও-১ ভিসা দেওয়া হয় বিজ্ঞান, শিক্ষা, ব্যবসা, খেলাধুলা ও শিল্পকলায় বিশেষ দক্ষতা বা স্বীকৃতি থাকা ব্যক্তিদের। ফলে প্রস্তাবটি কার্যকর হলে বিভিন্ন পেশায় কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের ওপর প্রভাব পড়তে পারে।

বিশেষ করে যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন এবং পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন, তাঁদের জন্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। চাকরি হারানোর পর নতুন কাজ খুঁজে পাওয়া, পরিবারের বাসস্থান ঠিক রাখা, সন্তানদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ব্যবস্থা করার জন্য সময় প্রয়োজন হয়। বর্তমান ৬০ দিনের সুযোগ তাঁদের এসব কাজ গুছিয়ে নেওয়ার কিছুটা সময় দেয়। এই সুবিধা বাতিল হলে কর্মী ও তাঁদের পরিবারের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হতে পারে।

অভিবাসন আইনজীবী ও অধিকারকর্মীরা প্রস্তাবটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, চাকরি হারানোর পর এত দ্রুত নতুন নিয়োগকর্তা খুঁজে পাওয়া অনেকের জন্য কঠিন হতে পারে। বিশেষ করে যেসব প্রতিষ্ঠানে কর্মী ছাঁটাই হয়, সেখানে বিদেশি কর্মীদের নতুন চাকরি খোঁজার সময় আরও কমে যেতে পারে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগের যুক্তি, সংশ্লিষ্ট পদগুলোতে যোগ্য মার্কিন কর্মীদের নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

এদিকে প্রস্তাবটি নিয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার সাধারণ মানুষের মতামত নেওয়ার জন্য সময় নির্ধারণ করেছে। ফেডারেল রেজিস্টারের সরকারি নথি অনুযায়ী, ১০ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত এ বিষয়ে লিখিত মতামত জমা দেওয়া যাবে। মতামত পর্যালোচনার পর সরকার প্রস্তাবটি পরিবর্তন, চূড়ান্ত বা বাতিল করতে পারে। তাই এখনই ৬০ দিনের সুযোগ বাতিল হয়ে গেছে বলে মনে করার কারণ নেই।

বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মভিসায় যাওয়া মানুষের জন্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যাঁরা এইচ-১বি বা অন্য কর্মভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করছেন, তাঁদের প্রস্তাবটির অগ্রগতি সম্পর্কে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। তবে নিয়মটি চূড়ান্ত হওয়ার আগে বর্তমান নিয়ম ও ব্যক্তিগত অভিবাসন পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারি তথ্যের ওপর নির্ভর করা উচিত। কারও চাকরি চলে গেলে নিজের ভিসার ধরন ও অবস্থার ভিত্তিতে যোগ্য অভিবাসন আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

সব মিলিয়ে, ট্রাম্প প্রশাসনের এই প্রস্তাব কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি হারানো নির্দিষ্ট শ্রেণির বিদেশি কর্মীদের জন্য নতুন চাকরি খোঁজা এবং বৈধভাবে অবস্থান বজায় রাখা আরও কঠিন হতে পারে। তবে প্রস্তাবটি এখনো চূড়ান্ত হয়নি এবং পরবর্তী সিদ্ধান্তের ওপরই এর বাস্তব প্রভাব নির্ভর করবে।


অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
বিবাহ বার্ষিকী
আকিকা
বেবি শাওয়ার
জন্মদিন
সভা-সেমিনার
গ্র্যাজুয়েশন পার্টি
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের
সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে
শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ
যেকোন অনুষ্ঠানের
বুকিং নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল:
anganhallny@gmail.com

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন

SMG FUNDING

স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই

ডিরেক্ট লেন্ডার

- কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই, ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
- এক বছর ট্যাক্স ফাইল (৯০৯৯) এবং মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
- ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
- হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
- যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে, তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন



MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435

AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE



WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

OUR SERVICES
- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

$23 Per Hour Giver to **PCA & HHA** Care Giver



NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

সৌদি-হুতি যুদ্ধে বাংলাদেশের শ্রমিক

১৭ পৃষ্ঠার পর

বাণিজ্যিক জাহাজ কিংবা বেসামরিক অবকাঠামোয় হামলা সাধারণ মানুষের বিপদ বাড়ায়। নিরাপত্তার দাবি কোনো পক্ষকেই সীমাহীন বলপ্রয়োগের অধিকার দেয় না।

এটি নিরাপত্তা-দ্বন্দ্বের পরিচিত রূপ: এক পক্ষ নিজের সুরক্ষায় যে ব্যবস্থা নেয়, অন্য পক্ষ সেটিকে আক্রমণের প্রস্তুতি ভাবে। ফলে প্রত্যেকে নিরাপত্তা খুঁজতে গিয়ে সবার অনিরাপত্তা বাড়ায়।

এই যুদ্ধে সম্পদ ও সামরিক ব্যয়ের হিসাবও সরল নয়। সৌদি আরবকে বিস্তৃত তেল অবকাঠামো, বিমানবন্দর, বন্দর ও নগরজীবন রক্ষা করতে হয়। কয়েকটি হামলাই বড় অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা তৈরি করতে পারে। অস্ত্র কেনার সামর্থ্য এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নিরাপদ রাখার সামর্থ্য এক নয়।

বাংলাদেশের জন্য সৌদি আরব শুধু কূটনৈতিক অংশীদার নয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্রমবাজার।

সৌদি অর্থনীতির সামনে দ্বিমুখী চাপ

সৌদি আরবের আর্থিক সম্পদ, উৎপাদনক্ষমতা ও অবকাঠামো মেরামতের সামর্থ্য রয়েছে। সাম্প্রতিক হামলার পর আরামকোর দ্রুত কার্যক্রম পুনরুদ্ধারের প্রতিবেদনও সেই সক্ষমতার ইঙ্গিত দেয়। তবে সহনশীলতা থাকা মানে দীর্ঘ যুদ্ধের ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকা নয়।

বিপদটি দ্বিমুখী। তেল স্থাপনা ও পরিবহনপথ আক্রান্ত হলে বর্তমান আয়ের ভিত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একই সঙ্গে পর্যটন, আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও বিদেশি বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় আস্থা দুর্বল হলে ভবিষ্যতের বিকল্প অর্থনীতিও বাধাগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ যুদ্ধ তেলনির্ভরতা কমানোর পথকেই ব্যয়বহুল করে তুলতে পারে।

ক্ষতিটা শুধু ধ্বংস হওয়া ভবনের দামে মাপা যাবে না। যুদ্ধ দীর্ঘ হলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের অর্থ প্রতিরক্ষা ও পুনর্নির্মাণে সরানোর চাপও বাড়ে। নিরাপত্তাহীনতা এভাবেই ভবিষ্যতের সুযোগ খেয়ে ফেলে।

তবে ইয়েমেনের মানুষের বিপর্যয়কে সৌদি অর্থনীতির আলোচনার আড়ালে রাখা যাবে না। বিশ্বব্যাংকের মে ২০২৬ মূল্যায়নে দেশটির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকার কথা বলা হয়েছে। সেখানে যুদ্ধের অর্থ বহু পরিবারের জন্য বিনিয়োগ হারানো নয়, পরের দিনের খাবার হারানো।

মুসলিম বিশ্ব ও তার বাইরের মূল্য

মুসলিম বিশ্বের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি শুধু সম্পদের অপচয় নয়। বারবার সংঘাত আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা দুর্বল করে এবং বাইরের শক্তির ওপর নিরাপত্তা-নির্ভরতা বাড়াতে পারে। পারস্পরিক অবিশ্বাস বাড়লে অস্ত্র কেনা সহজ রাজনৈতিক উত্তর হয়ে ওঠে; সমঝোতার প্রতিষ্ঠান গড়া পিছিয়ে যায়। ফিলিস্তিনসহ অন্য মানবিক সংকটে সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়ার শক্তিও ক্ষয় হয়।

কিছু অস্ত্র ব্যবসায়ী কিংবা বিকল্প জ্বালানি সরবরাহকারী লাভ করতে পারে; কিন্তু আমদানিনির্ভর অর্থনীতি, পরিবহনব্যবস্থা ও সাধারণ ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। লোহিত সাগরে অনিশ্চয়তা জাহাজকে দীর্ঘ পথ নিতে বাধ্য করলে পরিবহন ও বিমার ব্যয় বাড়ে। সেই ব্যয় শেষ পর্যন্ত পণ্যের দামে যুক্ত হয়। যুদ্ধের মানচিত্র ছোট হলেও তার অর্থনৈতিক পরিধি বিশাল।

বাংলাদেশের শ্রমিক কেন এই আলোচনার কেন্দ্রে

বাংলাদেশের জন্য সৌদি আরব শুধু কূটনৈতিক অংশীদার নয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্রমবাজার। বিএমইটির কর্মকর্তার তথ্য উদ্ধৃত করে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে সাড়ে সাত লাখের বেশি বাংলাদেশি কাজের জন্য সৌদি আরবে গেছেন। এক বছরে একটি দেশে এত বিপুল কর্মী পাঠানো সুযোগের পাশাপাশি নির্ভরতার গভীরতাও বোঝায়।

সংঘাত দীর্ঘ হলে নতুন নিয়োগ কমতে পারে, নির্মাণ প্রকল্প ধীর হতে পারে, বেতন ও অতিরিক্ত কাজের আয় অনিশ্চিত হতে পারে। বিশেষত ঋণ করে যাওয়া কর্মীর জন্য কয়েক মাসের আয়হীনতাই বড় বিপর্যয়। গৃহকর্মী ও বিচ্ছিন্ন কর্মস্থলে থাকা শ্রমিকদের কাছে নিরাপত্তাসংক্রান্ত তথ্য ও সহায়তা পৌঁছানোও কঠিন হতে পারে।

তবে সব খাত সমানভাবে সংকুচিত হবে না। মেরামত, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবহন কিংবা জরুরি সরবরাহে শ্রমের চাহিদা থাকতে পারে। তাই বাংলাদেশের প্রস্তুতি আতঙ্কভিত্তিক নয়, খাত ও অঞ্চলভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। দূতাবাসের হালনাগাদ কর্মী-যোগাযোগ, বকেয়া মজুরি আদায়ের ব্যবস্থা, প্রয়োজনে প্রত্যাবাসন এবং ফিরে আসা কর্মীর পুনর্বাসন একসঙ্গে ভাবতে হবে। পাশাপাশি বিকল্প শ্রমবাজার ও দক্ষতা উন্নয়নে বাস্তব বিনিয়োগ প্রয়োজন। একটি দেশের ওপর অতিনির্ভরতা কোনো পরিবারের জন্যও নিরাপদ নয়, রাষ্ট্রের জন্যও নয়।

আগামী দিনে সীমিত সংঘাত, বৃহত্তর যুদ্ধ অথবা আলোচনাভিত্তিক সমঝোতা-তিন পথই সম্ভব। টেকসই শান্তির জন্য সীমান্তের নিরাপত্তা, নৌ চলাচলের সুরক্ষা, ইয়েমেনিদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও জীবিকার প্রশ্ন একসঙ্গে সমাধান করতে হবে।

ড. এ কে এম আহসান উল্লাহ অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক, নিরাপত্তা এবং অভিবাসন; ইউনিভার্সিটি অব ব্রুনেই দারুসসালাম, ব্রুনেই।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন কী?

৬ পৃষ্ঠার পর

৩৩/৩৪ জনকে নির্বাচিত করা হয়। এবারের ভোটে ৩৫ জন সিনেটরকে নির্বাচিত করা হবে।

'মধ্যবর্তী নির্বাচন' কবে? মূল প্রতিদ্বন্দ্বী কারা?

আগামী ৩ নভেম্বর মংগলবার যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচন। সেদিন আমেরিকানরা ভোটের মাধ্যমে তাদের কংগ্রেস সদস্যদের বেছে নেবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় একই সঙ্গে 'হাউস সদস্য' ও 'সিনেটর'দের ফাঁকা আসনগুলোতেও নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ২ বছর পর আবার অর্থাৎ, প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা নেওয়ার মাঝামাঝি সময়ে আবারও নির্বাচনের আয়োজন করা হয় বলে এর নাম 'মিডটার্ম' বা 'মধ্যবর্তী' নির্বাচন।

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়াভিত্তিক অরাজনৈতিক ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ইউএস ভোট ফাউন্ডেশন-এর তথ্য বলছে–মধ্যবর্তী নির্বাচন হচ্ছে মূলত 'কংগ্রেস' নামে পরিচিত আইনপরিষদের নির্বাচন।

দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচন যেমন ৪ বছর পরপর হয়, তেমনি মধ্যবর্তী নির্বাচন হয় ২ বছর পরপর।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মতো মধ্যবর্তী নির্বাচনও যুক্তরাষ্ট্রের সব স্টেট ও অঞ্চলে একই সময়ে আয়োজন করা হয়। এই নির্বাচনের প্রার্থিতা যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়ে যায় নির্বাচনের এক বছর আগেই।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যেমন ২ প্রধান দল রিপাবলিকান পার্টি ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থীদের মধ্যে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তেমনি মধ্যবর্তী নির্বাচনেও মূলত এই ২ প্রধান দলের প্রার্থীরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অনেক ছোট ছোট দলের পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নির্বাচনে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

'মধ্যবর্তী নির্বাচন' প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে রিপাবলিকানরা অনেক ক্ষমতাবান। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজে রিপাবলিকান পার্টির সদস্য। কংগ্রেসের উচ্চ ও নিম্ন কক্ষে রিপাবলিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। যুক্তরাষ্ট্রে এমন পরিস্থিতিকে 'ট্রাইফেক্টা' বলে। অর্থাৎ, প্রেসিডেন্ট এর পাশাপাশি কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটে রিপাবলিকানদের আধিপত্য–তথা ক্ষমতার তিন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে রিপাবলিকানদের জয়জয়কার।

যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে ১০০ আসনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ৫১ আসন প্রয়োজন। বর্তমানে সিনেটে ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির ৫৩ সদস্য আছেন। বিরোধী ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্য ৪৫ জন।

কংগ্রেসের ৪৩৫ সদস্যের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার জন্য একটি দলকে ২১৮ আসনে জিততে হয়। বর্তমানে ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির সদস্য আছেন ২১৮ জন। বিরোধী ডেমোক্র্যেটিক পার্টির সদস্য সংখ্যা ২১৪ জন। এ ছাড়া, একজন আছেন স্বতন্ত্র।

এমন বাস্তবতায়, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেকে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ভেবে কোনোকিছুর তোয়াক্কা না করেই একক সিদ্ধান্তে দেশ পরিচালনা করছেন।

কংগ্রেসের উভয় কক্ষে রিপাবলিকান পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও শুধু বিরোধী ডেমোক্র্যাটদের মুখোমুখি হতে না চাওয়া প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, কংগ্রেসকে পাস কাটিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো নির্বাহী আদেশ দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন।

যেমন, কোনো দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হলে কংগ্রেসের অনুমতি প্রয়োজন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কংগ্রেসের অনুমতি না নিয়েই ইরানে প্রায় ৮ মাস ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি এই যুদ্ধকে 'যুদ্ধ' না বলে 'অভিযান' শব্দটি ব্যবহার করছেন স্রেফ কংগ্রেসের বিধিনিষেধ এড়িয়ে চলার জন্য।

এমনকি, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মেক্সিকো উপসাগরের নাম বদলে 'গালফ অব আমেরিকা' রেখেছেন তার নির্বাহী আদেশে।

গত ১৭ অক্টোবর ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম স্কাই নিউজ এক প্রতিবেদনে জানায়–প্রথম ও দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৫০০ এর বেশি নির্বাহী আদেশ দিয়েছেন। যা তার পূর্বসূরি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও বারাক ওবামার মোট নির্বাহী আদেশের বেশি।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামা মোট নির্বাহী আদেশ দিয়েছিলেন ২৭৭টি। প্রেসিডেন্ট বাইডেন নির্বাহী আদেশ দিয়েছিলেন ১৬২টি।

এমন পরিস্থিতিতে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি প্রাণপণ চেষ্টা করছে, তাদের প্রার্থীরা যেন এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জিততে পারেন। তারা যেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের 'স্বেচ্ছাচারিতা'র বিরুদ্ধে সরব হতে পারেন।

বিপরীতে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চাচ্ছেন তার দলের প্রার্থীরা বিজয়ী হয়ে আবারও কংগ্রেসের উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখুক।

কেননা, কংগ্রেসে ট্রাম্পবিরোধীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডের ওপর নজরদারি ও তার বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে তা তদন্ত করতে পারবেন।

বলা বাহুল্য, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চান না তার পরবর্তী দুই বছরের শাসনামলে এমন 'অনাকাঙ্ক্ষিত' পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে।

ভয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প?

চলমান ইরান যুদ্ধের কারণে বিশ্বজুড়ে জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ায় এর প্রভাব পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারেও। বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত ও ধনী দেশটিতে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি ও সেই কারণে অন্যান্য নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়া নিয়ে ভোটাররা ট্রাম্প ও তার দলের ওপর নাখোশ।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বারবার কংগ্রেসকে এড়িয়ে নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তার নিজ দল রিপাবলিকান পার্টির অনেকে গুরুত্বপূর্ণ নেতাও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ট্রাম্পের কর্মকাণ্ড নিয়ে দলের নিষ্ক্রিয়তায় বিরক্ত।

এ ছাড়া, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অভিবাসনবিরোধী জোরালো অভিযান অভিবাসীদের দেশ যুক্তরাষ্ট্রের ভোটারদের অনেকের মনে ট্রাম্প তথা রিপাবলিকান পার্টি সম্পর্কে 'নেতিবাচক' মনোভাব বাড়িয়ে দিয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকে বলছেন, ভোটের মাঠে সার্বিক অবস্থা 'বেগতিক' দেখে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোটারদের আকৃষ্ট করতে জনপ্রতি ৫ হাজার ডলার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

তাদের মতে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কংগ্রেসের দুই কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখতে মরিয়া; কারণ, তা না হলে ডেমোক্র্যাট-সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসের হাতে তার 'বন্দি' হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে।

সমালোচকরা আরও বলছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এখন আর আমেরিকার তরুণদের 'উজ্জ্বল' ভবিষ্যতের আশা দেখাতে পারছেন না। তাই তাদের 'উপঢৌকন' দিয়ে প্ররোচিত করার চেষ্টা করছেন, আর তা ভীষণভাবে অনৈতিক।

অনেকে এই ৫ হাজার ডলার দেওয়া ঘোষণাকে ট্রাম্পের 'ভয়' পেয়ে যাওয়ার লক্ষণ বলেও মন্তব্য করছেন।

প্রেসিডেন্ট এর জন্য 'গণভোট'!

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যুক্তরাষ্ট্রের 'মধ্যবর্তী' নির্বাচনকে দেশটির মহাক্ষমতাবান প্রেসিডেন্ট এর কর্মকাণ্ডের ওপর দেশবাসীর 'গণভোট' হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মহাক্ষমতাবান হলেও তার 'লাগাম' থাকে কংগ্রেসের ওপর। আইনি-শাসনের দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে আইনসভার ওপর নির্ভর করে চলতে হয়, যাতে কেউ একক ক্ষমতার অধিকারী বা 'স্বৈরাচার' হতে না পারেন।

ট্রাম্প-সমালোচকরা বলছেন–সর্বশেষ ইরানে হামলা চালিয়ে 'যুদ্ধবিরোধী বক্তব্য দিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া' ট্রাম্প বিশ্ববাজারকে প্রভাবিত করেছেন। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা যুক্তরাষ্ট্রকেও ধাক্কা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভোটারদের কাছে ট্রাম্পের 'কারিশমা'য় ধস নেমেছে। তিনি এখন আরও ভোটারদের আকৃষ্ট করতে পারছেন না।

ভোটের মাঠে দেখা যাচ্ছে–ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট'-নীতি এখন প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা ব্যবহার করছেন।

গত ১৩ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম সিএনএন এক প্রতিবেদনে জানায়–যুক্তরাষ্ট্রের ৬৪ শতাংশ মানুষ ট্রাম্পকে অপছন্দ করছেন। পছন্দ করছেন ৩৪ শতাংশ।

সংবাদমাধ্যমটি গত বছর ১৮ জুলাই এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রের মাত্র ২৩ শতাংশ নাগরিক মনে করেন গাজায় ইসরায়েল যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল তা 'ঠিক আছে'।

গত ৭ এপ্রিল পিউ গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিবেদনে বলা হয়, ৬০ শতাংশ আমেরিকান তাদের প্রধান মিত্র ইসরায়েলের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করছেন।

এবার ডেমোক্র্যাটদের অনেক প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট প্রার্থী বলছেন–ইসরায়েলের প্ররোচনায় ইরানে হামলা চালিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমেরিকার ক্ষতি করছেন। তাই তারা বিজয়ী হলে আমেরিকার স্বার্থই আগে দেখবে।

বিজয়ী হলে তারা নিত্যপণ্যের দাম ও বাড়ি ভাড়া কমানো এবং সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকে বলছেন–এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ট্রাম্পের রিপাবলিকান প্রার্থীদের বিজয়ী হওয়ার জন্য 'বেশ কাঠখড়' পোড়াতে হচ্ছে। আবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও চান না ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে তার 'ঘুম হারাম' করে দিক।

ভোটাররা যদি প্রেসিডেন্ট এর ওপর খুশি থাকেন তাহলে তার দলের সদস্যদের নির্বাচিত করে কংগ্রেসে পাঠাবেন। বিপরীতে, তারা যদি প্রেসিডেন্ট এর কাজে নাখোশ হন তাহলে তার ক্ষমতা সীমিত করতে তার বিরোধী দলের প্রার্থীদের নির্বাচিত করে কংগ্রেসে পাঠাবেন।

অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক মধ্যবর্তী নির্বাচনকে প্রেসিডেন্ট এর জন্য 'গণভোট' হিসেবেও দেখে থাকেন। কেননা, এর মাধ্যমে বর্তমান ক্ষমতাসীন প্রশাসনের ওপর আমেরিকানদের 'সমর্থন' বা 'হতাশা' প্রকাশ পায়।

তারা মনে করেন, এই নির্বাচন মহাক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট এর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের সুবর্ণ সুযোগ।

এক নজরে যুক্তরাষ্ট্রের 'মধ্যবর্তী' নির্বাচন

মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটাররা কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ 'হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস' ও উচ্চকক্ষ 'সিনেট'-এর সদস্যদের নির্বাচিত করেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ২ বছর তিনি কেমন কাজ করলেন তা যাচাই এবং পরবর্তী ২ বছর তাকে কেমন কাজ করতে হবে–এর দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মতো মধ্যবর্তী নির্বাচন নিয়েও যুক্তরাষ্ট্রে যেমন বেশ হইচই হয়, তেমনি সারা দুনিয়ার নজর থাকে। হাউস ও সিনেট সদস্য হিসেবে কারা বিজয়ী হচ্ছেন তা নিয়ে আগ্রহ থাকে অনেকের।

যে দলের প্রার্থীরা বেশি সংখ্যক নির্বাচিত হবেন তারা কংগ্রেসের ওপর তত বেশি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারবেন। কংগ্রেসে আইন তৈরির পাশাপাশি জাতীয় বাজেট, কোনো দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে যখন যিনি প্রেসিডেন্ট হন তিনি চান তার দল মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ ও উচ্চকক্ষ সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাক। এমনটি হলে সেই রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেন্ট নির্বিঘ্নে পুরো ৪ বছর মেয়াদে দেশ চালাতে পারেন। কংগ্রেস সদস্যরা তার অনুগত থাকায় রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেন্ট নিজের নির্বাহী আদেশগুলো সুবিধামতো কংগ্রেসে পাস করিয়ে নিতে পারেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও জ্বালানিমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে, নইলে প্রধানমন্ত্রীকে

১৪ পৃষ্ঠার পর

করতে পারেনি, জনগণকে কীভাবে রক্ষা করবে?'

তরুণদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের তরুণদের আবারও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষের জনগণকে মুজিববাদী ফ্যাসিবাদী শক্তি এবং দুর্নীতিবাজ সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাস্তায় নামতে হবে।'

দেশকে অস্থিতিশীল করার নানা ষড়যন্ত্র চলছে বলেও অভিযোগ করেন নাহিদ ইসলাম।

নাহিদ ইসলাম অভিযোগ করেন, জাপান সফরে গিয়ে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে করিডোর তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। ভারতের হাতে অবৈধ করিডোর তুলে দেওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছেন তারেক রহমান। তিনি বলেন, 'আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, এ ধরনের কোনো অবৈধ করিডোর বাংলাদেশের জনগণ মেনে নেবে না।'

আগামী ডিসেম্বরে গঙ্গা চুক্তি ন্যায্যভাবে তৈরি দাবি জানিয়ে নাহিদ বলেন, 'এবার আমরা গঙ্গা চুক্তিতে কোনভাবে এক বিন্দু পরিমাণ আমাদের ন্যায্য হিসায় আমরা ছাড় দেবো না ইনশাআল্লাহ।'

রোগ প্রতিরোধে জাপানের প্রযুক্তি

১৯ পৃষ্ঠার পর

প্রয়োজনীয় ওষুধ গ্রহণ করবেন? এক মাস পর তার রক্তচাপ আবার পরীক্ষা হবে? অবস্থার অবনতি হলে তিনি কি যথাযথ হাসপাতালে পৌঁছাবেন? আর চিকিৎসা শেষে গ্রামের স্বাস্থ্যকর্মী কি জানতে পারবেন তার পরবর্তী করণীয় কী?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তরেই লুকিয়ে আছে একটি কার্যকর স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভিত্তি। আগাম ঝুঁকি শনাক্তকরণ, যথাযথ রেফারেল সম্পন্ন করা এবং ধারাবাহিক ফলোআপ-এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন।

তিন বছরে কীভাবে পরিবর্তন সম্ভব?

বাংলাদেশের জন্য একটি বাস্তবসম্মত লক্ষ্য হতে পারে আগামী তিন বছরে বিদ্যমান স্বাস্থ্য অবকাঠামোর সঙ্গে ডিজিটাল প্রতিরোধমূলক সেবা সংযুক্ত করা। প্রথম বছরে নির্বাচিত ইউনিয়নে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে। স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতে স্বল্পমূল্যের নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল চিকিৎসা সরঞ্জাম, রোগীর ইলেকট্রনিক স্বাস্থ্যরেকর্ড এবং চিকিৎসকের সঙ্গে দূরবর্তী পরামর্শের ব্যবস্থা দিতে হবে। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও অন্যান্য অগ্রাধিকারভিত্তিক স্বাস্থ্যঝুঁকি শনাক্ত করে প্রতিটি মানুষের একটি স্বাস্থ্য প্রোফাইল তৈরি করা সম্ভব।

দ্বিতীয় বছরে সফল মডেলগুলো উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। রোগীকে কোথায় পাঠানো হলো, তিনি সেখানে পৌঁছালেন কি না, কী চিকিৎসা পেলেন এবং পরবর্তী ফলোআপ হলো কি না-এসব তথ্য একটি সমন্বিত ব্যবস্থায় পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

তৃতীয় বছরে জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের প্রস্তুতি নেওয়া যেতে পারে। ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যঝুঁকির ড্যাশবোর্ড তৈরি হলে সরকার বুঝতে পারবে, কোথায় কোন রোগ বাড়ছে, কোথায় স্বাস্থ্যকর্মীর প্রয়োজন বেশি এবং কোন এলাকায় ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তিন বছরে পুরো দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। কিন্তু একটি কার্যকর, পরিমাপযোগ্য ও সম্প্রসারণযোগ্য প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

বিদেশে চিকিৎসার ব্যয় কমানোর সম্ভাবনা

বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রতি বছর উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারত, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরে যান। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বিদেশে চিকিৎসার পেছনে বছরে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি ব্যয়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাওয়ার সব প্রয়োজন প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে দূর করা সম্ভব নয়। জটিল অস্ত্রোপচার, ক্যানসারের বিশেষায়িত চিকিৎসা এবং উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর সেবার প্রয়োজন থাকবেই। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি রোগ আগেভাগে শনাক্ত ও নিয়ন্ত্রণ করা গেলে কিছু ব্যয়বহুল জটিলতা প্রতিরোধ করা সম্ভব। একইসঙ্গে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার মান ও মানুষের আস্থা বাড়ানো গেলে বিদেশমুখী রোগীর একটি অংশকে দেশেই সেবা দেওয়া যাবে।

এখানে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবাকে শুধু সামাজিক ব্যয় হিসেবে নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। একটি সুস্থ জনগোষ্ঠী কর্মক্ষমতা বাড়ায়, পরিবারের চিকিৎসা ব্যয় কমায় এবং জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: চিকিৎসকের সময় ও রোগীর প্রয়োজনের মধ্যে সেতুবন্ধন

একজন রোগীর অসুস্থতা, উপসর্গ, পারিবারিক ইতিহাস ও দৈনন্দিন সমস্যার কথা বলার জন্য হয়তো ১০০ মিনিট প্রয়োজন। কিন্তু ব্যস্ত চিকিৎসকের হাতে সেই রোগীর জন্য সময় থাকতে পারে মাত্র কয়েক মিনিট।

প্রশ্ন হলো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে রোগীর দীর্ঘ কথোপকথন, পূর্ববর্তী পরীক্ষার ফলাফল ও স্বাস্থ্য-ইতিহাস থেকে চিকিৎসকের জন্য এক মিনিটে পড়ার উপযোগী একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করা যায় না?

প্রযুক্তিগতভাবে এটি এখন সম্ভব। ভয়েস-এআই, স্বয়ংক্রিয় কথোপকথন বিশ্লেষণ ও মেডিকেল সামারাইজেশনের মাধ্যমে রোগীর গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ, ঝুঁকি ও চিকিৎসার ইতিহাস সংক্ষেপে উপস্থাপন করা যায়। তবে এআইয়ের তৈরি তথ্যের নির্ভুলতা যাচাই এবং চিকিৎসকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব মানুষের হাতেই থাকতে হবে।

আরও গবেষণার সুযোগ রয়েছে স্বল্পমূল্যে শরীর থেকে স্বাস্থ্যতথ্য সংগ্রহ, কণ্ঠস্বর থেকে নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্ভাব্য সংকেত শনাক্ত এবং দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য রেকর্ড বিশ্লেষণ করে রোগের ঝুঁকি পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে। এসব প্রযুক্তি যথাযথভাবে যাচাই করা গেলে বাংলাদেশের মতো সীমিত চিকিৎসকসম্পন্ন দেশে স্বাস্থ্যসেবার দক্ষতা বাড়াতে পারে।

স্বাস্থ্যতথ্য থেকে নতুন গবেষণা ও মানবসম্পদ তৈরি

বাংলাদেশে বিপুলসংখ্যক তরুণ-তরুণী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা সায়েন্স ও স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি নিয়ে পড়াশোনা করতে আগ্রহী। একটি জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্যব্যবস্থা তাদের জন্য গবেষণার নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে।

রোগীর পরিচয় শনাক্তকারী তথ্য যথাযথভাবে অপসারণ বা সুরক্ষিত করে, পুনঃশনাক্তকরণের ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং নৈতিক অনুমোদন নিশ্চিত করার পর স্বাস্থ্যতথ্য গবেষণায় ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে রোগের ভৌগোলিক বিস্তার, ওষুধের কার্যকারিতা, চিকিৎসার ফলাফল, স্বাস্থ্যসম্পদের চাহিদা এবং ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে গবেষণা সম্ভব হবে। পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন তথ্য থাকলে নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি ও ওষুধ আবিষ্কারের গবেষণাও উপকৃত হতে পারে।

তবে স্বাস্থ্যতথ্য অত্যন্ত সংবেদনশীল। শুধু নাম ও ঠিকানা মুছে দিলেই সব তথ্য নিরাপদ হয়ে যায় না। শক্তিশালী এনক্রিপশন, অনুমতিভিত্তিক প্রবেশাধিকার, তথ্য ব্যবহারের নিরীক্ষা, নিরাপদ গবেষণা পরিবেশ এবং স্বাধীন তদারকি অপরিহার্য। রোগীর আস্থা নষ্ট করে কোনো ডিজিটাল স্বাস্থ্যব্যবস্থা টেকসই হতে পারে না।

জাপানের সঙ্গে সাহায্যনির্ভর নয়, দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্যিক অংশীদারত্ব

প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরে স্বাস্থ্যখাতের সহযোগিতাকে শুধু অনুদান বা চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। বরং দুই দেশের সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রস্তুতকারকদের নিয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি বাংলাদেশ-জাপান প্রিভেন্টিভ ডিজিটাল হেলথ পার্টনারশিপ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

প্রাথমিক পর্যায়ে জাপানি প্রতিষ্ঠানগুলো মানসম্মত স্বাস্থ্যপরীক্ষার যন্ত্র, সফটওয়্যার, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা সরবরাহ করতে পারে। বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় বাস্তবায়ন, সফটওয়্যার উন্নয়ন, স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও সেবা পরিচালনায় অংশ নেবে।

পরবর্তী পর্যায়ে যৌথ গবেষণা, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও স্থানীয় উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব। পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যপরীক্ষার যন্ত্র, আনুষঙ্গিক উপকরণ ও নিয়মিত ব্যবহারযোগ্য কনজিউমেবলস উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিনিয়োগ শুরু করা যেতে পারে।

'মেড ইন বাংলাদেশ' স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি কি খুব কঠিন লক্ষ্য? মোটেও অসম্ভব নয়। তবে চিকিৎসা সরঞ্জামের মান নিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, নিরাপত্তা পরীক্ষা, নিয়ন্ত্রক অনুমোদন ও নির্ভরযোগ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

এ ধরনের সহযোগিতায় জাপানি প্রতিষ্ঠানগুলো একটি নতুন বাজার, স্থানীয় উৎপাদন অংশীদার ও যৌথ গবেষণার সুযোগ পাবে। বাংলাদেশ পাবে প্রযুক্তি, দক্ষ মানবসম্পদ, নতুন কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি রপ্তানির সম্ভাবনা।

জাপানে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে কর্মরত বাংলাদেশি স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি গবেষকদের নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা কনসোর্টিয়ামও গঠন করা যেতে পারে। এই কনসোর্টিয়াম কম খরচে রোগনির্ণয়,

এআইভিত্তিক ঝুঁকি মূল্যায়ন, নিরাপদ স্বাস্থ্যতথ্য ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার কার্যকারিতা নিয়ে যৌথ গবেষণা পরিচালনা করতে পারে।

সুযোগের পাশাপাশি চ্যালেঞ্জও রয়েছে

প্রযুক্তি কিনলেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে না। স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ, চিকিৎসকদের সম্পৃক্ততা, পরীক্ষার নির্ভুলতা, নিয়মিত সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ, ইন্টারনেট সংযোগ ও রোগীর আস্থা-সবই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, একটি প্রকল্প শেষ হওয়ার পর সেবাটি কীভাবে চলবে। তাই শুরু থেকেই সরকারের বাজেট, স্থানীয় ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্ব, চিকিৎসকের সঙ্গে সংযোগ এবং সেবার ফলাফল মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সাফল্য পরিমাপ করতে হবে শুধু কতজন মানুষের স্বাস্থ্যপরীক্ষা হলো তা দিয়ে নয়; বরং কতজন ঝুঁকিপূর্ণ রোগী চিকিৎসা পেলেন, কতজনের রেফারেল সম্পন্ন হলো, কতজন নিয়মিত ফলোআপে থাকলেন এবং কতটা প্রতিরোধযোগ্য জটিলতা কমানো গেল-এসব সূচক দিয়ে।

প্রধানমন্ত্রীর সফর থেকে একটি বাস্তব উদ্যোগ

বাংলাদেশ ও জাপান চাইলে প্রধানমন্ত্রীর এই সফরে একটি যৌথ উদ্যোগের ঘোষণা দিতে পারে, যার লক্ষ্য হবে আগামী তিন বছরে বাংলাদেশের বিদ্যমান প্রাথমিক স্বাস্থ্য অবকাঠামো ব্যবহার করে একটি নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও সম্প্রসারণযোগ্য প্রতিরোধমূলক ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা মডেল প্রতিষ্ঠা করা।

এর জন্য শুরুতেই বিশাল নতুন অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকরভাবে সংযুক্ত করা, স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্ষমতা বাড়ানো, চিকিৎসকের সঙ্গে রোগীর যোগাযোগ নিশ্চিত করা এবং প্রতিটি রোগীর চিকিৎসা ও ফলোআপের ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠা করা।

জাপান কয়েক দশক ধরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, জনসংখ্যাভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তিনির্ভর সেবায় যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, বাংলাদেশ তা থেকে শিক্ষা নিয়ে অনেক কম সময়ে নিজস্ব মডেল তৈরি করতে পারে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের ভবিষ্যৎ শুধু কতগুলো নতুন হাসপাতাল তৈরি হলো, তা দিয়ে নির্ধারিত হওয়া উচিত নয়; বরং কত মানুষকে সুস্থ রাখা গেল, কত রোগ আগেভাগে শনাক্ত হলো এবং কত পরিবারকে প্রতিরোধযোগ্য চিকিৎসাব্যয় থেকে রক্ষা করা গেল- সেটিই হওয়া উচিত সাফল্যের প্রধান মাপকাঠি।

প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফর সেই পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে। বাংলাদেশ পেতে পারে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, আর জাপান পেতে পারে স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি, গবেষণা ও শিল্প সহযোগিতার একটি দীর্ঘমেয়াদি অংশীদার।

অধ্যাপক ড. আশির আহমেদ: কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান। গবেষণার ক্ষেত্র: ডিজিটাল হেলথ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও স্বল্পব্যয়ের স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি।

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সরকারি

১৯ পৃষ্ঠার পর

কারণ ওয়াকআউট করার মতো কোনো ঘটনাই ঘটেনি। কিছুক্ষণ পর ঝাঁঝালো কণ্ঠে শেখ হাসিনা বললেন, 'আপনাদের যা খুশি করেন।' তার সেই জবাব থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, ওয়াকআউট করার সিদ্ধান্ত মানতে না চাওয়ায় তিনি খুশি ছিলেন না।

'জনগণের সদন' বা সংসদের কার্যক্রমের প্রতি বিরোধীদলীয় নেতার মনোভাব কতটা তাচ্ছিল্যপূর্ণ হতে পারে, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার সেটাই ছিল। এরপর ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি উঠতে দেখলাম আমরা। তখনো নির্বাচনের কয়েক বছর বাকি। কিন্তু, এই দাবিতে ঘন ঘন 'ওয়াকআউট', পরে 'বয়কট' এবং শেষ পর্যন্ত পদত্যাগের ঘটনা ঘটে, যার ফলে সংসদ পুরোপুরি একপাক্ষিক এবং কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়ে।

সংসদের ভেতরে যখন এই পরিস্থিতি, রাজপথে তখন চলছিল সহিংসতা, পুলিশের সঙ্গে লাগাতার সংঘর্ষ এবং বিশৃঙ্খলা। ঘন ঘন হরতালের ডাক। একদিন, দুদিন, তিনদিন, এমনকি একসময় পুরো সপ্তাহ হরতাল থাকতো। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে সংসদের প্রতি অশ্রদ্ধা তৈরি হয়। অজান্তেই আমরা আমাদের কাজ, সময়সূচি ও সময়সীমার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ি। সেটার প্রভাব পড়ে আমাদের কর্মসংস্কৃতির ওপর। এমনকি আজও আমরা সেই অবস্থা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারিনি।

পরিহাসের বিষয় হলো, বিরোধী দলের কর্মকাণ্ড যতই ধ্বংসাত্মক হোক না কেন, পরবর্তী নির্বাচনে তারাই জয়ী হতো। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ, ২০০১ সালে বিএনপি এবং ২০০৯ সালে আবার আওয়ামী লীগ জয়ী হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার ফলে এমন একটি ধারা তৈরি হয় যে, ক্ষমতাসীন দল সবসময়ই নির্বাচনে হেরে যায়। যার ফলে বিরোধী দলের মনে এই নেতিবাচক ধারণা গেঁথে যায়, তাদের রাজনীতি যত ধ্বংসাত্মকই হোক না কেন, তা ক্ষমতাসীন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ভূমিকা রাখে। স্থিতিশীলতা ও সামাজিক শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিরোধী দলের কোনো দায়বদ্ধতা ছিল না।

আওয়ামী লীগ আঁচ করতে পেরেছিল, এই ধারা অব্যাহত থাকলে তারা পরবর্তী নির্বাচনে হেরে যাবে। সেজন্যই ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর পরবর্তী নির্বাচনের আগেই ২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল করে দেয়। ক্ষমতাসীন দলের অধীনেই নির্বাচন আয়োজনের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করে তারা। যার পরিণতিতে আমরা ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের সম্পূর্ণ কারচুপিপূর্ণ নির্বাচন প্রত্যক্ষ করি।

কারচুপির নির্বাচনের প্রভাব আমাদের প্রায় সব প্রতিষ্ঠানে পড়ে। পুলিশ, আমলাতন্ত্র, গোয়েন্দা সংস্থা, নিম্ন আদালত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতিকীকরণ হয়। বেসরকারি খাতকেও সরকারের অনুগত থাকার জন্য প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়তে হয়েছিল।

বর্তমান পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হলে আমাদের অতীতের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং সংসদকে সত্যিকার অর্থে কার্যকর করার মধ্য দিয়ে এর শুরু করতে হবে। গণতান্ত্রিক যাত্রা নতুন করে শুরু করার জন্য জুলাই গণঅভ্যুত্থান আমাদের সামনে এক নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে এবং এর সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতে হবে।

তবে নতুন সংসদেও আমাদের শুরুটা খুব একটা সুখকর ছিল না। গণভোট অনুযায়ী সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের জন্য শপথ নিতে বিএনপি রাজি না হওয়ায় জামায়াতের সঙ্গে তাদের মতপার্থক্যের শুরু হয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্দেশনায় আইনপ্রণেতাদের একইসঙ্গে সংসদ সদস্য ও সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের বিধান রাখা হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা না করেই অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশের মেয়াদ শেষ হতে দিয়েছে বিএনপি। এসব অধ্যাদেশের মধ্যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, গুম এবং দুর্নীতি দমন ও মানবাধিকার কমিশনকে শক্তিশালী করার মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সংসদের তৃতীয় অধিবেশনে সরকার ও বিরোধী দলের দূরত্ব আরও বেড়ে যায়। এই অধিবেশনে ছয়টি বিল পাস হয়, যেগুলোর বিরোধিতা করেছে বিরোধী দল। বিশেষ করে গুম, মানবাধিকার কমিশনসহ যেসব বিষয়সংক্রান্ত অধ্যাদেশের মেয়াদ শেষ হতে দেওয়া হয়েছিল, সেসব বিষয়ে উত্থাপন করা বিলগুলোর কঠোর সমালোচনা করে তারা।

এরপর আসে আরও বড় ধাক্কা। ৫০টি সংসদীয় কমিটির সভাপতি পদের মধ্যে বিরোধী দলকে দেওয়া হয় মাত্র একটি-পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি। অথচ, বিরোধী দলের দাবি ছিল ২৬ শতাংশ সংসদীয় কমিটির সভাপতি পদ।

সংবিধান সংশোধনে ১৭ সদস্যের সংসদীয় কমিটি গঠনে বিএনপির উদ্যোগ এবং সেখানে বিরোধী দলের পাঁচজন সদস্য দেওয়ার প্রস্তাবও তারা গ্রহণ করেনি। কারণ, বিরোধী দলের দাবি ছিল, এটি জুলাই সনদ পরিপন্থী। এখন পর্যন্ত এই কমিটি জুলাই সনদে সই করা সব দলকে তাদের মতামত জানানোর জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে, যেখানে বিরোধী জোট অংশ নেয়নি।

এটা স্পষ্ট যে বিরোধী দলের উত্থাপন করা কিছু বিষয় নিয়ে ক্ষমতাসীন বিএনপি আরও সতর্ক ও বিচক্ষণ হতে পারত। আমরা মনে করি, বিরোধী দলের যুক্তিগুলো বিবেচনা করার মতো যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ রয়েছে এবং শুরুর দিকের কিছু লক্ষণ বেশ উদ্বেগজনক। দুইপক্ষের মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। বিরোধী দল সরকারি দলের কঠোর সমালোচনা করবে, সেটিও স্বাভাবিক ও যৌক্তিক।

আমরা আগেও বলেছি, আবারও বলছি-বিরোধী দলের রাজপথে নামার হুমকি দেওয়ার মতো সময় এখনো আসেনি। সরকারের ব্যর্থতা ও ঘাটতি তুলে ধরা, দলীয় নিয়োগ প্রকাশ্যে আনা এবং দুর্নীতির যেকোনো ঘটনা উন্মোচন করা উচিত। কিন্তু সরকারকে অস্থিতিশীল করার হুমকি, অনিশ্চয়তার পরিবেশ সৃষ্টি এবং একটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত নির্বাচনের পরও জনমনে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ভয় তৈরি করা কোনোভাবেই যৌক্তিক বা গ্রহণযোগ্য নয়।

আমরা যদি সত্যিই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে চাই, তাহলে ক্ষমতাসীন দলকে বিরোধী দলের দাবির প্রতি আরও সহনশীল এবং বিরোধী দলকে তাদের কর্মকাণ্ড ও বক্তব্যে আরও সংযত ও পরিণত হওয়ার আহ্বান জানাই। আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্র যাতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ করতে পারে, তার জন্যও এটি অপরিহার্য।

মাহফুজ আনাম: সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার

ইরানই আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু

৭ পৃষ্ঠার পর

ইরানে যৌথ হামলা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র ইসরায়েল। উপসাগরীয় যে দেশগুলোয় যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি আছে, সেগুলোতে হামলা চালিয়ে ইরান পাল্টা জবাব দেয়।

পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় গত এপ্রিলে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি হয়। পরে মেয়াদ অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়ানো হয়েছিল।

যুদ্ধবিরতির মধ্যেও উভয়পক্ষ হামলা অব্যাহত রেখেছিল, বিশেষ করে হরমুজ প্রণালি অঞ্চলে। গত ৮ জুলাই এই যুদ্ধবিরতি অবসানের ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

রাশিয়ার যুদ্ধে বাংলাদেশসহ

১৪ পৃষ্ঠার পর

জবরদস্তির শিকার ব্যক্তিরা সবাই পুরুষ। তাদের বয়স ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। অধিকাংশই অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্য এবং সীমিত শিক্ষার সুযোগ পাওয়া মানুষ। তাদের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাশিয়ায় আকর্ষণীয় বেতনের চাকরির প্রস্তাব দেয়া হতো।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে তদন্ত কমিশন রাশিয়ায় যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত কয়েকটি ব্যবসায়িক ভিসার অনুলিপি হাতে পেয়েছে।

রাশিয়ার একটি বেসামরিক প্রতিষ্ঠান এসব ভিসা ব্যবহার করে বাংলাদেশী নাগরিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ভ্রমণের উদ্দেশ্য কাগজপত্রে বেসামরিক হিসেবে দেখানো হলেও কমিশনের তদন্তে দেখা গেছে, এর আড়ালেই রুশ সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের ঘটনা ঘটেছে।

কমিশনের প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, বিভিন্ন দেশে সক্রিয় নিয়োগকারী এজেন্ট ও সংস্থাগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন মাধ্যমে রাশিয়ায় ভালো বেতনের চাকরির বিজ্ঞাপন দিত। নিরাপত্তাকর্মী, গাড়িচালক, নির্মাণশ্রমিক, মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ান, কারখানার শ্রমিক ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীসহ বিভিন্ন পেশায় চাকরির প্রস্তাব দেয়া হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাশিয়ার নাগরিকত্ব ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতিও দেয়া হতো।

নিয়োগকারী এজেন্টরা নিজেদের বৈধ বা সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচয় দিত। চাকরির প্রস্তাব বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র দেখানো হতো। এরপর ভিসা, উড়োজাহাজের টিকিট এবং ভ্রমণসংক্রান্ত অন্যান্য ব্যবস্থা করে তাদের রাশিয়ায় পাঠানো হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এজেন্টরা নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে রাশিয়ায়ও যেত।

বাংলাদেশীদের নিয়ে পাওয়া তথ্যেও একই ধরনের প্রতারণার চিত্র উঠে এসেছে। কমিশনের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, রাশিয়ায় পৌঁছানোর পর অনেক বিদেশী নাগরিককে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়। এসব চুক্তি রুশ ভাষায় লেখা হওয়ায় অনেকেই এর শর্ত বুঝতে পারেননি। তাদের কারও কারও পাসপোর্ট ও মুঠোফোন কেড়ে নেয়া হয়। চলাফেরার স্বাধীনতাও সীমিত করা হয়। একপর্যায়ে তারা জানতে পারেন, বেসামরিক চাকরির পরিবর্তে তাদের রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীতে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশের এক ভুক্তভোগীর স্ত্রীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়, তার স্বামীর পাসপোর্ট নিয়ে তাকে চুক্তির বিভিন্ন জায়গায় স্বাক্ষর করতে বলা হয়েছিল। চুক্তিটি ছিল শুধু রুশ ভাষায়। ওই নারীর ভাষ্য অনুযায়ী, তার স্বামী প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়েছিলেন এবং তার সামনে কার্যত কোনো বিকল্প ছিল না।

তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রুশ বাহিনীতে নিয়োগের পর বিদেশী নাগরিকদের ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখসারিতে পাঠানো হয় এবং বিপজ্জনক দায়িত্ব দেয়া হয়। তাদের অনেকে নিহত, আহত, বন্দী কিংবা নিখোঁজ হয়েছেন।

এসব ঘটনায় ভুক্তভোগীদের পরিবারের ওপরও নেমে এসেছে দীর্ঘ অনিশ্চয়তা ও আর্থিক চাপ। চাকরির আশায় বিদেশে যেতে কেউ কেউ নিয়োগ ফি হিসেবে বিপুল অর্থ দিয়েছেন। পরিবারের সদস্যরা ঋণ করেছেন কিংবা সম্পদ বিক্রি করেছেন। পরে স্বজনের মৃত্যুসংবাদ পেলেও কোনো কোনো পরিবার তাঁর মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। নিখোঁজ স্বজনের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করেও অনেক পরিবার নির্ভরযোগ্য তথ্য পায়নি।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, নিয়োগকারী এজেন্টরা অনেক ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের পরিবারের ফোনও ধরত না।

এসব ঘটনা ২৯টি দেশের নাগরিকদের নিয়োগের সামগ্রিক চিত্র হিসেবে প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রতিটি ঘটনা ঘটেছে কি না, তা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

সংগৃহীত প্রমাণের ভিত্তিতে কমিশন সংশ্লিষ্ট ঘটনায় রাশিয়ার কর্তৃপক্ষের মানবপাচার ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি চিহ্নিত করেছে। কমিশন রাশিয়াকে এ ধরনের নিয়োগ বন্ধ করা, পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সামরিক বাহিনী থেকে অব্যাহতি দেয়া এবং জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকারকে ভুক্তভোগীদের মুক্ত করতে রুশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ, পাচারকারী চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রতারণামূলক নিয়োগ ঠেকাতে সচেতনতামূলক প্রচার চালানোর সুপারিশও করেছে।

রাশিয়ায় চাকরির প্রলোভনে বাংলাদেশীদের যুদ্ধে পাঠানোর ঘটনা এর আগেও সামনে এসেছে।

২০২৫ সালের নভেম্বরে ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে এই কথাগুলো উঠে এসেছিল। ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তৈরি ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ভালো বেতনের চাকরির আশায় বৈধ ভিসায় রাশিয়ায় যাওয়ার পর তাদের জোর করে সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়।

সম্প্রতি বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমেও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া বাংলাদেশীদের অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে। গত তিন বছরে এ যুদ্ধে অন্তত ৫৪ জন বাংলাদেশীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। নিহত ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের পরিবারের দুর্দশা, ঋণের বোঝা এবং মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনতে না পারার বিষয়গুলোও সামনে এসেছে।

জাতিসংঘের এ অনুসন্ধান বিদেশে কর্মসংস্থানের নামে প্রতারণা করে মানুষকে সশস্ত্র সংঘাতে যুক্ত করার আন্তর্জাতিক মাত্রা তুলে ধরেছে। বাংলাদেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রকৃত সংখ্যা, নিয়োগকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পরিচয় এবং নিখোঁজ বা আটকে পড়া ব্যক্তিদের অবস্থান নির্ধারণে আরো তদন্ত ও কার্যকর উদ্যোগের প্রয়োজন।

বিক্ষোভে বাতিল শ্রমমন্ত্রীর বিদেশ সফর, মন্ত্রীদের ডাকলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

১৫ পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, ‘শ্রমিকদের দাবি ছিল মজুরি বোর্ড। আজকে মজুরি বোর্ড গঠন করা হলো। আশা করি, এখন তারা রাস্তা ছেড়ে কলকারখানায় যোগ দেবে।’

‘শ্রমিক নেতারা আমাদের সঙ্গে বসে আহ্বান জানালো, সরকার রোববার মজুরি বোর্ড গঠন করবে, শ্রমিক ভাই-বোনরা তোমরা কলকারখানায় থাকো। কিন্তু আজ কয়েকটি কারখানায় অহেতুক ছুটি ঘোষণা করে দেওয়া হলো। তাদের বলা হলো, এখনো (মজুরি বোর্ড) ঘোষণা হয়নি। অথচ তাদের নেতাদের সঙ্গে নিয়েই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, আমরা আজ (বোর্ড) ঘোষণা দেবো,’ যোগ করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ‘আমার মনে হয় এটা খুবই পরিষ্কার, পরিকল্পিতভাবে কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠন এই কাজগুলো করছে, যাতে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আমার মনে হয়, জনগণ ও শ্রমিকরা এ ব্যাপারে পরিষ্কার হয়ে যাবে।’

ডিসেম্বরকে টার্গেট করে শ্রমিক অসন্তোষ হচ্ছে বলে মনে করছেন কি না–জানতে চাইলে শ্রমমন্ত্রী গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, ‘অবশ্যই! এটা তো পরিষ্কার। একটি ছাত্র সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদককে দেখা গেছে শ্রমিক সেজে সেখানে (ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবিতে চলা আন্দোলনে) গেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের ছবিও প্রকাশিত হয়েছে।’

কোন ছাত্র সংগঠন জানতে চাইলে তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, ‘নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্র সংগঠন!’

এদিকে, মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যানকে মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের পাশাপাশি স্বাধীন সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে পোশাকশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের প্রক্রিয়া শুরু করতে বলা হয়েছে। তবে বোর্ডের প্রথম বৈঠকের কোনো তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি। নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষণার সময়সীমাও জানানো হয়নি।

এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে বোর্ড চেয়ারম্যান শেখ আশফাকুর রহমানের ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

তবে এসএমএসে তিনি তাকে পরে ফোন করতে বলেন।



বাংলাদেশ কি প্রবৃদ্ধির ফাঁদ থেকে বের হতে পারবে

১৭ পৃষ্ঠার পর

সুদ দিতেও সরকারি আয়ের বড় অংশ চলে যাচ্ছে।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে সরকারকে এখন কিছু সুনির্দিষ্ট কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রথমত, ব্যাংকিং খাতে নিয়ম ও জবাবদিহি ফিরিয়ে আনতে হবে। ব্যাংকের দায়িত্ব হলো আমানতকারীদের টাকা নিরাপদ রাখা এবং ভালো ব্যবসায় ঋণ দেওয়া। বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত কোন ব্যাংকের ঋণ কতটা ঝুঁকিতে আছে, তা পরীক্ষা করা।

দুর্বল ব্যাংকগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লোকসান হিসাবভুক্ত করা, ঋণ আদায় করা এবং নিজেদের অর্থের ঘাটতি পূরণের পরিকল্পনা দিতে হবে। পরিষ্কার শর্ত ও আবার ঘুরে দাঁড়ানোর বিশ্বাসযোগ্য পরিকল্পনা ছাড়া ব্যাংক বা কোম্পানিকে বাঁচাতে করদাতাদের টাকা ব্যবহার করা উচিত নয়।

ব্যাংককে সরকারি সহায়তা দিলে সুশাসন, জবাবদিহি এবং খেলাপি ঋণ আদায়ের অগ্রগতি মাপার ব্যবস্থা থাকতে হবে। ঋণের চাপে থাকা কিন্তু ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা আছে-এমন কোম্পানিকে ঋণ শোধ ও ব্যবসা পুনরুদ্ধারের জন্য স্বচ্ছ, সময়সীমাবদ্ধ পরিকল্পনা দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, দাম বাড়া নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ব্যবসা ও উৎপাদন চালু রাখার দিকে নজর দিতে হবে। সরকারকে কম দরকারি খরচ কমাতে হবে এবং ব্যাংক থেকে অতিরিক্ত ঋণ নেওয়া এড়াতে হবে। সুদের হার ও ঋণ দেওয়ার নীতি এমনভাবে চালাতে হবে, যাতে মূল্যস্ফীতি কমে। করের আওতায় আরও মানুষ ও প্রতিষ্ঠান আনতে হবে, অপ্রয়োজনীয় করছাড় পর্যালোচনা করতে হবে এবং ডিজিটাল নথি ব্যবহার করে কর ফাঁকি কমাতে হবে।

তৃতীয়ত, সরকারি অর্থে নির্মাণ করা অবকাঠামো থেকে দীর্ঘমেয়াদি লাভ নিশ্চিত করতে হবে। জমি, নকশা, অর্থের ব্যবস্থা ও দরপত্র প্রস্তুত হওয়ার পর প্রকল্প শুরু করা উচিত। শুরু করার আগে খরচ কত, কী লাভ হবে এবং প্রকল্পটি কতটা দরকার-তা যাচাই করতে হবে। প্রকল্পের খরচ, অগ্রগতি ও কী ফল পাওয়ার কথা, তা প্রকাশ করতে হবে। রাস্তা, সেতু বা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও অর্থ রাখতে হবে। মন্ত্রণালয়গুলোকে জানাতে হবে, সরকারি টাকায় কী কাজ হলো এবং মানুষ কী সুবিধা পেল। প্রকল্প দেরি হলে, ভুলভাবে বাছাই হলে বা মানুষের যাতায়াত, জ্বালানি ও সেবা না বাড়লে শুধু বেশি টাকা খরচ করে টেকসই প্রবৃদ্ধি হবে না।

সবশেষে, বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতে নির্ভরযোগ্য জ্বালানি ও স্থির নিয়ম দরকার। সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে কত খরচ হবে এবং কবে শেষ হবে তা জানানো উচিত। বিদ্যুৎ কেনার চুক্তি প্রকাশ করতে হবে। বিদ্যুৎকেন্দ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন না করলেও প্রস্তুত থাকার জন্য যে টাকা পায়, সেই খরচও পর্যালোচনা করা দরকার। দেশে গ্যাস খোঁজার কাজ বাড়াতে হবে, বিদ্যুতের সঞ্চালনব্যবস্থা উন্নত করতে হবে এবং নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করতে হবে।

সরকার আইএমএফের সঙ্গে নতুন ঋণ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করছে। এই ঋণ কর্মসূচিতে বিভিন্ন খাতে সংস্কার সম্পন্ন করার শর্ত থাকবে। তবে সরকারের উচিত আইএমএফের ঋণ পাওয়া যাক বা না যাক, তার নিজে থেকেই সেই সংস্কারগুলো সম্পন্ন করা। চাপিয়ে দেওয়া শর্তের চেয়ে নিজ উদ্যোগে সংস্কার করলে তাতে মালিকানা থাকে।

ব্যাংক, ঋণগ্রস্ত ব্যবসা, জ্বালানির খরচ, কম সরকারি আয় ও দুর্বল বিনিয়োগ-সমস্যাগুলো একে অন্যের সঙ্গে জড়িত। তাই এগুলো একসঙ্গে সমাধানের জন্য দেশের ভেতর থেকেই সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে।

ড. ফাহমিদা খাতুন অর্থনীতিবিদ ও সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

মতামত লেখকের নিজস্ব



অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business



Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM



MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC

TAX FILING
IMMIGRATION
NOTARY PUBLIC
TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

Law Office of Mahfuzur Rahman



Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেটে প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

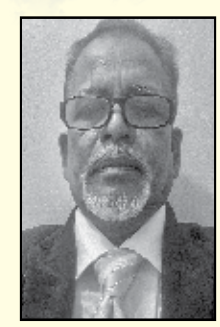


আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

Cheapest Domestic & International Air Tickets



MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

বাংলাদেশের পাঁচ কারাবন্দী

চই পৃষ্ঠার পর

বেশি সাংবাদিক কারাগারে ছিলেন। টানা পঞ্চম বছরের মতো কারাবন্দী সাংবাদিকের সংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়েছে। বিশ্বজুড়ে কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিস্তার এবং সশস্ত্র সংঘাত বেড়ে যাওয়াকে এর অন্যতম কারণ হিসেবে দেখছে সংগঠনটি।

জরিপে দেখা গেছে, টানা তিন বছর ধরে সাংবাদিকদের সবচেয়ে বেশি কারাগারে রেখেছে চীন। ২০২৫ সালে দেশটিতে অন্তত ৫০ জন সাংবাদিক বন্দী ছিলেন। ৩০ জন সাংবাদিককে কারাগারে রেখে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মিয়ানমার। ২০২৪ সালে দেশটি ছিল তৃতীয় স্থানে। অন্যদিকে ২৯ জন সাংবাদিককে কারাগারে রেখে দ্বিতীয় স্থান থেকে তৃতীয় স্থানে নেমে গেছে ইসরায়েল।

এ ছাড়া ২৪ জন সাংবাদিককে কারাগারে রেখে প্রথমবারের মতো শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে আজারবাইজান। ২০১৮ সালের পর এই প্রথম দেশটি তালিকায় উঠল। আগের বছরের তুলনায় দেশটিতে কারাবন্দী সাংবাদিকের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। রাশিয়া, বেলারুশ, মিসর ও ইরিত্রিয়ায় কারাবন্দী সাংবাদিকের সংখ্যা গত পাঁচ বছরের মতোই রয়েছে।

সবচেয়ে বেশি সাংবাদিককে কারাগারে রাখা দেশগুলোর একটি ইসরায়েল। ২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজা যুদ্ধ শুরুর পর দেশটি ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের ব্যাপক হারে গ্রেপ্তার করতে শুরু করে। তাঁদের অনেককে কী অভিযোগে আটক করা হয়েছে, তা জানানো হয়নি। আবার কাউকে কোনো অভিযোগ ছাড়াই নির্বিচার আটক রাখা হয়েছে। এসব কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।

ইসরায়েলের নাগরিকেরা বিস্তৃত নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করলেও অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনিদের ক্ষেত্রে বিচারব্যবস্থার মান সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে মনে করেন আইন বিশেষজ্ঞরা। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইসরায়েল ১১০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করেছে।

কারাগারে সাংবাদিকদের অনেক সময় নিষ্ঠুর ও জীবননাশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে রাখা হয়। মুক্তি পাওয়া এক ফিলিস্তিনি বন্দী কারাগারের সেই পরিস্থিতিকে তুলনা করেছেন 'জীবিত মানুষের কবরস্থান'-এর সঙ্গে। অনেক সাংবাদিককে বছরের পর বছর এসব ঝুঁকির মধ্যে থাকতে হয়।

সিপিজের ২০২৫ সালের জরিপে অন্তর্ভুক্ত সাংবাদিকদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি পাঁচ বছরের বেশি সাজা ভোগ করছেন। প্রায় অর্ধেক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এখনো কোনো সাজা ঘোষণা করা হয়নি। তাঁদের মধ্যে ২৬ শতাংশ পাঁচ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে সাজা ছাড়াই কারাগারে আছেন। যথাযথ বিচারপ্রক্রিয়া অনুসরণ এবং অযৌক্তিক বিলম্ব ছাড়াই বিচার সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে আন্তর্জাতিক আইনে। এ ধরনের আটক সেই আইনের লঙ্ঘন।











পুরান ঢাকার তেহারি



পরিচয় ডেস্ক : মজার একটি খাবারের নাম তেহারি। বিভিন্ন কায়দায় তেহারি রান্না করা হলেও পুরান ঢাকার তেহারির আলাদা কদর রয়েছে। নানা ধরনের মশলার ব্যবহার আর রান্নার বিভিন্ন কৌশল পুরান ঢাকার খাবারে তৈরি করে ভিন্ন স্বাদ। শাহী কিংবা নওয়াবী স্বাদও মেলে সেখানে।

উপকরণ. মাংস রান্নার জন্য: মাংস ছোট ছোট টুকরো করা: ২ কেজি (গরু বা খাসি) , গোলমরিচ গুঁড়া: ২ চা-চামচ (স্বাদমতো), এলাচ: ৮-১০টি, দারুচিনি: ৪ টুকরো, জায়ফল গুঁড়া: ১ চা-চামচ, জয়ত্রি গুঁড়া: ১ চা-চামচ, সরিষার তেল: ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি: দেড় কাপ, আদা বাটা: ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা: ৩ টেবিল চামচ, টক দই: ১ কাপ, কাঁচা মরিচ: ১০-১৫টি, আস্ত জিরা: ১ চা-চামচ (ঐচ্ছিক), পোলাও রান্নার জন্য, পোলাওয়ের চাল: ১ কেজি, দুধ: ৪ কাপ, পানি: সাড়ে চার কাপ, তেজপাতা: ৪-৫টি, দারুচিনি: ২ টুকরা, গোলমরিচ: ৫-৬টি, লবণ: স্বাদমতো

প্রণালি: টক দই, আদা-রসুন বাটা, গোলমরিচের গুঁড়া, লবণ, জায়ফল-জয়ত্রির গুঁড়া দিয়ে মাংস মাখিয়ে এক ঘণ্টা রেখে দিন। হাঁড়িতে তেল গরম করে আস্ত জিরা, এলাচ, দারুচিনি ফোঁড়ন দিয়ে বাদামি করে পেঁয়াজ ভেজে তাতে মাংস মিশিয়ে দিন। কিছুক্ষণ মাংস কষিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। প্রয়োজন হলে অল্প পানি দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে তেল ছেড়ে এলে নামিয়ে ঢেকে রাখুন।

চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখুন। হাঁড়িতে পানি, দুধ, দারুচিনি, তেজপাতা, গোলমরিচ ও লবণ নিয়ে চুলায় বসান। পানি ফুটে উঠলে চাল মিশিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন। চাল যখন প্রায় ফুটে আসবে, তখন রান্না করা মাংস চালের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। হাঁড়িটি তাওয়ার ওপর বসিয়ে দিন। কাঁচা মরিচ মিশিয়ে দমে রাখুন ৫-১০ মিনিট। ব্যস হয়ে গেল পুরান ঢাকার তেহারি।

সিম রুই



পরিচয় ডেস্ক : শীতের সবজি আর শীতের মাছ দুটোরই স্বাদ অন্য রকম। শীতের সবজিদের ভীড়ে সিমের কিন্তু পুষ্টিগুণ অনেক। সিম দিয়ে রুই মাছের পদ খুবই স্বাদের।

উপকরণ: ৬ পিস রুই মাছ, ৬ টা সিম হাফ টুকরো করে কাটা, ১ টেবিল চামচ জিরে গুঁড়ো, ১ চা চামচ ধনে গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো, ৪টি কাঁচামরিচ বাটা, আধ চা চামচ মরিচ গুঁড়া, ১ চা চামচ কাশ্মীরি মরিচগুঁড়া, স্বাদমতো লবণ, পরিমাণ মতো সরিষার তেল, ১টা টমেটো পিউরি, সামান্য আস্ত জিরে, আধ কাপ ধনেপাতা কুচি

প্রণালী: প্রথমে মাছগুলো ভালো করে ধুয়ে লবণ-হলুদ মাখিয়ে ভেজে তুলে রাখতে হবে। এই তেলেই সিমগুলো ভেজে তুলে রাখতে হবে। এবার তেলে আস্ত জিরে ফোড়ন দিয়ে টমেটো পিউড়ি দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে বাকি সব মশলা দিয়ে ভালো করে কষান। কষানো মশলায় সিম দিয়ে আবার একটু কষিয়ে নিয়ে পানি দিয়ে পাঁচ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। এবার ঢাকনা খুলে ভেজে রাখা রুই মাছের পিসগুলো দিয়ে ঢেকে দিন। শেষে নামানোর আগে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে ঢেকে দিন। ২ মিনিট রেখে চুলা বন্ধ করে দিন। তৈরি সিম রুই।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা



সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা



ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555



ডিম ছোলার ডাল

পরিচয় ডেস্ক : ডিমের কোরমা, ডিম ভুনা, ডিম ভাজি খেতে খেতে যারা এর স্বাদের পরিবর্তন চান তারা ডিমের পদ গরম ভাত বা লুচির সঙ্গে খেলে দারুণ জমে যাবে।

উপকরণ: ছোলার ডাল - ৩০০ গ্রাম, ডিম - ৪টি, পেঁয়াজবাটা - ৩ চা চামচ, আদাবাটা - ২ চা চামচ, রসুনবাটা - ২ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো - ২ চা চামচ,, ধনে ও জিরে গুঁড়ো - ২ চা চামচ, কাশ্মীরি মরিচ গুঁড়ো - ১ চা চামচ ও লবণ - স্বাদমতো

ফোড়নের জন্য লাগবে ২টি শুকনো মরিচ, ২ টি তেজপাতা, কাঁচা মরিচ ৩-৪টি, আস্ত গরম মশলা ১ চা চামচ, হিং এক চিমটি।

প্রণালি: ছোলার ডাল সিদ্ধ করে নিন। ডিমগুলো সিদ্ধ করে লবণ ও হলুদ মাখিয়ে ভেজে নিন। এবার কড়াইতে তেল গরম করে ফোড়নের সব উপকরণ দিয়ে সুঘ্রাণ বের হলে তাতে পেঁয়াজ বাটা দিয়ে কষাতে থাকুন। একে একে দিয়ে দিন আদা ও রসুন বাটা। সামান্য পানি দিয়ে কষাতে থাকুন। দিয়ে দিন সব গুঁড়ো মসলা। মসলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে তখন সিদ্ধ ছোলার ডাল দিয়ে দিন।

স্বাদমতো লবণ দিতে হবে। ডাল ফুটে উঠলে তাতে ডিমগুলো দিয়ে দিন। পানি টেনে মাখা মাখা হয়ে এলে চেরা কাঁচা মরিচ, গরম মশলা ও ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।



হাঁসের ঝাল খিচুড়ি

পরিচয় ডেস্ক : সারা বছর চেয়ে শীতকালে হাঁসের মাংসের স্বাদ নাকি সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় অনেকের দাবি। শীতের ছুটির দিনের রেসিপি মানেতো চাল-ডাল আর হাঁসের মাংসের যুগলবন্দিতে লোভনীয় খিচুড়ি।

ভোজনরসিকদের জন্য রইলো হাঁসের ঝাল মাংস আর খিচুড়ির রেসিপি। সহজ রেসিপি লিখেছেন সাংবাদিক আয়শা আক্তার তৃষ্ণা।

যা উপকরণ লাগবে: হাঁসের মাংস তিন কেজি, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বাটা ৩ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ বাটা ২ চা-চামচ, জিরা গুঁড়া ২ টেবিল চামচ, ধনিয়াগুঁড়া ২ টেবিল চামচ, গোল মরিচ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, শাহি জিরাগুঁড়া ২ টেবিল চামচ, টকদই ৫ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো। চাল (বাসমতি হলে ভালো) এক কেজি, ডাল পরিমাণমতো, সরিষার তেল তিন টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি পরিমাণমতো, এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা, লবঙ্গ, বড় এলাচ, ঘি, আলুবোখারা ৪টি, কেওড়াজল ও সাজানোর জন্য টমেটো।

যেভাবে রাঁধবেন: প্রথমে চাল ও ডাল ভালো করে ধুয়ে অল্প পানিতে ভিজিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। চুলায় অল্প আঁচে একটি হাঁড়ি বসিয়ে তাতে ঘি ঢেলে দিন। এরপর পেয়াঁজ, আস্ত গরম মসলা, মরিচ দিয়ে নাড়তে থাকুন। বাদামি রঙের হলে তাতে ভিজিয়ে রাখা চাল-ডাল দিয়ে ভাজুন, ভাজা হলে গরম পানি দিয়ে দিন পরিমাণমতো। এরপর ২০ মিনিট দমে রাখুন । চাল সিদ্ধ হলে নামিয়ে ফেলুন।

হাঁসের ঝাল মাংস রান্না: প্রথমে একটি পাত্রে হাঁসের মাংসের টুকরার সঙ্গে সব বাটা ও গুঁড়া মসলা, টকদই, লবণ মেখে ২ ঘণ্টা মেখে রাখুন। চুলায় অল্প আঁচে হাঁড়িতে সরিষার তেলে পেঁয়াজ ও আস্ত গরম মসলা কয়েক মিনিট ভেজে নিন। হাঁসের টুকরাগুলো দিয়ে কয়েক মিনিট কষান। অল্প পানি দিয়ে ঢেকে দিন। মাঝেমধ্যে নেড়ে দিন, কড়াইয়ের তলায় যাতে না লাগে। এভাবে সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন।

হাঁসের মাংস সিদ্ধ হলে তাতে আলুবোখারা, ঘি, কেওড়াজল, বেরেস্তা ও কাঁচা মরিচ দিয়ে ঢেকে ১০ মিনিট দমে রাখুন। চুলা থেকে নামিয়ে টমেটো ও ডিম সিদ্ধ ও কাঁচা মরিচ দিয়ে সাজিয়ে নিন। ছুটির দিনের দুপুরে পরিবারের সবাইকে নিয়ে গরম ও ঝাল ঝাল হাঁসের মাংসের সাথে পরিবেশন করুন সুস্বাদু খিচুড়ি।


ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি


Jamaica:
168-41 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
GHOROA RESTAURANT
the taste of home
www.ghoroa.com ghoroafoodsinc@gmail.com
Brooklyn:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel:718-438-6001
718-438-6002





প্রাণীর সঙ্গে যৌন কর্মকাণ্ডের ছবি-ভিডিও সংক্রান্ত

৪৬ পৃষ্ঠার পর

সংরক্ষণ করা। গ্রেপ্তারের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশকারী আরেকটি মার্কিন তথ্যভান্ডার, আমেরিকাস টপ মাগশটে, বাতেনের গ্রেপ্তারের সময় উল্লেখ করা হয়েছে ২৮ অক্টোবর সকাল ৯টা ৩৪ মিনিট। সেখানে তাঁর গ্রেপ্তারকারী সংস্থা হিসেবে টাম্পা পুলিশ বিভাগের নাম রয়েছে। তাঁর বয়স ৩২ বছর। ওই তথ্যভান্ডারে একই ধরনের অভিযোগের ছয়টি পৃথক এন্ট্রি দেখা যায়।

ঘটনাটি বিশেষভাবে আলোচনায় এসেছে অভিযুক্ত ব্যক্তির শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়ের কারণে। তিনি কোনো সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নন। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা এবং কম্পিউটারবিজ্ঞানবিষয়ক উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত একজন সহকারী অধ্যাপক হিসেবে তাঁর পরিচয় রয়েছে। রাইয়ান আবদুল বাতেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব রচেস্টার থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে মানুষের সঙ্গে কম্পিউটারের যোগাযোগ, আবেগ শনাক্তকরণ প্রযুক্তি, সামাজিক যোগাযোগের তথ্য বিশ্লেষণ, মেশিন লার্নিং, প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ এবং বিভিন্ন তথ্যের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ। (পুনরাবৃত্তি।)

নিজের পেশাগত পরিচিতিতে বাতেন জানিয়েছেন, তিনি ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডার বেলিনি কলেজ অব আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সাইবারসিকিউরিটি অ্যান্ড কম্পিউটিংয়ে সহকারী অধ্যাপক এবং কম্পিউটেশনাল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যান্ড এআই ল্যাবের পরিচালক। এই গবেষণাগারে মানুষের আচরণ, যোগাযোগ, সামাজিক প্রভাব এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে মানুষের দক্ষতা উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করা হয়। (পুনরাবৃত্তি।)

তাঁর গবেষক পরিচিতির আন্তর্জাতিক তথ্যভান্ডার অরসিডে দেখা যায়, ২০১৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তিনি ইউনিভার্সিটি অব রচেস্টারে পিএইচডি গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরপর ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টডক্টরাল গবেষক হিসেবে কাজ করেন। ২০২৩ সালের ৭ আগস্ট ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডায় সহকারী অধ্যাপক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়।

শিক্ষাজীবনে ও পেশাগত গবেষণায় এমন অবস্থানে পৌঁছানো একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রাণীর যৌন নির্যাতনসংক্রান্ত ছবি বা ভিডিওর অভিযোগ ওঠার বিষয়টি তাই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। পুলিশের নথিতে ব্যবহৃত আইনি বিবরণে তিনটি পৃথক অপরাধের কথা রয়েছে। ছবি বা ভিডিও ধারণ করা, অন্যের কাছে বিতরণ করা অথবা নিজের কাছে রাখা সংশ্লিষ্ট আইনের আওতায় প্রত্যেকটি অপরাধ।

ফ্লোরিডার আইনসভায় প্রকাশিত ২০২৬ সালের সংশোধিত আইনের ৮২৮.১২৬ ধারায় প্রাণীর সঙ্গে যৌন কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন অপরাধ আলাদাভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই আইনের ছয় নম্বর উপধারা অনুযায়ী, প্রাণীর সঙ্গে মানুষের নিষিদ্ধ যৌন কর্মকাণ্ডের অশ্লীল ছবি বা ভিডিও জেনেশুনে ধারণ, বিতরণ কিংবা সংরক্ষণ করা তৃতীয় মাত্রার গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ। অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত হলে এ ধরনের অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। উল্লেখ্য, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘটনাটির সঙ্গে একটি ছাগলের সংশ্লিষ্টতার দাবি ছড়িয়ে পড়েছে।

মামলার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে আদালতে অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ, তদন্তকারীদের উপস্থাপিত প্রমাণ এবং অভিযুক্তের পক্ষের বক্তব্য। গ্রেপ্তারের খবর প্রকাশিত হলেও তিনি অভিযোগ স্বীকার করেছেন কি না, আদালতে তাঁর পক্ষে কোনো বক্তব্য দেওয়া হয়েছে কি না কিংবা মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ কী, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

নজরুল ইসলাম মিন্টো টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ।

দুই বাংলাদেশি অভিযুক্ত, কুইন্স ও ব্রুকলিনে প্রতিষ্ঠান

৪৬ পৃষ্ঠার পর

অর্থ গ্রহণ এবং ব্যবসায়িক রেকর্ড জ্বাল করার একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে। তাঁদের আদালতে হাজির করার পর জামিন ছাড়াই মুক্তি দেওয়া হয় এবং পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

নিউইয়র্কে নির্মাণকাজে যুক্ত শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ও সনদ বাধ্যতামূলক। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ছাড়াই সনদ সরবরাহ করলে শ্রমিকদের পাশাপাশি নির্মাণস্থলে অন্যদের জীবনও ঝুঁকিতে পড়তে পারে বলে সতর্ক করেছে কর্তৃপক্ষ। তবে আদালতে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তদের নির্দোষ হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

ঢাকা থেকে ওয়াল স্ট্রিট: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ইমরান

৪৬ পৃষ্ঠার পর

সেই স্বপ্ন নিয়েই পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ডেনভার থেকে ফাইন্যান্স ও ইকোনমিকসে ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি প্রবেশ করেন বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক জায়গা- ওয়াল স্ট্রিটে। কাজ করেছেন বিশ্বের শীর্ষ দুই আর্থিক প্রতিষ্ঠান JPMorgan ও Credit Suisse-এ। সেখানে তিনি প্রযুক্তি খাতের বড় বড় বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক লেনদেন বিশ্লেষণ করে দ্রুত নিজের আলাদা পরিচিতি তৈরি করেন।

তার জীবনের সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্ট আসে ২০১৫ সালে। তিনি যোগ দেন তরুণদের জনপ্রিয় অ্যাপ Snapchat-এর মূল কোম্পানি Snap Inc.-এ, চিফ স্ট্র্যাটেজি অফিসার (CSO) হিসেবে। ২০১৭ সালে Snap যখন শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হয়, যা ছিল সে বছরের অন্যতম আলোচিত IPO, তার পেছনে ইমরান খানের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শুধু চাকরি নয়, তিনি নিজেও একজন উদ্যোক্তা। পরবর্তীতে তিনি নিজের বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান Proem Asset Management প্রতিষ্ঠা করেন এবং ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম Verishop-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কাজ করেন।

ইমরান খানের এই পথচলা বাংলাদেশের হাজারো তরুণের জন্য এক বিশাল অনুপ্রেরণা। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশের স্কুল-কলেজে পড়েও বিশ্বের সবচেয়ে বড় মঞ্চে যাওয়া সম্ভব। এর জন্য দরকার তিনটি জিনিস- মানসম্মত শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, বছরের পর বছর ধারাবাহিক পরিশ্রম, এবং সুযোগ এলে সেটা কাজে লাগানোর সাহস।

ঢাকা থেকে ওয়াল স্ট্রিট- দূরত্বটা অনেক, কিন্তু অসম্ভব নয়।

ডিসক্লেইমার: এই প্রতিবেদনটি Forbes, Bloomberg, Snap Inc.-এর অফিসিয়াল তথ্য এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে লেখা। এটি শুধুমাত্র তথ্য ও অনুপ্রেরণার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত, কোনো ব্যক্তিগত প্রচারণা নয়।

বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় ফল কলা কি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে?

৪৬ পৃষ্ঠার পর

একই রোগের শিকার হওয়ার সমান ঝুঁকি রয়েছে। তবে ক্যাভেন্ডিশ জাতটিও এখন রোগটির নতুন রূপ 'টিআর৪'-এর (ট্রপিক্যাল রেস ৪) হুমকিতে পড়েছে। নরউইচের আর্লহ্যাম ইনস্টিটিউটের ফসলের জিনোমবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ড. হোসে দে ভেগা জানান, রোগটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ছড়িয়ে অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও লাতিন আমেরিকায় পৌঁছেছে। ভেগা বলেন, 'সবচেয়ে উদ্বেগজনক খবরটি আসে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে, বিশ্বের শীর্ষ কলা রপ্তানিকারক দেশ ইকুয়েডর থেকে।' তাঁর মতে, এই রোগ বিশ্বজুড়ে কলার সরবরাহকে ঝুঁকিতে ফেলেছে। একই সঙ্গে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের লাখো মানুষের খাদ্যনিরাপত্তা ও জীবিকাও হুমকির মুখে পড়ছে। এসব মানুষের অনেকেই খাবার ও আয়ের জন্য কলার ওপর নির্ভরশীল। জলবায়ু সংকট ও নতুন কিছু প্রাণঘাতী রোগের কারণে কলা বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করছেন চাষিরা। এমনটা হলে বিভিন্ন দেশের কৃষকেরা বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়বেন। গুয়াতেমালা থেকে মালাবি পর্যন্ত এই প্রভাব পড়বে। একই সঙ্গে মানুষ হারাবে অন্যতম প্রধান একটি খাদ্য।

দীর্ঘদিন সুস্থ থাকতে ২০-৩০ বছর

৪৬ পৃষ্ঠার পর

কোঠায় সাধারণত এসব নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকেন তরুণরা। এ বয়সে শরীর তুলনামূলক ভালো থাকায় ভবিষ্যতে সুস্থ থাকা বা দীর্ঘায়ুর প্রস্তুতি নেওয়ার কথা অনেকেরই মনে আসে না। অনেকেই ধরে নেন, স্বাস্থ্য নিয়ে বাড়তি চিন্তার প্রয়োজন নেই।

তবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জীবনের এই দুই দশকই ভবিষ্যতের সুস্বাস্থ্যের ভিত্তি তৈরির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ বয়সে শরীরের পেশি ও হাড়ের শক্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক পরিশ্রম, ঘুম ও মানসিক চাপ সামলানোর যেসব অভ্যাস এ সময় গড়ে ওঠে, সেগুলো মধ্য ও পরবর্তী বয়সের স্বাস্থ্যে বড় প্রভাব ফেলে।

স্ট্যানফোর্ড লাইফস্টাইল মেডিসিনের পরিচালক এবং ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশনের অধ্যাপক ড. মাইকেল ফ্রেডরিকসন বলেন, ‘আপনি যত দ্রুত স্বাস্থ্যকর অভ্যাস শুরু করবেন, দীর্ঘমেয়াদে আপনার স্বাস্থ্য তত ভালো থাকবে। পরে শরীরের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বাড়তি পরিশ্রমও করতে হবে না।’

তার মতে, সুস্থ থাকার জন্য একসঙ্গে জীবনযাত্রার সবকিছু বদলে ফেলার প্রয়োজন নেই। বরং প্রতিদিনের অভ্যাসে ছোট ছোট পরিবর্তন আনা এবং সেগুলো ধরে রাখাই মূল বিষয়।

স্ট্যানফোর্ড মেডিসিনের এক প্রতিবেদনে চিকিৎসক ও গবেষকেরা ২০ ও ৩০ বছর বয়সীদের জন্য পাঁচটি অভ্যাসের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

নিয়মিত ব্যায়াম

২০ ও ৩০-এর কোঠায় মানুষের হাড়ের ঘনত্ব ও পেশির শক্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। পরবর্তী জীবনে শারীরিক সক্ষমতা ধরে রাখতে এই সময়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই অল্প বয়স থেকেই পেশি ও হাড়ের শক্তি বাড়ানোর ব্যায়াম করার পরামর্শ দিয়েছেন স্ট্যানফোর্ডের চিকিৎসকেরা।

এ ক্ষেত্রে কার্যকর পদ্ধতি হলো রেজিস্ট্যান্স বা স্ট্রেন্থ ট্রেইনিং। শরীরের পেশিকে কোনো বাহ্যিক প্রতিরোধের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়, এমন ব্যায়ামই এর অন্তর্ভুক্ত। ডাম্বেল তোলা, রেজিস্ট্যান্স ব্যান্ড ও ওয়েট মেশিন ব্যবহার কিংবা নিজের শরীরের ওজন দিয়েও এই ব্যায়াম করা যায়। স্কোয়াট, পুশআপ, ডাম্বেল কার্ল, লাঞ্জ ও প্ল্যাঙ্ক এর পরিচিত উদাহরণ।

নিয়মিত এসব ব্যায়াম পেশির শক্তি বাড়ানোর পাশাপাশি হাড়ের ঘনত্ব ধরে রাখতে সাহায্য করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে পেশি ক্ষয়ের যে প্রবণতা তৈরি হয়, তা মোকাবিলাতেও ভূমিকা রাখে। এছাড়া শরীরের বিপাকীয় কার্যক্রম সচল রাখতেও পেশির ভূমিকা রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় শারীরিক কর্মকাণ্ড নির্দেশিকায় সপ্তাহে অন্তত দুই দিন শক্তিবর্ধক ব্যায়াম করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে শুধু ব্যায়াম করলেই হবে না, কতটা পরিশ্রম হচ্ছে সেটিও গুরুত্বপূর্ণ।

ফ্রেডরিকসন বলেন, পেশির শক্তি বাড়াতে ব্যায়ামের সময় পেশিকে ক্লান্তির কাছাকাছি পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ এমন পর্যায়ে ব্যায়াম করতে হবে, যখন মনে হবে আর মাত্র এক বা দুটি পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব। এ পর্যায়ে না পৌঁছালে নতুন শক্তি বাড়ানোর বদলে বিদ্যমান শক্তি ধরে রাখার মধ্যেই ব্যায়ামের উপকার সীমিত থাকতে পারে।

তবে এর জন্য ভারী ওজন তুলতে হবে, এমন নয়। তুলনামূলক কম ওজন নিয়ে বেশি বার ব্যায়াম করেও উপকার পাওয়া সম্ভব। মূল বিষয় হলো, ব্যায়ামের সময় পেশির ওপর যথেষ্ট চাপ তৈরি করা।

নারীদের জন্যও এ ধরনের ব্যায়াম বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অনেকের ধারণা, বেশি ওজনের ডাম্বেল নিয়ে ব্যায়াম করলে শরীর অতিরিক্ত ভারী বা পেশিবহুল হয়ে যাবে।

স্ট্যানফোর্ডের চিকিৎসকদের মতে, ধারণাটি ঠিক নয়। বরং নিয়মিত শক্তিবর্ধক ব্যায়াম হাড়ের ঘনত্ব বাড়ায় এবং পরবর্তী বয়সে অস্টিওপোরোসিস ও হাড় ভাঙার ঝুঁকি কমায়।

কার্ডিও ও নিয়মিত হাঁটা

শারীরিক সক্ষমতা ধরে রাখা এবং বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাতে নিয়মিত অ্যারোবিক বা কার্ডিও ব্যায়ামের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন স্ট্যানফোর্ডের চিকিৎসকেরা। হাঁটা, দৌড়ানো, সাইকেল চালানো ও সাঁতার হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের কার্যক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

স্ট্যানফোর্ড প্রিভেনশন রিসার্চ সেন্টারের শিক্ষক এবং এপিডেমিওলজি ও পপুলেশন হেলথের অধ্যাপক ড. অ্যাবি কিং বলেন, ‘বেশি চলাফেরা করুন, কম বসুন এবং ভালো খাবার খান।’

তিনি বলেন, এসব মৌলিক অভ্যাস মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা, হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ও বিপাকীয় প্রক্রিয়া ভালো রাখে। ক্যানসার প্রতিরোধ ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও এগুলোর ভূমিকা রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের নির্দেশিকা অনুযায়ী, সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট মাঝারি মাত্রার অ্যারোবিক ব্যায়াম অথবা ৭৫ মিনিট তীব্র মাত্রার ব্যায়াম করা উচিত। দুই ধরনের ব্যায়াম মিলিয়েও এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা যায়।

তবে সুস্থ থাকতে প্রতিদিন দৌড়ানো কিংবা ম্যারাথনের প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। নিয়মিত হাঁটাও হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য কার্যকর। কিংয়ের মতে, প্রতিদিন অন্তত ৭ হাজার পা হাঁটার লক্ষ্য রাখা যেতে পারে। প্রচলিত ১০ হাজার পা হাঁটার লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে না পারলেও ৭ হাজার পা হাঁটলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য উল্লেখযোগ্য উপকার পাওয়া যায়।

হাঁটার উপকার আরও বাড়াতে স্বাভাবিক গতির সঙ্গে দ্রুত হাঁটার অভ্যাস যোগ করা যেতে পারে। এটাকে বলা হয় ‘ইন্টারভ্যাল ওয়াকিং’। এ পদ্ধতিতে কিছুক্ষণ স্বাভাবিক গতিতে হাঁটার পর কয়েক মিনিট দ্রুত হাঁটতে হয়। এরপর আবার স্বাভাবিক গতিতে ফিরতে হয়।

তবে শুধু নির্দিষ্ট সময়ে ব্যায়াম করাই যথেষ্ট নয়, দিনের বাকি সময় কতক্ষণ বসে থাকা হচ্ছে সেটিও দেখতে হবে।

চিকিৎসকদের মতে, নিয়মিত ব্যায়াম করলেও দিনে আট ঘণ্টার বেশি বসে থাকলে এর অনেক উপকার কমে যেতে পারে। দীর্ঘ সময় বসে থাকলে পেশির সক্রিয়তা কমে, রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় এবং শরীরের শক্তি ব্যয়ের পরিমাণ কমে যায়।

এ সমস্যা এড়াতে প্রতি ৩০ মিনিট পরপর বসা থেকে উঠে তিন থেকে পাঁচ মিনিট হাঁটাহাঁটি করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এ সময় কয়েকটি স্কোয়াট করা, জায়গায় দাঁড়িয়ে হালকা দৌড়ানো কিংবা সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করা যেতে পারে।

কার্ডিও ব্যায়ামের উপকারিতা নিয়ে ২০২৪ সালের একটি বড় গবেষণার তথ্যও তুলে ধরেছে স্ট্যানফোর্ড।

২ কোটির বেশি মানুষের তথ্য বিশ্লেষণ করে ওই গবেষণায় দেখা গেছে, অ্যারোবিক ফিটনেস সামান্য বাড়লেও যেকোনো কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি ১১ থেকে ১৭ শতাংশ কমতে পারে। একইসঙ্গে হৃদযন্ত্র বিকল হওয়ার ঝুঁকি কমতে পারে সর্বোচ্চ ১৮ শতাংশ।

এছাড়া ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সী মার্কিন তরুণদের নিয়ে করা আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, যারা শারীরিকভাবে কম সক্রিয়, তাদের অল্প বয়সে হৃদযন্ত্র বিকল হওয়া বা স্ট্রোকের ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি।

সুষম খাবার

২০ ও ৩০ বছর বয়সে কাজ ও সামাজিক ব্যস্ততার কারণে অনেকেই খাবারের বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন না। অফিসের ফাঁকে ফাস্টফুড খাওয়া, রাতে বাইরে থেকে খাবার আনা কিংবা প্রক্রিয়াজাত খাবারের ওপর নির্ভর করা অনেকের দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়। এ বয়সে শারীরিকভাবে বড় কোনো সমস্যা দেখা না দিলেও দীর্ঘদিনের অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস ভবিষ্যতে বিপাকীয় ও হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের ‘কার্ডিয়া’ (করোনারি আর্টারি রিস্ক ডেভেলপমেন্ট ইন ইয়াং অ্যাডাল্টস) গবেষণায় ৫ হাজারের বেশি তরুণকে দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

৩৫ বছরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সে যারা ফাস্টফুড কম খেয়েছেন এবং উদ্ভিদভিত্তিক খাবার বেশি খেয়েছেন, মধ্য বয়সে তাদের হৃদরোগ ও ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের ঝুঁকি কম ছিল।

ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এমন একটি অবস্থা, যেখানে শরীরের কোষ ইনসুলিনের প্রতি যথাযথ সাড়া দেয় না। ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং পরবর্তী সময়ে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে।

স্ট্যানফোর্ডের চিকিৎসকেরা স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে ভূমধ্যসাগরীয় খাদ্যাভ্যাস বা মেডিটেরানিয়ান ডায়েট অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছেন। এতে শাকসবজি, ফলমূল, গোটা শস্য, স্বাস্থ্যকর চর্বি ও কম চর্বিযুক্ত প্রোটিনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনও এ ধরনের খাদ্যাভ্যাস সমর্থন করে।

গবেষণায় দেখা গেছে, এ ধরনের খাবার শরীরের দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। দীর্ঘদিন শরীরে প্রদাহ থাকলে হৃদরোগ এবং আলঝেইমার্সের মতো স্নায়বিক রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে।

খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনতে জটিল কোনো নিয়ম মানার প্রয়োজন নেই। প্রতিদিনের খাবারে কয়েকটি বিষয় নিশ্চিত করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

প্রথমত, পর্যাপ্ত প্রোটিন গ্রহণ করতে হবে। স্ট্যানফোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী, শরীরের প্রতি কেজি ওজনের জন্য দৈনিক প্রায় শূন্য দশমিক ৮ থেকে ১ গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন। যেমন, ৬৮ কেজি ওজনের একজন ব্যক্তির জন্য দৈনিক ৫৫ থেকে ৭০ গ্রাম প্রোটিনের লক্ষ্য রাখা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, খাবারের প্লেটের অন্তত অর্ধেক অংশে রঙিন শাকসবজি ও ফলমূল রাখতে হবে। পরিশোধিত শর্করা বা রিফাইনড কার্বোহাইড্রেটের পরিবর্তে গোটা শস্য বেছে নিতে হবে। একইসঙ্গে অতিরিক্ত চিনি ও সোডিয়ামযুক্ত অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার কম খেতে হবে।

তৃতীয়ত, পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে। বিশেষ করে যারা নিয়মিত ব্যায়াম করেন বা শারীরিকভাবে বেশি সক্রিয়, তাদের পানির চাহিদার দিকে বাড়তি নজর দেওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি অ্যালকোহল গ্রহণের ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে।

পর্যাপ্ত ঘুম

কাজের চাপ, পড়াশোনা কিংবা সামাজিক ব্যস্ততায় ২০ ও ৩০ বছর বয়সীদের অনেকেই ঘুমের সময় কমিয়ে দেন। সপ্তাহের কর্মদিবসে পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা ঘুমিয়ে ছুটির দিনে বেশি ঘুমিয়ে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করেন অনেকে।

কিন্তু চিকিৎসকদের মতে, ছুটির দিনের বাড়তি ঘুম দিয়ে নিয়মিত ঘুমের ঘাটতি পুরোপুরি পূরণ করা সম্ভব নয়।

স্ট্যানফোর্ডের ডিভিশন অব স্লিপ মেডিসিনের পরিচালক ও মনোরোগবিদ্যার অধ্যাপক ড. ক্লিট কুশিদা বলেন, রাতে ঘুমের আদর্শ সময় সাধারণত সাত ঘণ্টার বেশি।

২০১৫ সালে আমেরিকান একাডেমি অব স্লিপ মেডিসিন এবং স্লিপ রিসার্চ সোসাইটির যৌথ সম্মতিপত্রেও প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়মিত অন্তত সাত ঘণ্টা ঘুমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। শত শত গবেষণা পর্যালোচনার ভিত্তিতে এই নির্দেশনা তৈরি করা হয়েছিল, যার সঙ্গে কুশিদাও যুক্ত ছিলেন।

গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত রাতে সাত ঘণ্টার কম ঘুমান, মধ্য বয়সে তাদের স্থূলতা, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি থাকে। ঘুমের ঘাটতি মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতার ওপরও প্রভাব ফেলে। দীর্ঘদিন পর্যাপ্ত ঘুম না হলে মনোযোগ, স্মৃতি ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

তাই শুধু কত ঘণ্টা ঘুমানো হচ্ছে সেটি নয়, ঘুমের নিয়ম ও মানের দিকেও নজর দিতে হবে। কুশিদার পরামর্শ হলো, প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস গড়ে তোলা। ছুটির দিনেও ঘুম থেকে ওঠার সময় খুব বেশি পরিবর্তন না করাই ভালো। সকালে সূর্যের আলোয় কিছুক্ষণ থাকা এবং রাতে ঘুমানোর আগে শরীর ও মনকে বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত করাও জরুরি। ঘুমানোর আগে মোবাইল বা কম্পিউটারের পর্দা ব্যবহার, অ্যালকোহল গ্রহণ এবং ভারী শারীরিক ব্যায়াম এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এসব অভ্যাস ঘুমের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায়।

আবার কেউ যদি নিয়মিত সাত থেকে আট ঘণ্টা বিছানায় থাকার পরও দিনের বেলায় ক্লান্ত বোধ করেন বা ঘুম ঘুম ভাব থাকে, তাহলে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা উচিত। কুশিদার মতে, পর্যাপ্ত সময় ঘুমানোর পরও দিনে ঘুম পেলে বুঝতে হবে ঘুম বারবার ভেঙে যাচ্ছে অথবা গভীর ঘুম ও র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট (আরইএম) ঘুম পর্যাপ্ত হচ্ছে না।

অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, রেস্টলেস লেগ সিনড্রোম ও ইনসমনিয়ার মতো সমস্যাও ঘুমের মান নষ্ট করতে পারে। তাই দীর্ঘদিন ঘুমের সমস্যা চলতে থাকলে তা অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের অভ্যাস

ক্যারিয়ার নিয়ে অনিশ্চয়তা, কর্মক্ষেত্রের চাপ, সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং আর্থিক দায়িত্ব-২০ ও ৩০ বছর বয়সে এসব কারণে মানসিক চাপ তৈরি হতে পারে। অনেকেই মনে করেন, জীবনের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে চাপও কমে যাবে। কিন্তু দীর্ঘদিন মানসিক চাপের মধ্যে থাকলে তা শরীরের স্বাভাবিক কার্যক্রমে প্রভাব ফেলে।

মানসিক চাপ তৈরি হলে শরীর একধরনের সতর্ক অবস্থায় চলে যায়। এ সময় হৃৎস্পন্দন ও রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং কর্টিসলের মতো স্ট্রেস হরমোন নিঃসৃত হয়। স্বল্প সময়ের জন্য এ প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক হলেও দীর্ঘদিন একই অবস্থা চলতে থাকলে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

স্ট্যানফোর্ড সেন্টার অন স্ট্রেস অ্যান্ড হেলথের পরিচালক ও মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ড. ডেভিড স্পিগেল বলেন, ‘আপনাকে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তা না হলে মানসিক চাপই আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।’

তার মতে, মানসিক চাপ কমানোর ক্ষেত্রে শুধু যে সমস্যাটি থেকে চাপ তৈরি হচ্ছে, সেটি সমাধানের চেষ্টা করলেই হবে না। শুরুতে শরীরকে শান্ত করার কৌশলও শিখতে হবে। শরীর শান্ত থাকলে কোন বিষয়টি মানসিক চাপ তৈরি করছে এবং কীভাবে তা মোকাবিলা করা যায়, সে বিষয়ে ভালোভাবে চিন্তা করা সম্ভব।

স্পিগেলের গবেষণায় মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের এমন কিছু পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেগুলো শরীরকে শিথিল করতে সাহায্য করে। এর মধ্যে রয়েছে-মেডিটেশন, গভীর শ্বাস নেওয়ার ব্যায়াম এবং সেলফ-হিপনোসিস বা স্ব-সম্মোহন। তার গবেষণায় দেখা গেছে, সেলফ-হিপনোসিস কৌশল শেখার পর অংশগ্রহণকারীদের শারীরিক ব্যথা ও মানসিক চাপ দীর্ঘ মেয়াদে কমেছে। মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে শারীরিক স্বাস্থ্যেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। নিয়মিত ব্যায়াম, স্বাস্থ্যকর খাবার এবং পর্যাপ্ত ঘুম মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে। একইভাবে মাদক ও অ্যালকোহল এড়িয়ে চলাও গুরুত্বপূর্ণ। তবে দীর্ঘদিন ধরে মানসিক চাপের পাশাপাশি অসহায়ত্ব, হতাশা কিংবা নিজের প্রতি মূল্যহীনতার অনুভূতি তৈরি হলে শুধু জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনার ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। এ ধরনের সমস্যা দেখা দিলে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসকের সহায়তা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন স্পিগেল। স্ট্যানফোর্ডের চিকিৎসকদের মূল বার্তা হলো, দীর্ঘমেয়াদে সুস্থ থাকার প্রস্তুতি শুরু করতে নির্দিষ্ট কোনো বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। ২০ ও ৩০ বছর বয়সে গড়ে তোলা প্রতিদিনের এই ছোট অভ্যাসগুলোই পরবর্তী বয়সে শারীরিক সক্ষমতা ধরে রাখা এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমানোর ভিত্তি তৈরি করে।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের আগে সকল বিমান

৪৬ পৃষ্ঠার পর

হালনাগাদ করা তথ্য অনুযায়ী, ৩ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট থেকে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে অন□্য কোন দশে থেকে ছেড়ে যাওয়া ফ্লাইটে এই নিয়ম কার্যকর হবে। নির্দেশনাটি শুধু বিদেশি নাগরিকদের জন্য নয়, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, গ্রিনকার্ডধারী এবং অন্যান্য দেশের নাগরিকদের জন্যও প্রযোজ্য।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যাত্রীদের একটি ঘোষণা দিয়ে নিশ্চিত করতে হবে যে, গত ২১ দিনের মধ্যে তাঁরা গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে যাননি। এই ঘোষণায় কাগজে স্বাক্ষর করা যাবে অথবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্মতি জানানো যাবে। বিমান সংস্থাগুলো যাত্রীদের কাছ থেকে এই ঘোষণা সংগ্রহ করবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তা সংরক্ষণ করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল বা সিডিসির নির্দেশনায় বলা হয়েছে, যাত্রীরা যদি গত ২১ দিনের মধ্যে গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে অবস্থান করে থাকেন, তাহলে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রগামী বিমানে উঠতে পারবেন না।

গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের কোনো বিমানবন্দরে শুধু যাত্রাবিরতি করলেও সেটি ওই দেশে অবস্থান হিসেবে গণ্য হবে। এমনকি বিমান থেকে না নামলেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। তবে কেউ গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র ছেড়ে আসার পর ২১ দিন পার করলে এবং অন্যান্য ভ্রমণসংক্রান্ত শর্ত পূরণ করলে ২২তম দিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার বিমানে উঠতে পারবেন। অর্থাৎ শুধু ওই দেশে ভ্রমণ করলেই স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে না। নির্ধারিত সময় পার হওয়ার বিষয়টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

কোনো যাত্রী প্রয়োজনীয় ঘোষণা দিতে অস্বীকার করলে তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রগামী বিমানে উঠতে দেওয়া হবে না। একইভাবে কেউ জেনেশুনে মিথ্যা তথ্য দিলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। এ ধরনের মিথ্যা তথ্য দেওয়ার জন্য জরিমানা কিংবা কারাদণ্ডের ঝুঁকিও রয়েছে। যাত্রীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সিডিসির ওয়েবসাইট থেকে আগেই ফরম ডাউনলোড করে প্রিন্ট করা বাধ্যতামূলক নয়। বিমান সংস্থাগুলোই যাত্রীদের কাছ থেকে কাগজে অথবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঘোষণা সংগ্রহ করবে। তবে কোন পদ্ধতিতে এই কাজ করা হবে, তা জানতে যাত্রীদের নিজ নিজ বিমান সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

এই নিয়ম যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে সরাসরি যাত্রার পাশাপাশি দেশটিকে যাত্রাবিরতির স্থান হিসেবে ব্যবহার করা যাত্রীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ কেউ যুক্তরাষ্ট্র হয়ে অন্য কোনো দেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেও তাঁকে একই ঘোষণা দিতে হবে। তবে এই নির্দেশনা শুধু আকাশপথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে কার্যকর। স্থলসীমান্ত বা সমুদ্রপথে প্রবেশের ক্ষেত্রে এই নির্দিষ্ট ঘোষণা দেওয়ার নিয়ম প্রযোজ্য নয়। সিডিসি জানিয়েছে, বিমান সংস্থাগুলোকে প্রতিটি যাত্রীর ঘোষণার রেকর্ড যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লাইট পৌঁছানোর পর অন্তত ৪২ দিন সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি কর্তৃপক্ষ এসব তথ্য দেখতে চাইতে পারে। যাত্রীদের তথ্য যাচাই এবং জনস্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রয়োজনে এই ব্যবস্থা ব্যবহার করা হবে।

এই নতুন নিয়মের মূল উদ্দেশ্য হলো ইবোলা ভাইরাসের সংক্রমণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ঝুঁকি কমানো।



দুধে খেজুর মিশিয়ে খান, ৩ রোগ ধারেকাছে ঘেঁষবে না

পরিচয় ডেস্ক : রাতের খাবার খাওয়া সেরে এবং ঘুমোতে যাওয়ার মাঝের পর্বে অনেকেই গরম দুধের গ্লাসে চুমুক দেন। নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস। তা ছাড়া ৩০-এর পর প্রতি দিনই দুধ খেতে পারলে ভাল। দুধে থাকা ক্যালশিয়াম হাড় মজবুত করে। তবে রাতে ঘুমোনোর আগে দুধ খাওয়ার বাড়তি কিছু সুফল আছে। আর সেই সুফলগুলি পেতে হলে দুধে মেশাতে হবে দু'টি খেজুর। দুধ আর খেজুরের যুগলবন্দিতে বদলে যাবে জীবন। কী কী সুফল মিলবে?

চোখের সমস্যায়

দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখতেও খেজুর দুধ খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদরা। অঞ্জনি হলে এই পানীয় খেলে উপকার পেতে পারেন। যারা একটানা কম্পিউটারের সামনে কাজ করেন তাঁদেরও চোখের ওপর বেশ চাপ পড়ে। দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রেও খেজুর দুধ খেতে পারেন।

হজমের সমস্যায় দারুণ উপকারী

গরমকালে এমনিতেই কোনো ভারী খাবার খেলে হজমের সমস্যা হয়। অল্প খেলেই পেট ভার হয়ে থাকে, গ্যাসের সমস্যা হয়। এই সমস্যা দুর করতে দুধ আর খেজুরের মিশ্রণ বেশ উপকারী। খেজুরে প্রচুর মাত্রায় ফাইবার থাকে, যা হজম প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করে।

শারীরিক দুর্বলতা

অল্প কাজ করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন অনেকে। সারা দিন শরীর চাঙ্গা রাখতে এই পানীয় দারুণ উপকারী। সারা দিন একটানা পরিশ্রম শেষে আর জীবনীশক্তি অবশিষ্ট থাকে না। তবে রাতে খাওয়ার আগে এক গ্লাস দুধের মধ্যে তিন-চারটে খেজুর মিশিয়ে খেলে শরীর বাড়তি শক্তি পায়। গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজে ভরপুর খেজুর শরীরে শক্তির জোগান দেয়।

ফুলকপি নাকি বাঁধাকপি, কোনটি বেশি উপকারি



পরিচয় ডেস্ক : শীতের সবজির মধ্যে ফুলকপি ও বাঁধাকপির জনপ্রিয়তা অত্যধিক। শীতের মৌসুমে সবার ঘরেই ফুলকপি ও বাঁধাকপি দিয়ে সুস্বাদু তরকারি রান্না হয়। কিন্তু আমরা অনেকেই এ দুটির পুষ্টিগুণ সম্পর্কে জানি না। আবার অনেকের মধ্যেই সংশয় আছে বাঁধাকপি ও ফুলকপির মধ্যে কোনটি বেশি উপকারী।

পুষ্টিবিদরা জানিয়েছেন, ফুলকপি ও বাঁধাকপি সুস্বাদু হওয়ার পাশাপাশি এতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন ও মিনারেলস। লো ক্যালরি সমৃদ্ধ হওয়ায় ওজন কমানোর জন্য এই দুই সবজি অনেক উপকারী।

ফুলকপি ও বাঁধাকপিতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, ক্যালসিয়াম, আয়রন, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ও সালফার জাতীয় উপাদান।

ফুলকপির উপকারিতা

* এতে প্রচুর ফাইবার আছে যা শরীরের কোলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক রাখতে সাহায্য করে

* ফুলকপিতে থাকা ক্যালসিয়াম ও ফ্লোরাইড শরীরের হাড় শক্ত করে

* এর ভিটামিন সর্দি, ঠান্ডা, কাশি, গা ব্যাথা দূর করতে সাহায্য করে এবং রোগ প্রতিবোধ ক্ষমতা বাড়ায়

* সালফার জাতীয় উপাদান শরীরের প্রদাহ দূর করতে সাহায্য করে

* এই সবজিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়রন রয়েছে, যা রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে। গর্ভাবস্থায় এ সবজি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

* ফুলকপি পরিপাকতন্ত্রকে ভালো রাখে

* ত্বকের সংক্রমণ প্রতিরোধ করে

* চোখ সুস্থ রাখতে ফুলকপিতে থাকা ভিটামিন এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে

* ফুলকপিতে রয়েছে সালফোরাপেন নামক উপাদান, যা ক্যানসার কোষ ধ্বংস করে ক্যানসার প্রতিরোধ করে। এ উপাদান রক্তচাপ কমায়, কিডনি ভালো রাখে

* ফুলকপিতে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি নিউট্রিয়েন্ট

* এটিতে আছে কলিন ও ভিটামিন বি, যা মস্তিষ্কের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এতে স্মৃতিশক্তি বাড়ে।

বাঁধাকপির উপকারিতা

* বাঁধাকপি পাকস্থলির আলসার ও পেপটিক আলসার প্রতিরোধ করে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, আলসারের জন্য উপকারী প্রাকৃতিক ওষুধ হলো বাঁধাকপির রস

* লাল প্রজাতির বাঁধাকপিতে আছে বেটা- ক্যারোটিন, লুটিন, যা হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখে এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পরিমাণ বাড়ায়

* রক্তের শর্করা কমাতে সাহায্য করে। টাইপ-২ ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি কমায়

* এটির ফাইবার হজমে সহায়তা করার পাশাপাশি খারাপ কোলেস্টেরল কমায়। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। পেট ফাঁপা, বুক জ্বালা ইত্যাদি সমস্যা দূর করে

* বাঁধাকপি থেকে সালফারসমৃদ্ধ উপাদান গ্লুকোসাইনোলেটস তৈরি হয়, যা ক্যানসারের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে

* বাঁধাকপির ফলিক এসিড শরীরের ডিএনএ পুনর্গঠন করে থাকে

* অকাল বার্ধক্য রোধ করে। বেগুনি বাঁধাকপিতে রয়েছে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন সি, যা ভেতর থেকে ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে

কোনটির উপকারিতা বেশি

বাঁধাকপি ও ফুলকপির পুষ্টিগুণ প্রায় একই। তবে সাদা বাঁধাকপির তুলনায় ফুলকপিতে ভিটামিন 'সি' এর পরিমাণ বেশি থাকে। এ ছাড়া তেমন পুষ্টিগত পার্থক্য লক্ষণীয় নয়। তবে প্রতিদিন এই সবজিগুলো খেতে থাকলে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

তাই সপ্তাহে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চার থেকে পাঁচদিন খাওয়া যেতে পারে এবং দিনে এক কাপ পরিমাণ খাওয়া ভালো।



লিভার সুস্থ রাখে যেসব খাবার

পরিচয় ডেস্ক : ত্বক উজ্জ্বল করতে কিংবা রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সবসময় নজর দিই খাদ্য তালিকায়। কিন্তু আমারা কি কখনো সুস্থ লিভার নিয়ে চিন্তা করি? সম্ভবত না, কিন্তু এখন আমাদের শরীরের এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সম্পর্কে চিন্তা করার সময় এসেছে। ভালো পুষ্টি আপনার লিভারের কার্যকারিতা স্বাভাবিক এবং সুস্থ রাখতে সাহায্য করতে পারে। সুস্থ থাকার জন্য লিভারের সুস্থতা নিশ্চিত করা সবার আগে জরুরি। কারণ এটি শরীরের অন্যতম জরুরি কার্য সম্পাদন করে। লিভার আক্রান্ত হতে থাকলে তা শুরুর দিকে বুঝতে পারা যায় না। অনেক সময় যতদিনে লক্ষণ দেখা দেয়, ততদিনে দেরি হয়ে যায়।

তাই আগেভাগেই লিভারের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। সেজন্য ধূমপান, মদ্যপানসহ সব ধরনের বদ অভ্যাস বাদ দিতে হবে। পাশাপাশি খেতে হবে এমন খাবার যা লিভারের জন্য উপকারী। চলুন জেনে নেয়া যাক এমন ৫টি খাবার সম্পর্কে-

লেবুতে প্রচুর ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা লিভারকে ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে। সকালে এক গ্লাস উষ্ণ লেবু পানি পান করলে তা পিত্ত উৎপাদনকে উদ্দীপিত করতে পারে এবং লিভার থেকে টক্সিন বের করতে সাহায্য করে, এটি ধীরে ধীরে লিভারে জমে থাকা চর্বি কমাতে পারে।

গ্রিন টি

এই চায়ে ক্যাটেচিনের উচ্চ ঘনত্ব রয়েছে, যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা লিভারের কার্যকারিতা বাড়ায় এবং চর্বি জমা কমায়। প্রতিদিন ২ থেকে ৩ কাপ গ্রিন টি খেলে চর্বি বিপাক প্রক্রিয়া সহজতর হতে পারে এবং লিভারের মধ্যে প্রদাহ কমাতে পারে, যার ফলে এটি ফ্যাটি লিভার রোগের চিকিৎসায় সহায়তা করে।

অ্যালোভেরার রস

অ্যালোভেরায় রয়েছে প্রদাহবিরোধী এবং ডিটক্সিফাইং বৈশিষ্ট্য যা লিভারের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পরিচিত। সকালে কাঁচা ১ টেবিল চামচ অ্যালোভেরার রস পানিতে মিশিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করুন। এটি প্রাকৃতিক ডিটক্সিফিকেশন বাড়িয়ে ফ্যাটি লিভার কমাতে সাহায্য করবে এবং সঠিক বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপে সাহায্য করবে।

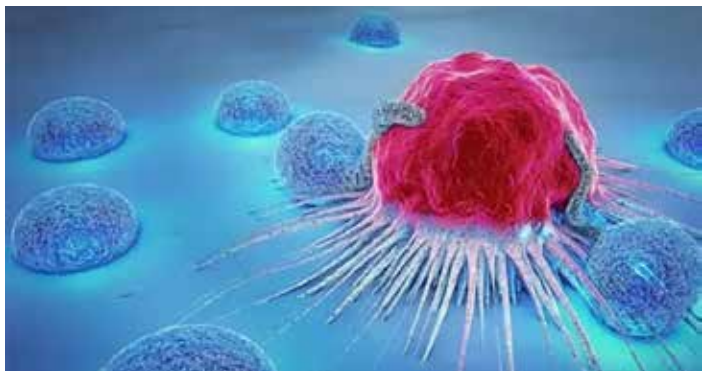
দারুচিনি

দারুচিনি রক্তে শর্করাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে এবং লিভারে চর্বি জমা কমায়।

আপনার লিভারের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে আপনার চা, কফি বা অন্যান্য খাবারে আধা চা চামচ দারুচিনি গুঁড়া ব্যবহার করুন। এতে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, তাই এর অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হ্রাস করে।

কারি পাতা

কারি পাতা হেপাটোপ্রোটেকটিভ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের ঘনত্ব হ্রাসে অবদান রাখে। ৫-৭ টা তাজা কারি পাতা চিবানো বা প্রতিদিনের খাবারে যোগ করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। এই অভ্যাসটি লিভারের ডিটক্সিফিকেশনকে সহজতর করতে পারে, চর্বি জমা কমাতে পারে এবং লিভারের স্বাস্থ্যকে উন্নত করতে পারে।



ক্যানসারে উপকারী ৩ পানীয়

ক্যানসার প্রতিরোধ ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সঠিক খাদ্যাভ্যাস গুরুত্বপূর্ণ। কিছু পানীয় শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে, প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগাতে এবং সামগ্রিক সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে। তবে কোনো পানীয়ই ক্যানসার সারাতে পারে না বা ক্যানসারের চিকিৎসার বিকল্প নয়।

১. গ্রিন টি
গ্রিন টিতে রয়েছে ক্যাটেচিন নামের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যার মধ্যে ঊএঈএ উল্লেখযোগ্য। গবেষণাগারে এসব উপাদানের সম্ভাব্য ক্যানসারবিরোধী প্রভাব দেখা গেছে। তবে মানুষের ক্ষেত্রে গ্রিন টি পান করলে ক্যানসার প্রতিরোধ বা চিকিৎসায় নিপাশ্চিত উপকার হয়–এমন শক্ত প্রমাণ এখনো নেই।

২. টমেটোর জুস
টমেটোতে রয়েছে লাইকোপিন, যা একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটি কোষকে অক্সিডেটিভ ক্ষতি থেকে সুরক্ষা দিতে ভূমিকা রাখতে পারে। তবে টমেটোর জুস সরাসরি ক্যানসার প্রতিরোধ করে–এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মতো প্রমাণ নেই। বাড়তি লবণ ও চিনি ছাড়া তৈরি জুস বেছে নেওয়া ভালো।

৩. ডাবের পানি
ডাবের পানি শরীরে তরলের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে এবং এতে পটাশিয়ামের মতো খনিজ উপাদান রয়েছে। ক্যানসারের চিকিৎসার সময় বমি বা ডায়রিয়ার কারণে পানিশূন্যতা দেখা দিলে তরল গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। তবে ডাবের পানি ক্যানসার কোষ ধ্বংস করে–এমন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। কিডনির সমস্যা থাকলে বা রক্তে পটাশিয়াম বেশি থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে পান করা উচিত।

মনে রাখতে হবে-
- গ্রিন টি, টমেটোর জুস ও ডাবের পানি সুষম খাদ্যাভ্যাসের অংশ হতে পারে; এগুলো ক্যানসারের ওষুধ নয়।
- ক্যানসারে আক্রান্ত ব্যক্তির পানীয় ও খাবারের চাহিদা চিকিৎসার ধরন এবং শারীরিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে।
- চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া উচ্চমাত্রার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সাপ্লিমেন্ট বা হারবাল নির্যাস গ্রহণ করবেন না। কিছু উপাদান ক্যানসারের ওষুধের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করতে পারে।

তথ্যসূত্র: ক্যানসার রিসার্চ ইউকে, ন্যাশনাল ক্যানসার ইনিস্টিটিউট



ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড কেন খাবেন

পরিচয় ডেস্ক : অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণের ফলে রক্তে কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে; কিন্তু সব চর্বি অস্বাস্থ্যকর নয়। ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে হৃদরোগের ঝুঁকি কমানোর জন্য। ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড বিষণ্নতা, ক্যান্সার, ডিমেনশিয়া ও আর্থ্রাইটিস থেকে রক্ষা করতে পারে। এ ছাড়া মানবদেহে খাবারের বিপাকক্রিয়া ও শরীর সুস্থ রাখতে ওমেগা-৩ চর্বির বিকল্প নেই।

ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়
স্যামন মাছ, ওয়াল নাট, বাদাম স্পাইনাক, পাতা শাক ইত্যাদি খাবারে। আমাদের দেশে ইলিশ মাছেও ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়। ইলিশ মাছ পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকলে সামুদ্রিক মাছ স্যামন ও টুনা মাছ খাওয়া যেতে পারে। মাছ থেকে যে ধরনের ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়, তা ডিএইচএ এবং ইপিএ নামে পরিচিত, যার স্বাস্থ্য উপকারিতাও বেশি।

ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডের আরেকটি রূপ হলো এএলএ, যা ভেজিটেবল অয়েল, ওয়াল নাট বা বাদাম, গাঢ় পাতাযুক্ত শাক, যেমন স্পাইনাকে পাওয়া যায়। ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড রক্তনালি, জয়েন্ট এবং অন্য স্থানের প্রদাহ কমিয়ে রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সাহায্য করে। উচ্চমাত্রায় ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দনের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া রক্তনালিতে অস্বাস্থ্যকর চর্বি, যেমন অতিরিক্ত ট্রাইগ্লিসারাইড কমায়। ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড রক্তনালিতে প্ল্যাক গঠন প্রক্রিয়ার গতি কমিয়ে দেয়।

ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড কোলন ক্যান্সার, ক্যান্সার এবং প্রস্টেট, ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। মেগা-৩ ফ্যাটি এসিড ভালো কোলেস্টেরল বা এইচডিএল কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে।

যদি আপনি মাছ খেতে না চান, তাহলে ওমেগা-৩ সাপ্লিমেন্টস বা সম্পূরক খাবার গ্রহণ করতে পারেন।

ওমেগা-৩ সাপ্লিমেন্টস ক্যাপসুল আকারে পাওয়া যায়। যাদের হৃদরোগ আছে, তাদের দৈনিক এক গ্রাম গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে এটি শুরু করার আগে আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন।

উপকারী ফ্যাটের মধ্যে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড ছাড়া ওমেগা-৬ ফ্যাটি এসিড হৃদরোগ থেকে রক্ষা করতে পারে। ওমেগা-৬ ফ্যাট ভেজিটেবল অয়েল ও বাদাম, যেমন কাঠবাদামে পাওয়া যায়। পরিশেষে একটি কথা না বললেই নয়, ইলিশ মাছ খেলে আর যা-ই হোক, হৃদরোগ থেকে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যাবে। তবে যাদের রক্তে ক্রিয়েটিনের মাত্রা বেশি, তাদের ক্ষেত্রে যে কোনো মাছ বা প্রোটিনজাতীয় খাবার নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশি খাওয়া ঠিক নয়।

কিডনি রোগী ছাড়া অন্য সবাই যতদূর সম্ভব ইলিশ মাছ খান এবং সুস্থ থাকুন।

মানসিক চাপ কমাতে খেতে পারেন ডিম



পরিচয় ডেস্ক : ফার্স্টক্লাস প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের মধ্যে ডিম একটি অন্যতম খাবার। এতে থাকা ওমেগা থ্রি মস্তিষ্কের জন্য খুবই উপকারী।

ডিমে প্রচুর ট্রিপটোফেন থাকে, যা মানসিক চাপ কমাতে ভূমিকা রাখে। ট্রিপটোফেন মন শান্ত করে এবং শরীরে হরমোনের ব্যাঘাত কমায়। এ কারণে রাতে ডিম খেলে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

ডিম মেলাটোনিনের বড় উৎস। ভালো ঘুমের জন্য বেশ সহায়ক। মেলাটোনিনের বড় ভূমিকা রয়েছে এতে। এটি স্নায়ু কোষের কার্যকারিতা উন্নত করতে সাহায্য করে এবং শরীরকে ঘুমাতে যাওয়ার সংকেত দেয়। মেলাটোনিন হলো এমন এক হরমোন যা শরীরের ঘড়ি সেট করে এবং ঘুম ভালো হতে বড় ভূমিকা রাখে।

ডিম হাড় ও মস্তিষ্কের কোষগুলোর কার্যকারিতা উন্নত করে। রাতে ডিম খেলে তা শরীরে ভালো কোলেস্টেরল জমা হয় এবং সকালে সূর্যের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে শরীর তা থেকে ভিটামিন ডি তৈরি করতে শুরু করে।

রাতে ডিম খাওয়া ওজন কমাতে দুভাবে কাজ করে। প্রথমত, এটি পাকস্থলীর গতি বাড়ায় এবং দ্বিতীয়ত, এর প্রোটিন দীর্ঘক্ষণ শরীরকে পরিপূর্ণ রাখে। ফলে রাতে বেশি খাওয়ার প্রবণতা কমে। এছাড়াও ডিম পেশিকে শক্তিশালী করে, হরমোনের কার্যকারিতার ভারসাম্য বজায় রাখে এবং শরীরের ওজন কমাতেও সাহায্য করে।

ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থা বলেছে, কোলেস্টেরল বিষয়ে নতুন যেসব তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে তার আলোকে সপ্তাহে তিনটির বেশি

পরিচয় PARICHOY PUBLISHED FROM NEW YORK

শেষের পাতা

Issue 1704
Saturday, October 31, 2026

প্রাণীর সঙ্গে যৌন কর্মকাণ্ডের ছবি-ভিডিও সংক্রান্ত অভিযোগে ফ্লোরিডায় গ্রেপ্তার বুয়েটের সাবেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী

নজরুল ইসলাম মিন্টো: যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বুয়েটের সাবেক শিক্ষার্থী রাইয়ান আবদুল বাতেন। বাংলাদেশে প্রকৌশলবিদ্যায় স্নাতক হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। সেই শিক্ষকের নাম এবার উঠে এসেছে এক অস্বাভাবিক ফৌজদারি অভিযোগে। প্রাণীর সঙ্গে মানুষের যৌন কর্মকাণ্ডের ছবি বা ভিডিও ধারণ, বিতরণ অথবা সংরক্ষণের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে ফ্লোরিডার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।



গ্রেপ্তারসংক্রান্ত প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গত ২৮ অক্টোবর ২০২৬ বুধবার ফ্লোরিডার হিলসবরো কাউন্টিতে রাইয়ান আবদুল বাতেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন ২৯ অক্টোবর তাঁর বিরুদ্ধে নথিভুক্ত অভিযোগের তথ্য প্রকাশিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেপ্তারসংক্রান্ত তথ্যভান্ডার টাম্পাবাস্টসে তাঁর নামের পাশে যে অভিযোগটি উল্লেখ করা হয়েছে, তার ইংরেজি বিবরণ হলো 'Film, Distribute, or Possess Image or Video of Seuxal Activity With an Animal'। অর্থাৎ কোনো মানুষের সঙ্গে প্রাণীর যৌন কর্মকাণ্ডের ছবি বা ভিডিও ধারণ, বিতরণ অথবা নিজের কাছে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*



দীর্ঘদিন সুস্থ থাকতে ২০-৩০ বছর বয়সেই কোন ৫ অভ্যাস জরুরি যা বলছে গবেষণা

পরিচয় ডেস্ক: ক্যারিয়ার গড়া, পরিবার শুরু করা, সামাজিক যোগাযোগ বাড়ানো কিংবা নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন-২০ ও ৩০ এর *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের আগে সকল বিমান যাত্রীকে জানাতে হবে, গত ২১ দিনে আফ্রিকার দেশ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গোতে ছিলেন কি না



পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, কঙ্গোতে গত ২১ দিনের মধ্যে অবস্থান করা ব্যক্তিরা যুক্তরাষ্ট্রগামী বিমানে উঠতে পারবেন না। নিয়মটি কার্যকর হবে ৩ নভেম্বর থেকে। যুক্তরাষ্ট্রে ইবোলা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি কমাতে আন্তর্জাতিক বিমানযাত্রীদের জন্য নতুন স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নিয়ম চালু করছে দেশটির সরকার। আগামী ৩ নভেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্রগামী সব আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের যাত্রীকে একটি লিখিত অথবা ডিজিটাল ঘোষণা দিতে হবে। এতে নিশ্চিত করতে হবে, বিমানে ওঠার আগের ২১ দিনের মধ্যে তাঁরা গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে অবস্থান করেননি। যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি) এই নতুন নির্দেশনা জারি করেছে। সংস্থাটির ৩০ অক্টোবর *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*



ঢাকা থেকে ওয়াল স্ট্রিট: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ইমরান খানের সাফল্যের গল্প

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকার এক সাধারণ ক্লাসরুম থেকে যাত্রা শুরু, আর আজ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াল স্ট্রিটের অন্যতম পরিচিত মুখ। তিনি ইমরান খান - একজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী, যিনি প্রমাণ করেছেন ইচ্ছা আর পরিশ্রম থাকলে ঢাকার গলি থেকেও বিশ্ব জয় করা যায়। গল্পের শুরুটা ঢাকাতেই। ইমরান খান পড়াশোনা করেছেন ঢাকার ঐতিহ্যবাহী গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুলে, এরপর ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক শেষ করেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক তরুণের মতো তার চোখেও ছিল বড় স্বপ্ন। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্ক সিটিতে ভুঁয়া OSHA ও সেফটি কার্ড বিক্রির অভিযোগে

দুই বাংলাদেশি অভিযুক্ত, কুইন্স ও ব্রুকলিনে প্রতিষ্ঠান চালিয়ে ৫০০ ডলারে জাল সনদ বিক্রির অভিযোগ

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটিতে নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ছাড়াই ভুঁয়া ওঝঐঅ ও সাইট সেফটি ট্রেনিং (ঝঝঞ) কার্ড তৈরি ও বিক্রির অভিযোগে দুই বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছে কর্তৃপক্ষ। গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তরা হলেন ৩৪ বছর বয়সী লুৎফুর রহমান ও মোহাম্মদ তুষার। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রশিক্ষণ না দিয়েই নির্মাণশ্রমিকদের কাছে ৫০০ ডলারের বিনিময়ে এসব জ্বাল সনদ সরবরাহ করতেন। ব্রুকলিন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, রেডকোড ইনকরপোরেশন নামে প্রতিষ্ঠানটির কুইন্স ও ব্রুকলিনে কার্যালয় ছিল। লুৎফুর রহমান প্রতিষ্ঠানটির মালিক এবং



মোহাম্মদ তুষার সহযোগী হিসেবে কাজ করতেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।
তদন্তের অংশ হিসেবে নিউইয়র্ক সিটির তদন্ত বিভাগের কর্মকর্তারা নির্মাণশ্রমিক পরিচয়ে প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়ে যান। অভিযোগ অনুযায়ী, তাঁদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ছাড়াই ৫০০ ডলারের বিনিময়ে ওঝঐঅ ও ঝঝঞ কার্ড দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এমনকি প্রশিক্ষণ নেওয়া হয়েছে-এমন ভুয়া তথ্য উপস্থিতির তালিকায় দেখানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভুঁয়া নথি দাখিল, অসদাচরণের বিনিময়ে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*



বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় ফল কলা কি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে?

পরিচয় ডেস্ক: জলবায়ু সংকট ও নানা রোগবালাইয়ের কারণে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ফল কলা হুমকির মুখে পড়েছে। তবে গবেষকেরা সম্প্রতি দাবি করেছেন, প্রজননপ্রযুক্তির নতুন এক অগ্রগতির মাধ্যমে ক্যাভেন্ডিশ জাতের কলার টিকে থাকা নিশ্চিত করা যেতে পারে।
বিশ্বে টমেটোর পর সবচেয়ে বেশি খাওয়া ফল হলো কলা। বছরে বিশ্বে প্রায় ১৩ কোটি ৯০ লাখ টন কলা উৎপাদিত হয়।
কলার এক হাজারের বেশি জাত রয়েছে, তবে বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষের ফলের পাত্রে মূলত ক্যাভেন্ডিশ জাতের কলাই দেখা যায়। ১৯৫০-এর দশক থেকে পানামা রোগের শিকার হয়ে হারিয়ে যায় 'গ্রোস মিশেল' জাতের কলা। এরপর বাজার দখল করে নিয়েছে এই 'ক্যাভেন্ডিশ'।
বাণিজ্যিক ক্যাভেন্ডিশ কলা মূলত প্রজননে অক্ষম ক্লোন। ফলে সব গাছের জিন হুবহু এক হওয়ায় পুরো জাতটি *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*





